مجلة عرفات الأسبوعية

شعار التضامن الإسلامي

প্রতিষ্ঠাকাল - ১৯৫৭
রেজি - ডি.এ. ৬০
প্রকাশ মহল - ৯৮, নবাবপুর রোড,
ঢাকা-১১০০, বাংলাদেশ

সাপ্তাহিক

আরাফাত

মুসলিম সংহতির আহ্বায়ক

ধর্ম-দর্শন, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ইতিহাস-ঐতিহ্য বিষয়ক সাপ্তাহিকী

প্রতিষ্ঠাতা: আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী (রহ)

✱ বর্ষ : ৬৫
✱ সংখ্যা : ০১-০২
✱ বার : সোমবার

◈ ০২ অক্টোবর-২০২৩ ঈসায়ী
◈ ১৭ আশ্বিন-১৪৩০ বঙ্গাব্দ
◈ ১৬ রবিউল আউয়াল-১৪৪৫ হিজরি

সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি
অধ্যাপক ডক্টর আব্দুল্লাহ ফারুক

সম্পাদক
আবু আদেল মুহাম্মাদ হারুন হুসাইন

সহযোগী সম্পাদক
মুহাম্মদ গোলাম রহমান

প্রবাস সম্পাদক
মুহাম্মাদ রফিকুল ইসলাম মাদানী

ব্যবস্থাপক
মুহাম্মাদ রবিউল ইসলাম

উপদেষ্টামণ্ডলী
প্রফেসর এ. কে. এম. শামসুল আলম
মুহাম্মদ রুহুল আমীন (সাবেক আইজিপি)
আলহাজ্জ মুহাম্মদ আওলাদ হোসেন
প্রফেসর ড. দেওয়ান আব্দুর রহীম
প্রফেসর ড. আ. ব. ম. সাইফুল ইসলাম সিদ্দিকী
অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ রঈসুদ্দীন

সম্পাদনা পরিষদ
প্রফেসর ড. আহমাদুল্লাহ ত্রিশালী
উপাধ্যক্ষ ওবায়দুল্লাহ গযনফর
প্রফেসর ড. মো. ওসমান গনী
ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ খান মাদানী
উপাধ্যক্ষ আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ
মুহাম্মদ ইবরাহীম বিন আব্দুল হালীম মাদানী

যোগাযোগ

সাপ্তাহিক আরাফাত

জমঈয়ত ভবন, ৭৯/ক/৩, উত্তর যাত্রাবাড়ী, বিবির বাগিচা ৩নং গেইট, ঢাকা-১২০৪।

সম্পাদক	: ০১৭৬১-৮৯৭০৭৬	বিপণন অফিসার	: ০১৯৩৩-৩৫৫৯১০
সহযোগী সম্পাদক	: ০১৭১৬-৯০৬৪৮৭	কম্পিউটার বিভাগ	: ০১৯৩৩-৩৫৫৯০৭
ব্যবস্থাপক	: ০১৯৩৩-৩৫৫৯০১	টেলিফোন	: ০২-৭৫৪২৪৩৪

weeklyarafat@gmail.com
www.weeklyarafat.com
jamiyat1946.bd@gmail.com

www.jamiyat.org.bd
f/shaptahikArafat
f/group/weeklyarafat

মূল্য : ২৫/-
(পঁচিশ) টাকা মাত্র।

مجلة عرفات الأسبوعية

تصدر من المكتب الرئيسي لجمعية أهل الحديث ببنغلاديش

٩٨ نواب فور، داكا-١١٠٠.

الهاتف : ٠٢٧٥٤٢٤٣٤، الجوال : ٠٩٣٣٣٥٥٩٠١

المؤسس : العلامة محمد عبد الله الكافي القريشي (رحمه الله تعالى)

الرئيس المؤسس لمجلس الإدارة :

الفقيد العلامة د. محمد عبد الباري (رحمه الله تعالى)

الرئيس الحالي لمجلس الإدارة :

الأستاذ الدكتور عبد الله فـاروق (حفظه الله تعال)

رئيس التحرير : أ/أبو عادل محمد هارون حسين

গ্রাহক চাঁদার হার (ডাকমাশুলসহ)

দেশ	বার্ষিক	সান্মাসিক
বাংলাদেশ	৭০০/-	৩৫০/-
দক্ষিণ এশিয়া	২৮ U.S. ডলার	১৪ U.S. ডলার
এশিয়ার অন্যান্য দেশ	৩০ U.S. ডলার	১৫ U.S. ডলার
সিঙ্গাপুর	৩৫ U.S. ডলার	১৫ U.S. ডলার
ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া ও ব্রুনাই	৩০ U.S. ডলার	১৫ U.S. ডলার
মধ্যপ্রাচ্য	৩৫ U.S. ডলার	১৫ U.S. ডলার
আমেরিকা, কানাডা ও অস্ট্রেলিয়াসহ পশ্চিমা দেশ	৫০ U.S. ডলার	২৬ U.S. ডলার
ইউরোপ ও আফ্রিকা	৪০ U.S. ডলার	২০ U.S. ডলার

"সাপ্তাহিক আরাফাত"

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড

বংশাল শাখা : (সঞ্চয়ী হিসাব নং- ১৩৩৫৯)

অনুকূলে **জমা/ডিডি/টিটি/অনলাইনে** প্রেরণ করা যাবে।

অথবা

"সাপ্তাহিক আরাফাত"

অফিসের বিকাশ (পার্সোনাল) : ০১৯৩৩ ৩৫৫ ৯০৫

নম্বরে বিকাশ করা যাবে। উল্লেখ্য যে, বিকাশে অর্থ পাঠানোর পর কল করে নিশ্চিত হোন!

সূচিপত্র

- **সম্পাদকীয়** ০৩
- **আল কুরআনুল হাকীম :**
  - ❖ **পরকালের সঞ্চিত সম্পদ...**
    আবূ সা'আদ আব্দুল মোমেন বিন আব্দুস্ সামাদ- ০৪
- **হাদীসে রাসূল ﷺ :**
  - ❖ **প্রতিবেশীর প্রতি আমাদের করণীয়**
    আবূ তাহসীন মুহাম্মদ- ০৭
- **প্রবন্ধ :**
  - ❖ **ইসলামের দৃষ্টিতে সবর : একটি তাত্ত্বিক পর্যালোচনা**
    অধ্যাপক আহমাদুল্লাহ- ১২
  - ❖ **সামাজিক সম্প্রীতি বিনির্মাণে ইসলাম**
    মেহেদী হাসান সাকিফ- ১৫
- **পরিবেশ-প্রকৃতি :**
  - ❖ **বায়ুদূষণ : অনুষঙ্গ-প্রসঙ্গ**
    আবু সা'আদ ড. মো. ওসমান গনী- ১৭
- **বিশেষ প্রতিবেদন :**
  - ❖ **বাংলাদেশে বিবাহবিচ্ছেদ : কারণ ও প্রতিকার**
    সাইফুল্লাহ্ ত্রিশালী- ২০
- **ক্বাসাসুল কুরআন :**
  - ❖ **আবূ লাহাবের ধ্বংস কথা**
    গিয়াসুদ্দীন বিন আব্দুল মালেক- ২৭
- **বিশুদ্ধ 'আক্বীদাহ্ বনাম প্রচলিত ভ্রান্ত বিশ্বাস** ৩১
- **মহিলা জগৎ :**
  - ❖ **আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)'র মায়ের ইসলাম গ্রহণ**
    অধ্যাপক মো. আবুল খায়ের- ৩৩
- **বিজ্ঞান ও বিস্ময় :**
  - ❖ **আল কুরআন ও জ্যোতির্বিজ্ঞানে আমাদের পৃথিবী**
    এম এ মোমেন- ৩৪
- **কিশোর ভুবন :**
  - ❖ **কে ছিল সেই চোর?**
    আবু ফাইয়ায- ৩৭
- **জমঈয়ত সংবাদ** ৩৮
- **কবিতা** ৩৮
- **স্বাস্থ্য-সচেতনতা** ৩৯
- **ফাতাওয়া ও মাসায়েল** ৪১
- ☐ **প্রচ্ছদ রচনা** ৪৭

সম্পাদকীয়

সাপ্তাহিক আরাফাত
অবিরাম প্রকাশনার ৬৫তম বর্ষে পদার্পণ

আল-হামদুলিল্লাহ! সাপ্তাহিক আরাফাত ৬৫তম বর্ষে পদার্পণ করল। আজ প্রথম সংখ্যা প্রকাশের মধ্য দিয়ে নতুন বর্ষের শুভ সূচনা হলো। এটি বাংলা ভাষায় প্রকাশিত ইসলামী সাময়িকীর অনুপম এক দৃষ্টান্ত। ধারাবাহিক প্রকাশনার ৬৪তম বর্ষ শেষ করে 'বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস' যে ইতিহাস সৃষ্টি করল, তা কেবল এ দেশের আহলে হাদীস নয়, বরং সমগ্র উম্মাহকে গৌরবান্বিত করেছে। এ সাময়িকীর গোড়াপত্তন করেন ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ, বর্ষীয়ান রাজনীতিবিদ, বিদগ্ধ গবেষক ও সাহিত্যিক আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল কোরায়শী (রাহিমাহুল্লাহ)। বহুদর্শী প্রতিভার অধিকারী এই জ্ঞান তাপস ১৯৬০ সালে স্বীয় গবেষণাকর্মের স্বীকৃতিস্বরূপ বাংলা একাডেমি কর্তৃক প্রথম প্রবর্তিত সম্মাননা পদক জয় করেন। এমন একজন মহান ব্যক্তিত্বের হাতে ১৯৫৭ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর 'মুসলিম সংহতির আহ্বায়ক' হিসেবে 'সাপ্তাহিক আরাফাত' আত্মপ্রকাশ লাভ করে এবং প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে অদ্যাপি এ গবেষণা পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশিত হয়ে আসছে। বাংলা ভাষায় প্রকাশিত নিয়মিত ইসলামী পত্রিকার জগতে এটি একটি বিরল ঘটনা। এর সাফল্যের সবটুকুই মহান আল্লাহর অফুরন্ত রহমতের জ্বলন্ত নিদর্শন। অতঃপর কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর অতন্দ্রপ্রহরী বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস-এর সাফল্যের অনবদ্য স্মারক।

৬৫ বর্ষের সূচনালগ্নে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি নক্ষত্রসদৃশ বহুজ্ঞ ব্যক্তিত্ব প্রফেসর আল্লামা ড. মুহাম্মদ আব্দুল বারী (রাহিমাহুল্লাহ)-কে; যিনি শত-সহস্র প্রতিবন্ধকতা ও প্রতিকূলতাকে জয় করে ৪৩ বছরব্যাপী এ সাময়িকীটির ধারাবাহিক প্রকাশনা অব্যাহত রেখেছেন। মহান আল্লাহর কাছে আজ আমাদের প্রাণোৎসারিত প্রার্থনা– হে আল্লাহ! এই পথিকৃৎ ব্যক্তিত্বদ্বয়কে জান্নাতুল ফিরদাউস দান করুন –আমীন।

সাপ্তাহিক আরাফাত বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের প্রাচীন মুখপত্র। এ সংগঠনটি প্রচলিত রাজনীতিমুক্ত খালেস দ্বীন প্রচারের এক তাওহীদী প্লাটফর্ম। কোনো রাজনৈতিক উচ্চাভিলাস নেই; সহীহ দ্বীন প্রচার-ই এর মূল উদ্দেশ্য। সর্বপ্রকার ডামাডোলের মাঝেও এ সংগঠন তার অভীষ্ট লক্ষ্যে অবিচল। কার্যক্রম পরিচালনায় মধ্যমপন্থা অবলম্বন, এ সংগঠনের আদর্শিক বৈশিষ্ট্য। এখানে আবেগের চেয়ে বিবেক ও বুদ্ধিমত্তাকে বিবেচ্য বলে গণ্য করা হয়। আর এই সংগঠনেরই হৃদস্পন্দন 'সাপ্তাহিক আরাফাত' ১৯৫৭ সাল থেকে অবিরত প্রকাশিত হয়ে আসছে। কোনো সময়-ই এটির প্রকাশনা বন্ধ হয়নি।

কেবল ইসলামী সাহিত্য-সংস্কৃতি নয়; বরং বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের ধারক হিসেবে এ পত্রিকার ভূমিকা অনস্বীকার্য। ইসলামী তাহযিব-তামাদ্দুন বজায় রেখে সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রতিপালনে এ সাময়িকীটি যে অবদান রাখছে তা আজ বোদ্ধামহলে স্বীকার্য। দীর্ঘ ৬৪ বছরব্যাপী সাহিত্য ও সংস্কৃতির সাগরে আবগাহন করে নিখাঁদ ইসলামী সভ্যতা বিনির্মাণে যেঁ বা যাঁরা অবদান রেখেছেন তাঁদের নামও আজ ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে মুদ্রিত।

আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী (রাহিমাহুল্লাহ) থেকে শুরু করে এ পর্যন্ত যে সকল বিদগ্ধ কলমসৈনিক এ পত্রিকার সম্পাদনা করেছেন এবং লেখনীর মাধ্যমে সঞ্জীবনী সুধা বিলিয়েছেন তাঁদের ত্যাগ ও তিতীক্ষার ফসল এই সাপ্তাহিক আরাফাত। এটিকে সময়োপযোগী সমৃদ্ধ করে সর্বমহলে পৌঁছে দেওয়া এখন সময়ের দাবি। দেশের সর্বত্র এর বহুল প্রচার হলে জাতি বহুলাংশে উপকৃত হবে।

আবারো দৃঢ়তার সাথে প্রত্যয় ব্যক্ত করছি যে, ৬৫ বর্ষের সূচনালগ্নে আমরাও নব-উদ্যোমে পথ চলতে প্রস্তুত। ইতোমধ্যে লেখক ফোরাম গঠিত হয়েছে। পত্রিকার মানোন্নয়ন, পাঠক সৃষ্টি, পাঠচক্র, পাঠক ফোরাম গঠন, পাঠ প্রতিযোগিতা, রচনা প্রতিযোগিতা, গণসচেতনতা সৃষ্টি ইত্যাদি কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে অচিরেই এ সাময়িকীটি ইসলামের একটি আলোকবর্তিকা হিসেবে উদ্ভাসিত হবে ইনশা-আল্লাহ।

উল্লেখ্য যে, সাপ্তাহিক আরাফাত নিছক আহলে হাদীসদের সম্পদ নয়; আমরা মনে করি, এটি বাংলা ভাষাবাসী মানুষের জাতীয় সম্পদ। তাই এর রক্ষণাবেক্ষণ ও মানোন্নয়নে সম্মিলিত কর্মপ্রচেষ্টা প্রয়োজন। আমি পড়বো, অন্যকে পড়তে উৎসাহিত করব, এর বহুলপ্রচারে সকলেই নিজ নিজ অবস্থান থেকে দায়িত্বশীলের ভূমিকা পালন করব; আর এ কাজটি করব আপন ঈমানী চেতনা থেকে। এটি সম্পাদনা পরিষদের একার কাজ নয়; বরং বিগত দিনের ন্যায় সম্মিলিত উদ্যোগে সম্প্রসার আবশ্যক। মানুষ এ পত্রিকার মাধ্যমে যেমন সঠিক ইসলামের দীক্ষা পাবে; ঠিক তেমনি পাবে আদর্শ সমাজ বিনির্মাণের দীপ্ত অনুপ্রেরণা। তাই আজি এ শুভক্ষণে 'সাপ্তাহি আরাফাত'-এর সম্পাদনা পরিষদ, প্রকাশনা কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গ, পাঠক-পাঠিকা ও শুভানুধ্যায়ীদের জন্য আমাদের হৃদয় নিংড়ানো ভালোবাসা প্রকাশ করছি। আল্লাহ তা'আলা আরাফাতকে ক্বিয়ামত পর্যন্ত সুপ্রতিষ্ঠিত রাখুন –আমীন। ❑

আল কুরআনুল হাকীম

পরকালের সঞ্চিত সম্পদ...

–আবূ সা'আদ আব্দুল মোমেন বিন আব্দুস্ সামাদ*

আল্লাহ তা'আলার বাণী

﴿يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ○ وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ نَسُوا اللّٰهَ فَاَنْسٰهُمْ اَنْفُسَهُمْ ؕ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ○ لَا يَسْتَوِيْٓ اَصْحٰبُ النَّارِ وَاَصْحٰبُ الْجَنَّةِ ؕ اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَآئِزُوْنَ﴾

সরল বাংলায় আনুবাদ

"হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো। আর সকলেই ভেবে দেখো, আগামীকালের (পরকালের) জন্য কে কি পাঠিয়েছ? তোমরা আল্লাহকে ভয় করো। নিশ্চয় তোমরা যা করো আল্লাহ সে সম্পর্কে পুরোপুরি খবর রাখেন। তোমরা তাদের মতো হয়ো না, যারা আল্লাহকে ভুলে গিয়েছিল, ফলে আল্লাহও তাদেরকে আত্মভোলা করে দিয়েছেন। আর তারাই হলো পাপাচারী (ফাসিক)। জাহান্নামের অধিবাসী ও জান্নাতের অধিবাসী সমান নয়। জান্নাতের অধিবাসীরাই সফলকাম।"[১]

শাব্দিক বিশ্লেষণ

يَا -শব্দটি, حرف النداء অর্থাৎ- আহ্বান সূচক অব্যয়। الَّذِيْنَ -এটি, اسم موصول অর্থ- যারা। শব্দটি দু'দিক থেকে, معرفة (অর্থাৎ- مندى ও الاسماء موصولة) হওয়ার কারণে এবং مندى -এর শুরুতে ال যুক্ত হওয়া فاصلة হিসেবে اَيُّهَا যুক্ত হয়েছে। আর اٰمَنُوا অর্থ- তারা ঈমান এনেছে। اتَّقُوا اللّٰهَ অর্থ- তোমরা আল্লাহকে ভয় করো। وَلْتَنْظُرْ অর্থ- আর আপনি দেখুন। نَفْسٌ অর্থ- নিজেই مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ অর্থ- কালকের জন্য কি পাঠিয়েছেন। اِنَّ اللّٰهَ অর্থ- নিশ্চয়ই আল্লাহ। خَبِيْرٌ অর্থ- অবগত বা খবর রাখেন। بِمَا تَعْمَلُوْنَ অর্থ- তোমরা যে 'আমল করো সে সম্পর্কে। وَلَا تَكُوْنُوْا অর্থ- আর তোমরা হয়ো না। كَالَّذِيْنَ অর্থ-তাদের মতো যারা। نَسُوا اللّٰهَ অর্থ- আল্লাহকে ভুলে গেছে। فَاَنْسٰهُمْ অর্থ- অতঃপর তারা ভুলে গেছে। اَنْفُسَهُمْ অর্থ- তাদের নিজেদেরকে। اُولٰٓئِكَ অর্থ-ওরা। هُمُ অর্থ- তারা (তারাই)। الْفٰسِقُوْنَ অর্থ-পাপাচারী। لَا يَسْتَوِيْٓ অর্থ- সমান হয় না। اَصْحٰبُ النَّارِ অর্থ- জাহান্নামের অধিবাসীরা। وَ অর্থ- এবং। اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ অর্থ- জান্নাতের অধিবাসীগণ। هُمُ অর্থ- তারাই। الْفَآئِزُوْنَ অর্থ- বিজয়ীগণ।

বিষয়বস্তু ও প্রেক্ষাপট

জারীর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন– একদা সূর্য কিছু উপরে উঠার সময়ে আমরা রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট ছিলাম। এমন সময়ে অর্ধ উলঙ্গ ও নগ্নপদ বিশিষ্ট কতগুলো লোক আগমন করলো। তারা শুধু ই'বা (আরব দেশীয় পোশাক) দ্বারা নিজেদের দেহ আবৃত করেছিল। তাদের কাধে তরবারি লটকানো ছিল। তাদের সকলেই ছিল মুযার গোত্রীয় লোক। তাদের দারিদ্র্য ও দুরবস্থা দেখে রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেল। তিনি নিজ গৃহে প্রবেশ করলেন এবং বেরিয়ে এলেন। এরপর তিনি বিলাল (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে আযান দেওয়ার নির্দেশ দিলেন। আযান হলো– ইকামত হলো এবং রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নামায পড়ালেন। তারপর তিনি খুতবাহ্ শুরু করলেন। তিনি বললেন, হে মানবমণ্ডলী! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় করো যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি হতেই সৃষ্টি করেছেন। এরপর তিনি সূরায়ে হাশরের ﴿وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ﴾ এই আয়াতটি তিলাওয়াত করেন। এরদ্বারা তিনি মানুষকে দান-খয়রাতের প্রতি উৎসাহিত করেন। তখন জনগণ দান-খয়রাত করতে শুরু করলো। বহু দীনার, দিরহাম, কাপড়-চোপড়, খেজুর-গম ইত্যাদি আসতে থাকে। রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ভাষণ দিতেই থাকেন। এমনকি শেষ পর্যন্ত তিনি বলেন, তোমরা একটি খেজুরের অর্ধেক থাকলেও তা নিয়ে এসো। একজন আনসারী দীনার-দিরহাম বোঝাই ভারী একটি থলে নিয়ে আসলেন। তারপর তা লোকদের মাঝে দান করে

** প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক, জা'মেআ দারুল ক্বোরআন, ঢাকা, বাংলাদেশ।*

[১] সূরা আল হাশ্‌র : ১৮-২০।

দিলেন। এভাবে দান আসতেই থাকলো। শেষ পর্যন্ত প্রত্যেক জিনিসের এক একটি স্তূপ হয়ে গেলো। এর ফলে রাসূল (ﷺ)-এর বিবর্ণ চেহারা উজ্জ্বল হয়ে সোনার মতো ঝলমল করতে থাকে।[২]

আয়াতের সংক্ষিপ্ত তাফসীর

﴿يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ﴾

অর্থাৎ- "হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো।"

এখানে ঈমানদারদেরকে সম্বোধন করে তাদেরকে নসীহত করা হচ্ছে। তাক্বওয়ার পথ অবলম্বনের নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে। আর তাক্বওয়ার পথ হলো– তিনি যে সকল কাজ করতে নির্দেশ দিয়েছেন সে সকল কাজ সুচারুরূপে সম্পন্ন করা এবং যে সকল কাজ করতে নিষেধ করেছেন সেগুলো থেকে নিজেকে ফিরিয়ে রাখা বা দূরে রাখা। আর এই তাক্বওয়া বা আল্লাহভীতিই মানুষকে সৎকর্ম করতে এবং অসৎতকর্ম থেকে বাঁচতে উৎসাহ প্রদান করে।

﴿وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ﴾

অর্থাৎ- "আগামীকালের জন্য কি পাঠিয়েছ তা ভেবে দেখা উচিৎ।"

এ আয়াতে কিয়ামত বুঝাতে لِغَدٍ শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে যার অর্থ- আগামীকাল।[৩] কিয়ামতকে لِغَدٍ (আগামীকাল) শব্দদ্বারা ব্যক্ত করার উদ্দেশ্য হলো– আগামীকালের মতো কিয়ামতও খুব নিকটবর্তী এটা বুঝানো। তারপর আবার তাকীদস্বরূপ وَاتَّقُوا اللّٰهَ (তাক্বওয়ার পথ অবলম্বন করো) উল্লেখ করা হয়েছে। কারণ এই তাক্বওয়াই মানুষকে হিদায়াতের পথে পরিচালনা করে।[৪] পাপকাজ থেকে বাঁচিয়ে রাখে।[৫] পারলৌকিক জীবনে মুক্তির পথ দেখায়। আর তাক্বওয়ার অধিকারীর (মুত্তাকীদের) জন্যই আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা জান্নাত তৈরি করে রেখেছেন।[৬] যে জান্নাতের নিয়ামত অফুরন্ত।

﴿اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ﴾

অর্থাৎ- "নিশ্চয়ই তোমরা যা করো আল্লাহ সে সম্পর্কে অবহিত।"

প্রত্যেকটি মানুষের প্রতিটি কর্ম, সে যেখানে যতই সংগোপনে করুক না কেন, তিনি সে সম্পর্কে সম্যক অবগত। সুতরাং পুণ্যবানদের পুণ্যকাজের প্রতিদান ও পাপীদেরকে পাপাচারের উপযুক্ত বদলা দেওয়া তার পক্ষে অত্যন্ত সহজ। তাই সেদিন তিনি তাদের প্রতিটি কৃতকর্মের উপযুক্ত প্রতিদান প্রদান করবেন।

﴿وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ نَسُوا اللّٰهَ فَاَنْسٰهُمْ اَنْفُسَهُمْ﴾

অর্থাৎ- "তোমরা তাদের মতো হয়ো না, যারা আল্লাহকে ভুলে গিয়েছিল, ফলে আল্লাহও তাদেরকে আত্মভোলা করে দিয়েছেন।"

এখানে এই নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে যে, তোমরা মহান আল্লাহর যিকিরে মশগুল থাকো কখনও তা ভুলে বসো না, অন্যথায় তিনি তোমাদেরকে ঐসকল কার্যাবলী ভুলিয়ে দিবেন, যেগুলো পরকালে তোমাদের কাজে লাগবে। অর্থাৎ- শাস্তিস্বরূপ আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা তাদের অবস্থা এমন করে দিবেন যে, তারা এমন সব কাজ করা থেকে উদাসীন হয়ে গেল যাতে ছিল তাদের উপকার এবং যার দ্বারা তারা নিজেদেরকে জাহান্নামের আযাব থেকে বাঁচাতে পারত। মানুষ মহান আল্লাহকে ভুলে গেলে আসলে নিজেকেই ভুলে যায়, তখন তার জ্ঞান-বুদ্ধি তাকে সঠিক দিক-নির্দেশনা দেয় না। ফলে তার দ্বারা এমন এমন কাজ সংঘঠিত হয়, যাতে থাকে তার ধ্বংস ও বিনাশ।

﴿اُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ﴾

অর্থাৎ- "ওরা তারাই যারা পাপাচারী (ফাসিক)।"

পূর্বেও এমন ফাসিক ও উদ্ধত লোক ছিল যারা জাঁকজমকপূর্ণ শহর বসিয়েছিল। শহরের মযবুত দূর্গসমূহ নির্মাণ করেছিল। আজ তারা কোথায়? আজ তারা কবরের গর্তে পাথরের নীচে চাপা পড়ে আছে। মহান আল্লাহর শাস্তি আজ তাদের নিকৃষ্ট সঙ্গী হয়ে আছে। জাহান্নাম তাদের চিরস্থায়ী ঠিকানা। এই তো তাদের পরিণতি।

﴿لَا يَسْتَوِيْٓ اَصْحٰبُ النَّارِ وَاَصْحٰبُ الْجَنَّةِ ۭ اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَاۗىِٕزُوْنَ﴾

---

[২] *এই হাদীসটি ইমাম আহমদ বর্ণনা করেছেন এবং ইমাম মুসলিম এটি তাখরীজ করেছেন।*

[৩] *কুরতুবী।*

[৪] *সূরা আল বাক্বারাহ্ : ২।*

[৫] *সূরা আল আনফাল : ২৯।*

[৬] *সূরা আর্ রা'দ : ৩৫।*

অর্থাৎ- "কিয়ামতের দিন আল্লাহর নিকট জাহান্নামের অধিবাসী ও জান্নাতের অধিবাসী সমান হবে না।"

দুনিয়াতেও তো তারা সমান নয়। জাহান্নামের অধিবাসীরা দুনিয়াতে যাবতীয় পাপকার্যে লিপ্ত রয়েছে। আর পুণ্যবানগণ নিজের সর্বস্ব ত্যাগ করে হলেও পুণ্যের কাজে নিজেকে নিয়োজিত রেখেছেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা পরকালে তাদেরকে সম্মানিত করবেন। তাই তো তিনি বলেন,

﴿أَصْحٰبُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَآئِزُوْنَ﴾

অর্থাৎ- "জান্নাতের অধিবাসীগণ সফলকাম।"

তারাই মহান আল্লাহর আযাব থেকে পরিত্রাণ লাভকারী। অন্যদিকে সেদিন তিনি পাপীদেরকে করবেন লাঞ্ছিত।

পরকালের সঞ্চিত সম্পদ

পরকালের জন্য যে সম্পদ সঞ্চয় করা জরুরি তা নিম্নে উল্লেখ করা হলো–

এক. তাক্বওয়া : এটি এমন একটি সম্পদ যা মানুষকে তাদের পাপ মোচন করে পরকালে জান্নাতের নিশ্চয়তা দেয়।

দুই. দান-খয়রাত : দানকে আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা তাকে দেওয়া উত্তম ঋণ হিসেবে গ্রহণ করেন এবং এর দ্বিগুণ প্রতিদান প্রদান করেন। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা বলেন–

﴿إِنْ تُقْرِضُوا اللهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللهُ شَكُوْرٌ حَلِيْمٌ﴾

"যদি তোমরা আল্লাহকে উত্তম ঋণ দান করো, তিনি তা তোমাদের জন্য দ্বিগুণ করে দিবেন এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিবেন। আল্লাহ হলেন গুণগ্রাহী, পরম ধৈর্যশীল।"[৭]

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা ফরমান, হে আদম সন্তান! তুমি দান করতে থাকো, আমিও তোমাকে দান করতে থাকব।[৮] রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন,

وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيْئَةَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ.

অর্থাৎ- সাদাক্বাহ্ পাপকে মিটিয়ে দেয়, যেমন পানি আগুনকে নিভিয়ে দেয়।[৯]

অন্য বর্ণনায় এসেছে– নবীজি (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন,

إِنَّ الصَّدَقَةَ لَتُطْفِئُ عَنْ أَهْلِهَا حَرَّ الْقُبُوْرِ.

অর্থাৎ- নিশ্চয় দান-সাদাক্বাহ্ ক্ববরের উত্তাপ নিভিয়ে দেয়।[১০]

রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আসমাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-কে বলেন,

أَنْفِقِيْ وَلَا تُحْصِي فَيُحْصِيَ اللهُ عَلَيْكِ.

অর্থাৎ- মহান আল্লাহর পথে ব্যয় করো, হিসাব করো না। তাহলে আল্লাহ তা'আলা তোমার উপর তার রহমতকে হিসাব করবেন না। আর হাত গুটিয়ে রেখ না, তাহলে মহান আল্লাহও তোমার থেকে হাত গুটিয়ে নিবেন।[১১]

রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, আর যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর চেহারা কামনায় সাদাক্বাহ্ করল এবং এই সাদাক্বাই যদি তার শেষ 'আমল হয়, তাহলে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।[১২] এখানে মহান আল্লাহর চেহারা কামনা অর্থ হলো– দিদারে এলাহী অর্থাৎ- জান্নাতে মহান আল্লাহর চেহারা দর্শন।

তিন. সকল পুণ্যকর্ম : হাদীসে এসেছে– যে কেউ ইসলামের কোনো ভালো কাজ শুরু করবে তাকে তার নিজের কাজের প্রতিদান তো দেওয়া হবেই, এমনকি তার পরে যে কেউই ঐ কাজটি করবে, প্রত্যেকের সমপরিমাণ প্রতিদান তাকে দেয়া হবে এবং তাদের প্রতিদানের কিছুই কম করা হবে না। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি শরিয়ত বিরোধী কোনো কাজ শুরু করবে, তার নিজের এ কাজের গুনাহ তো হবেই, এমনকি তার পরে যে কেউই ঐ কাজ করবে প্রত্যেকেরই গুনাহ তার উপর পড়বে এবং তাদের গুনাহের কিছুই কম করা হবে না।[১৩] ❑

---

[৭] *সূরা আত্ তাগা-বুন : ১৭।*

[৮] *সহীহুল বুখারী; হাদীসে কুদসী- ৭/৫৩৫২।*

[৯] *মুসনাদে আহমদ- হা. ১৫৩১৯।*

[১০] *সহীহাহ্- হা. ৩৪৮৪।*

[১১] *সহীহুল বুখারী; সহীহ মুসলিম; মিশকা-তুল মাসা-বীহ- হা. ১৮৬১।*

[১২] *সহীহ আত্ তারগীব- হা. ৯৮৫।*

[১৩] *এই হাদীসটি ইমাম আহমদ বর্ণনা করেছেন এবং ইমাম মুসলিম এটি তাখরীজ করেছেন।*

হাদীসে রাসূল ﷺ

প্রতিবেশীর প্রতি আমাদের করণীয়

–আবূ তাহসীন মুহাম্মদ

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অমিয় বাণী

عَنْ عَائِشَةَ (رضي الله عنها) عَنْ النَّبِيِّ (ﷺ) قَالَ مَا زَالَ يُوصِيْنِي جِبْرِيْلُ بِالْجَارِ حَتّٰى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ.

সরল অনুবাদ

"'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) রাসূল (ﷺ) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি (ﷺ) বলেছেন, জিবরীল (আলাইহিস সালাম) প্রতিবেশী সম্পর্কে আমাকে অনবরত অসিয়ত করতে থাকেন। এমনকি আমার মনে হয়েছিল, হয়তো তিনি প্রতিবেশীকে সম্পদের উত্তারাধিকারী করে দিবেন।"[১৪]

বর্ণনাকারীর পরিচয়

'আয়িশাহ্ সিদ্দিকা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) আবূ বকর সিদ্দিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু)'র কন্যা। তাঁর মাতার নাম উম্মে রুম্মান। তিনি ৬১৩/১৪ খ্রি. হিজরতের ৮/৯ বছর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন। নবুওয়াতের দশম বছর হিজরতের তিন বছর পূর্বে শাওয়াল মাসে মুহাম্মদ মোস্তাফা (ﷺ)-এর সাথে তাঁর বিবাহ হয়। তখন তাঁর বয়স ছিল ৬/৭ বছর। মহানবী (ﷺ) তাঁর এই প্রিয়তমা স্ত্রীকে আদর করে হুমায়রাহ্ বলে ডাকতেন। তিনি নবী (ﷺ)-কে নয়টি বছর জীবনসঙ্গী হিসেবে পেয়ে ধন্য হয়েছিলেন। তিনি নবী থেকে বহু সংখ্যক হাদীস সংগ্রহ করেছিলেন এবং তা প্রচারও করে গেছেন। 'আয়িশাহ্ একজন বড় ফিকহবীদ সাহাবিয়া ছিলেন এবং রাসূলুল্লাহ (ﷺ) হতে যে ছয়জন সাহাবি সর্বাধিক সংখ্যক হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি তাদের একজন। তাঁর সনদে ২২১০টি হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

'আয়িশাহ্ সিদ্দিকা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) ৫৭/৫৮ হি. সনে ৬৫/৬৭ বছর বয়সে ১৭ রমযান মঙ্গলবার রাতে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর অসিয়ত মোতাবেক রাতের অন্ধকারে জান্নাতুল বাকীতে তাঁকে দাফন করা হয়।

হাদীসের ব্যাখ্যা

প্রতিবেশী মানবসমাজের একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। ফলে ইসলামে প্রতিবেশীর হক্বকে অনেক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। আলোচ্য হাদীসে প্রতিবেশীর গুরুত্ব বুঝাতে গিয়ে রাসূল (ﷺ) বলেছেন যে, জিবরীল (আলাইহিস সালাম) প্রতিবেশী সম্পর্কে আমাকে এত বেশি বলেছে যে, মনে হচ্ছিল প্রতিবেশীকে উত্তরাধীকারীই বানিয়ে দেবে।

মহান আল্লাহর 'ইবাদত ও তার সাথে কাউকে শরিক না করা : এই বিধানের সাথে প্রতিবেশীর বিষয়টিও আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে উল্লেখ করেছেন। একই আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের হক্ব বিষয়ে আলোচনা করেছেন তার মধ্যে রয়েছে মাতা-পিতার হক্ব, আত্মীয়-স্বজনের হক্ব, ইয়াতীমের হক্ব ইত্যাদি। এসব গুরুত্বপূর্ণ হক্বের সাথে প্রতিবেশীর হক্বকে উল্লেখ করা থেকেই বুঝা যায়, প্রতিবেশীর হক্বকে আল্লাহ তা'আলা কতটা গুরুত্ব দিয়েছেন এবং তা রক্ষা করা আমাদের জন্য কতটা জরুরি। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَاعْبُدُوا اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْـًٔا وَّبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَّبِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسَاكِيْنِ وَالْجَارِ ذِى الْقُرْبٰى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْۢبِ وَابْنِ السَّبِيْلِ وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُوْرًا﴾

"তোমরা আল্লাহর 'ইবাদত করবে এবং কোনো কিছুকে তাঁর শরিক করবে না এবং পিতা-মাতা, আত্মীয়স্বজন, ইয়াতীম, অভাবগ্রস্ত, নিকট-প্রতিবেশী, দূর-প্রতিবেশী, সঙ্গী-সাথী, মুসাফির ও তোমাদের অধিকারভুক্ত দাস-দাসীদের প্রতি সদ্ব্যবহার করবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ পছন্দ করেন না দাম্ভিক, অহংকারীকে।"[১৫]

কারা আমাদের প্রতিবেশী?

আমাদের চারপাশে বসবাসকারী পরিবারসমূহের সমন্বয়ে গড়ে ওঠে একেকটি প্রতিবেশীক পরিমণ্ডল। তবে কতটি পরিবার সমন্বয়ে এ পরিমণ্ডল গড়ে ওঠে; এ সম্পর্কিত এক প্রশ্নের জবাবে হাসান বাসরী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন :

عَنِ الْحَسَنِ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْجَارِ؟ فَقَالَ : أَرْبَعِيْنَ دَارًا أَمَامَهُ، وَأَرْبَعِيْنَ خَلْفَهُ، وَأَرْبَعِيْنَ عَنْ يَمِيْنِهِ، وأربعين عن يساره.

[১৪] *সহীহুল বুখারী- হা. ৬০১৪।*

[১৫] *সূরা আন্ নিসা : ৩৬।*

সামনে-পিছনে এবং ডান-বাম থেকে চল্লিশটি করে মোট ১৬০টি পরিবার সমন্বয়ে একটি প্রতিবেশীক পরিমণ্ডল গড়ে ওঠে এবং উক্ত ১৬০টি পরিবার একটি প্রতিবেশীর সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত। আল্লামা নাসিরুদ-দীন আলবানী (রহিমাহুল্লাহ) বর্ণনাটিকে হাসান (উত্তম) বলেছেন।[১৬]

ইবনু শিহাব যুহরী রাসূল (ﷺ) থেকে মুরসাল... সূত্রে বর্ণনা করেন, চল্লিশটি পরিবার প্রতিবেশীর অন্তর্ভুক্ত। ইবনু শিহাবকে বলা হলো– কীভাবে চল্লিশটি ঘর গণনা করা হবে? তিনি বললেন, চতুর্দিক থেকে চল্লিশটি করে মোট ১৬০টি পরিবার এর অন্তর্ভুক্ত। এক কথায় বলা যায়, আমাদের বসতবাড়ির চতুর্দিক হতে ১৬০টি পরিবার মিলে গড়ে ওঠে প্রতিবেশীক পরিমণ্ডল। বিখ্যাত আরবী অভিধানবীদ আল্লামা ইবনুল মানযূর (রহিমাহুল্লাহ) বলেন,

وهو مَنْ جاورك جوارًا شرعيًا سواء كان مسلمًا أو كافرًا، برًا أو فاجرًا، صديقًا أو عدوًّا، محسناً أو مسيئاً، نافعًا أو ضارًا، قريبًا أو أجنبيًا، بلديًّا أو غريبًا.

'প্রতিবেশী হচ্ছে যে ব্যক্তি আইনত তোমার পার্শ্বে অবস্থান করছে, সে মুসলিম হোক বা কাফের, পুণ্যবান হোক বা পাপী, বন্ধু হোক বা শত্রু, দানশীল হোক বা কৃপণ, উপকারী হোক বা অনিষ্টকারী, আত্মীয় হোক বা অনাত্মীয়, দেশী হোক বা বিদেশী।[১৭]

প্রতিবেশীর প্রকার

প্রতিবেশী তিন প্রকার। যথা-

১. এমন প্রতিবেশী যে নিকটাত্মীয়, মুসলিম ও প্রতিবেশী। এক্ষেত্রে তার জন্যে রয়েছে তিনটি হক্ব বা অধিকার। অর্থাৎ- নিকটাত্মীয়ের অধিকার, মুসলিমের হক্ব বা অধিকার এবং প্রতিবেশীর অধিকার।

২. এমন প্রতিবেশী যে মুসলিম ও প্রতিবেশী তবে তিনি নিকটাত্মীয় নন। এ ব্যক্তির রয়েছে দু'টি অধিকার, অর্থাৎ- মুসলিম হওয়ার অধিকার ও প্রতিবেশীর অধিকার।

৩. এমন প্রতিবেশী যার ১টি অধিকার রয়েছে। তিনি হলেন শুধু প্রতিবেশী। অর্থাৎ- তিনি অমুসলিম প্রতিবেশী এবং তার সাথে আত্মীয়তার সম্পর্কও নেই। এ ব্যক্তির রয়েছে শুধু প্রতিবেশীর অধিকার। অমুসলিম প্রতিবেশীর সাথে সদাচরণ করতে হবে, তাদেরকে কষ্ট দেওয়া যাবে না। তবে তাদের সাথে ঐরূপ সম্পর্ক স্থাপন করা যাবে না, যার ফলে বিলম্বে হলেও মুসলিমের পরিবারের উপর খারাপ প্রভাব ফেলতে পারে।[১৮]

প্রতিবেশীর গুরুত্ব

রাসূলে কারিম (ﷺ) বলেছেন জিবরিল (আলাইহিস সালাম) প্রতিবেশী সম্পর্কে অব্যাহতভাবে তাগিদ দিয়েছেন। আমি ধারণা করেছিলাম যে প্রতিবেশীকে উত্তরাধিকার স্বত্ব দেওয়া হবে। রাসূল (ﷺ) বলেন :

عَنْ عَائِشَةَ (رَضِيَ اللهُ عَنْهَا) عَنْ النَّبِيِّ (ﷺ) قَالَ مَا زَالَ يُوْصِيْنِيْ جِبْرِيْلُ بِالْجَارِ حَتّٰى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ.

"'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) রাসূল (ﷺ) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি (ﷺ) বলেছেন, জিবরীল (আলাইহিস সালাম) প্রতিবেশী সম্পর্কে আমাকে অনবরত অসিয়ত করতে থাকেন। এমনকি আমার মনে হয়েছিল, হয়তো তিনি প্রতিবেশীকে সম্পদের উত্তারাধিকারী করে দিবেন।"[১৯]

অনেক সময় দেখা যায় আত্মীয় স্বজনের আগে প্রতিবেশীই সুখে দুঃখে খোঁজ খবর নিতে পারে। তাই প্রতিবেশীর ভূমিকা অনেক বেশি। সঠিক প্রতিবেশী নির্বাচন গুরুত্বপূর্ণ। বলা হয়ে থাকে ঘর কেনার আগে প্রতিবেশী কে তা তালাশ করো। ফেরাউনের স্ত্রী আসিয়ার ঘটনায় বড় শিক্ষা রয়েছে। তাকে যখন জুলুম নির্যাতন চালানো হচ্ছিল তিনি মহান আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করে বলেন,

﴿رَبِّ ابْنِ لِيْ عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِيْ مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِيْ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِيْنَ﴾

"হে আমার প্রতিপালক! তোমার সন্নিধানে জান্নাতে আমার জন্য একটি গৃহ নির্মাণ করো এবং আমাকে উদ্ধার করো ফিরআউন ও তার দুষ্কৃতি হতে এবং আমাকে উদ্ধার করো জালিম সম্প্রদায় হতে।"[২০]

এই দু'আ থেকে আমাদের জন্য শিক্ষা হচ্ছে সঠিক প্রতিবেশী বাছাই করার চেষ্টা করা এবং আল্লাহর কাছে দু'আ করা। কারণ প্রতিবেশীর ছেলে সন্তানদের আচরণ আপনার ছেলে সন্তানের উপর পড়বে। ভালো প্রতিবেশী ভালো কাজে উপদেশ দেয়। ভালো ব্যবহার করে। আর প্রতিবেশী খারাপ হলে অনেক দুশ্চিন্তার কারণ হয়।

প্রতিবেশীর প্রতি আমাদের করণীয়

[১৬] *আল আদাবুল মুফরাদ- মাকতাবুশ শামেলাহ, ১০৯/৮০।*
[১৭] *লিসানুল আরব- ৪/১৫৩-৫৪ পৃ.।*
[১৮] *আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব- ১/২৬৭ পৃ.।*
[১৯] *সহীহুল বুখারী- হা. ৬০১৪।*
[২০] *সূরা আত্ তাহরীম : ১১।*

প্রতিবেশীর জানাযায় অংশগ্রহণ : এক মুসলিমের প্রতি অপর মুসলিমের যে হক্ব রয়েছে তন্মধ্যে অন্যতম হলো কেউ ইন্তিকাল করলে তার জানাযায় অংশগ্রহণ করা। রাসূল (ﷺ) বলেন,

حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خَمْسٌ رَدُّ السَّلَامِ، وَعِيَادَةُ الْمَرِيْضِ، وَاتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ، وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ، وَتَشْمِيْتُ الْعَاطِسِ.

"এক মুসলমানের উপর অপর মুসলমানের হক্ব পাঁচটি। সালামের জওয়াব দেওয়া, রোগীকে দেখতে যাওয়া, জানাযায় শরীক হওয়া, আহবানে সাড়া দেওয়া, হাঁচির জবাব দেওয়া।"[২১]

প্রতিবেশীর সাথে উত্তম ব্যবহার করা : সুশৃঙ্খল ও শান্তিপূর্ণ সমাজ বিনির্মাণে ও সুখী-সমৃদ্ধিশালী জীবন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে প্রতিবেশীর সঙ্গে উত্তম ব্যবহার করা। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন তার প্রতিবেশীর সঙ্গে সদ্ব্যবহার করে'।

প্রতিবেশীর সাথে ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত না হওয়া : প্রতিবেশীর সঙ্গে কোনো বিষয় নিয়ে বাকবিতণ্ডা বা ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত হওয়া অনুচিত। কেননা এতে উভয়ের মাঝে সম্পর্কের অবনতি ঘটে।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ (ﷺ) قَالَ : لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ.

"আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূল (ﷺ) বলেছেন, যার প্রতিবেশী তার অনিষ্ট থেকে নিরাপদ নয় সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না।"[২২]

মহানবী (ﷺ)-এর মুখনিঃসৃত বাণী থেকে প্রতীয়মান হয় যে, প্রতিবেশীকে সম্মান করা ও নিজের অনিষ্ট থেকে নিরাপদ রাখা ঈমানের পূর্বশর্ত। যে ব্যক্তি এ শর্ত পালনে ব্যর্থ হবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। নবী (ﷺ) আরো বলেন :

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ (ﷺ) قَالَ وَاللهِ لَا يُؤْمِنُ وَاللهِ لَا يُؤْمِنُ وَاللهِ لَا يُؤْمِنُ قَالُوْا وَمَا ذَاكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ الْجَارُ لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ وَمَا بَوَائِقُهُ قَالَ شَرُّهُ.

"আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত রাসূল (ﷺ) বলেছেন, আল্লাহর শপথ! সে মু'মিন নয়! আল্লাহর শপথ! সে মু'মিন নয়! আল্লাহর শপথ! সে মু'মিন নয়! সাহাবিগণ (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) বললেন : হে আল্লাহর রাসূল (ﷺ)! সে ব্যক্তিটি কে? তিনি (ﷺ) বললেন, যার প্রতিবেশী তার অনিষ্ট হতে নিরাপদ নয়।"[২৩]

প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেওয়া : প্রতিবেশীকে কষ্ট দেওয়া ও নির্যাতন করে গৃহত্যাগে বাধ্য করা অতি বড় গুনাহের কাজ। সাওবান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) প্রায়ই বলতেন, যে প্রতিবেশী তার কোনো প্রতিবেশীকে নির্যাতন করে বা তার সঙ্গে নিষ্ঠুর আচরণ করে যাতে সে ব্যক্তি গৃহত্যাগে বাধ্য হয়, সে ব্যক্তি নিশ্চিত ধ্বংসের মধ্যে পতিত হয়।

প্রতিবেশীকে উপহার দেওয়া ও তুচ্ছ না ভাবা : প্রতিবেশীকে উপহার দেওয়ার মাধ্যমে পরস্পরের মাঝে সুসম্পর্ক স্থাপিত হয়। কিন্তু মানুষ এখন এতো বেশি আত্মকেন্দ্রিক ও ব্যক্তিসর্বস্ব হয়ে পড়েছে যে, ঘরের দরজা বন্ধ করে চুপিচুপি খেতেই বেশি অভ্যস্ত। প্রতিবেশীকে কিছু দেয়া তো দূরের কথা, বাসার অতিথিদেরকে এককাপ চা দিয়ে আপ্যায়ন করার সৌজন্যতাও ভুলতে বসেছে। সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও অন্যকে কিছু দিতে নারাজ। এ জন্যে অনেকেই কৃপণতা মুখ্য হিসেবে দেখলেও বস্তুতপক্ষে অহম ও আত্মম্ভরিতাই এর মূল কারণ। প্রতিবেশী যদি অপেক্ষাকৃত দরিদ্র হয় তবে তুচ্ছজ্ঞান করেই তাদেরকে আপ্যায়ন বা উপঢৌকন থেকে বঞ্চিত করা হয়। আর যদি ধনী হয়, তবে কিছু পাবার আশায় অথবা নিজ স্বার্থ সংরক্ষণের জন্যে মেকি সৌজন্যতা দেখানো হয়। কেউ কেউ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর আদর্শ অনুসরণে যৎসামন্য খাদ্য-পানীয় পাশের বাড়িতে উপঢৌকনস্বরূপ পৌঁছালেও গ্রহীতাগণও তা নিয়ে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের সুরে অনেক কথাই বলে থাকে এবং মনোসংকীর্ণতার কারণেই মানুষ এরূপ বলে থাকে। এ লেনদেন যেহেতু মহিলাদের মধ্যে হয়ে থাকে সে জন্যে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) মহিলাদেরকে সতর্ক করে বললেন :

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ (رضي الله عنه)، عَنِ النَّبِيِّ (ﷺ) قَالَ : يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ، لَا تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا، وَلَوْ فِرْسِنَ شَاةٍ.

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত; রাসূল (ﷺ) বলেছেন, হে মুসলিম মহিলাগণ! কোনো প্রতিবেশীনী যেন তার অপর প্রতিবেশীনীর উপঢৌকনকে তুচ্ছ মনে না করে; যদিও তা ছাগলের পায়ের ক্ষুর হয়।[২৪]

---

[২১] *সহীহ মুসলিম; মিশকা-তুল মাসা-বীহ- হা. ১৫২৫।*

[২২] *সহীহ্ মুসলিম- হা. ৭৩।*

[২৩] *সহীহুল বুখারী- হা. ৬০১৬; মুসনাদ আহমাদ- হা. ১৫৯৩৫।*

[২৪] *সহীহুল বুখারী- হা. ২৫৬৬; সহীহ মুসলিম- হা. ১০৩০; জামে' আত্ তিরমিযী- হা. ২১৩০।*

অনেকের মনে এ প্রশ্ন জাগতে পারে যে, যেহেতু চতুর্দিক হতে ১৬০টি পরিবার প্রতিবেশী বলে গণ্য, সে ১৬০টি পরিবারকে উপঢৌকন পাঠানো কীভাবে সম্ভব? এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন,

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ : قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنَّ لِيْ جَارَيْنِ، فَإِلَى أَيِّهِمَا أُهْدِيْ؟ قَالَ : إِلَى أَقْرَبِهِمَا مِنْكِ بَابًا.

'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) রাসূল (ﷺ)-কে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল (ﷺ)! আমার দু'জন প্রতিবেশী আছে (যদি দু'জনকেই উপঢৌকন দেয়া সম্ভব না হয়, তবে) আমি তাদের মধ্যে কার নিকট উপঢৌকন পাঠাবো? তিনি (ﷺ) বললেন, যার দরজা তোমার বেশি নিকটবর্তী, তার কাছে।[২৫] অর্থাৎ- সামর্থ্য অনুযায়ী অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে প্রতিবেশীদের মাঝে উপহার-উপঢৌকন বিনিময় করতে হবে; এর ফলে পারস্পরিক হৃদ্যতা বৃদ্ধি পাবে, এক পরিবারের সাথে অন্য পরিবারের ভালোবাসার সম্পর্ক সুদৃঢ় হবে।

প্রতিবেশীর বাড়িতে খাবার পৌঁছানো : প্রতিবেশী যে ধর্মেরই হোক না কেন সবাই উত্তম আচরণ পাওয়ার অধিকার রাখে। বাড়িতে ভালো কোনো খাদ্য বা তরকারি রান্না হলে তাতে প্রতিবেশীকে শরিক করা রাসূল (ﷺ)-এর নির্দেশ। হাদীসে এসেছে–

عَنْ أَبِيْ ذَرٍّ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ (ﷺ) : يَا أَبَا ذَرٍّ إِذَا طَبَخْتَ مَرَقَةً، فَأَكْثِرْ مَاءَهَا، وَتَعَاهَدْ جِيْرَانَكَ.

আবূ যার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত; রাসূল (ﷺ) বললেন, হে আবূ যার! যখন তুমি ঝোল (তরকারি) রান্না করবে, তখন তাতে পানির পরিমাণ বেশি দাও এবং তোমার প্রতিবেশীর প্রতি খেয়াল রাখো।[২৬]

প্রতিবেশীকে কর্যে হাসানা দেওয়া : প্রতিবেশী কখনও সমস্যায় পড়লে কর্যে হাসানা দিয়ে তাকে সাহায্য করা উচিত। তাকে কর্যে হাসানা দিয়ে সাহায্য করলে আল্লাহ তা'আলা সাহায্যকারীকেও সাহায্য করবেন। এ মর্মে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন,

مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللهُ فِيْ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَمَنْ يَسَّرَ عَلٰى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللهُ عَلَيْهِ فِيْ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَاللهُ فِيْ عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِيْ عَوْنِ أَخِيْهِ.

'যে ব্যক্তি কোনো মু'মিনের পার্থিব দুঃখ-কষ্ট দূর করবে, আল্লাহ ক্বিয়ামতে তার দুঃখ-কষ্ট দূর করবেন। যে ব্যক্তি কোনো সংকটাপন্ন ব্যক্তির সংকট নিরসন করবে, আল্লাহ তা'আলা তার দুনিয়া ও আখিরাতের যাবতীয় সংকট নিরসন করে দিবেন। আর যে ব্যক্তি কোনো মুসলমানের দোষ-ত্রুটি গোপন করবে আল্লাহ তা'আলা দুনিয়া ও আখিরাতে তার দোষ-ত্রুটি গোপন রাখবেন। আর আল্লাহ তা'আলা ততক্ষণ পর্যন্ত বান্দাকে সাহায্য করে থাকেন, যতক্ষণ বান্দা নিজ ভাইয়ের সাহায্যে রত থাকে।'[২৭]

প্রতিবেশীর কষ্টে কৌশলী হওয়া : কোনো ব্যক্তি তার প্রতিবেশীকে কষ্ট দিলে তার প্রতিকার কৌশলে করা উচিত। এ মর্মে হাদীসে এসেছে– আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহর রাসূল (ﷺ)!

إِنَّ لِيْ جَاراً يُؤْذِيْنِيْ، فَقَالَ : اِنْطَلِقْ. فَأَخْرِجْ مَتَاعَكَ إِلَى الطَّرِيْقِ. فَانْطَلَقَ فَأَخْرَجَ مَتَاعَهُ، فَاجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَيْهِ، فَقَالُوْا : مَا شَأْنُكَ؟ قَالَ : لِيْ جَارٌ يُؤْذِيْنِيْ، فَذَكَرْتُ لِلنَّبِيِّ (ﷺ) فَقَالَ : اِنْطَلِقْ. فَأَخْرِجْ مَتَاعَكَ إِلَى الطَّرِيْقِ فَجَعَلُوْا يَقُوْلُوْنَ : اَللّٰهُمَّ اَلْعِنْهُ، اَللّٰهُمَّ أَخْزِهِ، فَبَلَغَهُ، فَأَتَاهُ فَقَالَ : اِرْجِعْ إِلَى مَنْزِلِكَ، فَوَاللهِ! لَا أُوْذِيْكَ.

অর্থাৎ- আমার এক প্রতিবেশী আমাকে পীড়া দেয়। তিনি বললেন, যাও, তোমার গৃহ-সামগ্রী রাস্তায় বের করে রাখো। সে ব্যক্তি তখন ঘরে গিয়ে তার গৃহসামগ্রী রাস্তায় বের করে রাখল। এতে তার পাশে লোকজন জড়ো হয়ে গেল। তারা জিজ্ঞেস করল, তোমার কি হয়েছে? সে বলল, আমার প্রতিবেশী আমাকে পীড়া দেয়। আমি তা নবী করীম (ﷺ)-কে বললে তিনি বললেন, যাও, ঘরে গিয়ে তোমার গৃহসামগ্রী রাস্তায় বের করে রাখো। তখন তারা সেই প্রতিবেশীটিকে ধিক্কার দিতে দিতে বলতে লাগল, হে আল্লাহ! এর উপর তোমার অভিসম্পাত হোক। হে আল্লাহ! তাকে অপমানিত ও লাঞ্ছিত করো। এ কথা ঐ প্রতিবেশীর কানে গেল এবং সে সেখানে উপস্থিত হলো। সে তখন

[২৫] *সহীহুল বুখারী- হা. ৬০২০; সুনান আবূ দাঊদ- হা. ৫১৫৫।*
[২৬] *সহীহ মুসলিম- হা. ২৬২৫; সুনান ইবনু মাজাহ্- হা. ৩৩৬২।*
[২৭] *সহীহ মুসলিম- হা. ৭০২৮; মিশকা-তুল মাসা-বীহ- 'কিতাবুল ইলম', ২০৪।*

বলল, তুমি তোমার ঘরে ফিরে যাও। আল্লাহর কসম! আর কখনো আমি তোমাকে পীড়া দেব না'।[২৮]

প্রতিবেশীর মান-সম্মানের প্রতি লক্ষ্য রাখা : প্রতিবেশীর মান-সম্মানের প্রতি লক্ষ্য রাখা যেমন জরুরি, তেমনি মাল-সম্পদ হিফাযত করাও অবশ্য কর্তব্য। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) একদা তার সাহাবিগণকে ব্যভিচার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন, (তা কেমন? উত্তরে) তারা বললেন, হারাম; আল্লাহ ও তার রাসূল তা হারাম করেছেন। তখন তিনি বললেন, কোনো ব্যক্তি দশজন নারীর সঙ্গে ব্যভিচারে লিপ্ত হলেও তা তার প্রতিবেশীর স্ত্রীর সঙ্গে ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়া অপেক্ষা লঘুতর (পাপ)। অতঃপর তিনি বললেন, কোনো ব্যক্তির দশ ঘরের লোকজনের বস্তুসামগ্রী চুরি করা তার প্রতিবেশীর ঘরে চুরি করার চেয়ে লঘুতর।

প্রতিবেশীর খোঁজ-খবর নেওয়া : দুঃখ-দৈন্য, অভাব-অনটন মানব জীবনের নিত্যসঙ্গী। এসব দিয়ে আল্লাহ তা'আলা মানুষকে পরীক্ষা করেন। আবার ধনী-দরিদ্রও আল্লাহ তা'আলা করে থাকেন। সুতরাং দরিদ্র প্রতিবেশীর খোঁজ-খবর নেওয়া আবশ্যক। প্রতিবেশী অভুক্ত থাকলে তাকে খাদ্য না দিয়ে নিজে পেট পুরে খাওয়া ঈমানদারের পরিচয় হতে পারে না। এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, ওই ব্যক্তি পূর্ণ মু'মিন নয়, যে পেট পুরে খায় আর তার পাশেই তার প্রতিবেশী অভুক্ত থাকে।

প্রতিবেশীর দোষ-ত্রুটি গোপন রাখা : মানুষ দোষ-ত্রুটির ঊর্ধ্বে নয়। ভালো এবং মন্দগুণের সমন্বয়ে মানুষ। প্রতিবেশীর দোষ গোপন রাখা অবশ্য কর্তব্য। কেননা মুসলিম ভাইয়ের দোষ গোপন রাখলে আল্লাহ তা'আলা ক্বিয়ামতে তার দোষ গোপন রাখবেন। রাসূল (ﷺ) বলেন,

لَا يَسْتُرُ اللهُ عَلَى عَبْدٍ فِي الدُّنْيَا إِلَّا سَتَرَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

'যে ব্যক্তি দুনিয়াতে কারো দোষ গোপন রাখে, ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা তার দোষ গোপন রাখবেন।'[২৯]

অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ (ﷺ) "مَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ".

যে ব্যক্তি কোনো মুসলমানের দোষ গোপন করবে, আল্লাহ দুনিয়া ও আখিরাতে তার দোষ গোপন করবেন।[৩০]

অন্যত্র তিনি আরো বলেন,

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ (ﷺ) قَالَ "مَنْ سَتَرَ عَوْرَةَ أَخِيْهِ الْمُسْلِمِ سَتَرَ اللهُ عَوْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ كَشَفَ عَوْرَةَ أَخِيْهِ الْمُسْلِمِ كَشَفَ اللهُ عَوْرَتَهُ حَتَّى يَفْضَحَهُ بِهَا فِيْ بَيْتِهِ".

ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। নবী (ﷺ) বলেন, যে ব্যক্তি তার মুসলিম ভাইয়ের গোপন (অপরাধের) বিষয় গোপন রাখবে, আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার গুপ্ত (অপরাধের) বিষয় গোপন রাখবেন। আর যে ব্যক্তি তার মুসলিম ভাইয়ের গোপন বিষয় ফাঁস করে দিবে, আল্লাহ তা'আলা তার গোপন বিষয় ফাঁস করে দিবেন, এমনকি এই কারণে তাকে তার ঘরে পর্যন্ত অপদস্ত করবেন।[৩১]

প্রতিবেশীর জমির আইল না ঠেলা : অনেক সময় এমন হয় যে দুই প্রতিবেশী তাদের বাড়ির সীমানা নিয়ে বিবাদে জড়িয়ে পড়ে। যে প্রতিবেশীর শক্তি বেশি সে জোরপূর্বক নিজের সীমানা বাড়িয়ে নেয়। এটা বসতবাড়ির ক্ষেত্রে যেমন হয় ফসলের জমির প্রতিবেশীর সাথে আরও বেশি হয়। যাকে বলে 'আইল ঠেলা'। সামান্য জমিন ঠেলে সে নিজের ঘাড়ে জাহান্নাম টেনে আনল। যতটুকু জমিন সে জবরদস্তি বাড়িয়ে নিলো সে নিজেকে তার চেয়ে সাতগুণ বেশি জাহান্নামের দিকে ঠেলে নিলো। হাদীসে এসেছে–

مَنْ أَخَذَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ ظُلْمًا، طُوِّقَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى سَبْعِ أَرَضِيْنَ.

"যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে এক বিঘত জমি দখল করল, কিয়ামতের দিন ঐ জমির সাত তবক পরিমাণ তার গলায় বেড়ি আকারে পরিয়ে দেওয়া হবে।"[৩২]

উপসংহার

প্রতিবেশীদের মধ্যে জগড়া-বিবাদ থাকা ইসলাম কামনা করে না; বরং প্রতিবেশীরা পরস্পর সৌহার্দ ও সহমর্মিতার সাথে বসবাস করবেন, ইসলাম এটাই কামনা করে। আমরা প্রত্যেকে এক অপরের প্রতি সহযোগীতার হাত প্রসারিত না করলে, সমাজের শান্তি নষ্ট হয়ে যাবে। অশান্তিতে ভরে যাবে সমাজ তথা দেশ এবং সারা দুনিয়া। আমার দ্বারা আমার প্রতিবেশী যদি ভালো আচরণ না পায় তাহলে আমার ঈমানের পরিচয় কোথায়? আমার মধ্যে কতটুকু মনুষ্যত্ব আছে? প্রকৃত ঈমানদার মানুষের দ্বারা কখনো তার প্রতিবেশী কষ্ট পেতে পারে না। ❑

---

[২৮] *আল আদাবুল মুফরাদ- হা. ১২৪।*
[২৯] *সহীহ মুসলিম- হা. ৪৬৯১।*
[৩০] *সুনান ইবনু মাজাহ্- হা. ২৫৪৪, সনদ সহীহ।*
[৩১] *ইবনু মাজাহ্- হা. ২৫৪৬; সহীহ আত্ তারগীব- হা. ২৩৩৮।*
[৩২] *সহীহ মুসলিম- হা. ১৬১১; সহীহুল বুখারী- হা. ৩১৯৮।*

প্রবন্ধ

ইসলামের দৃষ্টিতে সবর : একটি তাত্ত্বিক পর্যালোচনা

–অধ্যাপক আহমাদুল্লাহ*

[পর্ব– ০১]

[সারসংক্ষেপ : সবর বা ধৈর্য মানুষের নৈতিক চরিত্রের এক মহৎ গুণ। ধৈর্যের ফল সর্বদা মিষ্টি হয়। ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে বিভিন্ন কারণে মানুষকে নানা রকম বিপদাপদের মোকাবিলা করতে হয়। আল্লাহ তা'আলা মানুষকে বিভিন্ন রকমের বালা-মুসিবত, দুঃখ-কষ্ট, রোগ-শোক ও অভাব-অনটন ইত্যাদির মাধ্যমে পরীক্ষা করে থাকেন। আবার তিনি মানুষকে সুখ-সমৃদ্ধি, অর্থ-বিত্ত, ধন-সম্পদ দিয়েও পরীক্ষা করে থাকেন। যাঁরা এ পরীক্ষাকে সবরের সহিত মুকাবিলা করতে থাকেন তারাই সফলকাম হন। আর পরীক্ষাকালীন সময়ে ধৈর্যচ্যুতি ঘটলেই ফলাফল অশুভ হতে বাধ্য। তাই মানব জীবনে সবরের গুরুত্ব অপরিসীম।]

ভূমিকা : আখলাকে হাসানার মধ্যে সবর বা ধৈর্য অন্যতম। এটি উত্তম চরিত্রের মহৎ গুণ। ধৈর্যশীল ব্যক্তি ছাড়া পৃথিবী ও পরকালে কেউ সফল হতে পারেন না। পৃথিবীতে চলতে-ফিরতে, উঠতে-বসতে ও মু'আমালাতে ধৈর্যের কোনো বিকল্প নেই। ধৈর্যশীল ব্যক্তিকে আল্লাহ তা'আলা অত্যন্ত ভালোবাসেন।

সবর-এর পরিচয় (تعريف الصبر) : সবর (الصبر) আরবি শব্দ। এর আভিধানিক অর্থ হলো– ধৈর্য, ধীরতা, স্থিরতা, সহিষ্ণুতা, বিরত থাকা, সংযত হওয়া, মেনে নেওয়া, বাধ্য হওয়া, সংযমশীল হওয়া, নাফসের উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ লাভ করা ইত্যাদি।[৩৩] আহমাদ ইবনু মুহাম্মদ আল-ফাইয়ূমী বলেন,

الصبر : حبست النفس عن الجزع.

আস্ সবর শব্দের অর্থ বিচলিত, বিরত রাখা।[৩৪]

পরিভাষায় : ইসলামী শরিয়তের পরিভাষায় সবর হলো, বিপদ-আপদ ও দুঃখ-কষ্টে বিচলিত না হয়ে এবং আনন্দ ও সুখে আত্মহারা না হয়ে অটল ও স্থিরভাবে ইসলাম প্রদর্শিত পথে দৃঢ়পদে চলতে থাকা। সাইয়্যেদ শরীফ আল-জুরজানী (রাহিমাহুল্লাহ) (মৃত : ৮১৬ হি.) বলেন,

الصبر : هو ترك الشكوي من الم البلوي لغير الله لا الي الله.

সবর হলো গায়রুল্লাহ অর্থাৎ- আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য কারও জন্য বিপদ-ব্যথার অভিযোগ থেকে বিরত থাকা। তবে আল্লাহর নিকট অভিযোগ করা যাবে।[৩৫]

মুহাম্মদ 'আলী থাহানুভী (রাহিমাহুল্লাহ) (মৃত : ১৫৫৮ হি.) বলেন, সবর হলো আল্লাহ তা'আলা ছাড়া অন্য কারও নিকট অভিযোগ না করা।[৩৬]

রাগিব আল-ইস্পাহানী (রাহিমাহুল্লাহ) (মৃত : ৫০২ হি.) বলেন, যুক্তিসঙ্গত বিষয়ে মনকে লেগে রাখা, শরিয়তে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ভিন্নতার কারণে এর অর্থের ভিন্নতা রয়েছে। বিপদের ক্ষেত্রে শুধু সবর, শত্রুর মুকাবিলায় বীরত্ব, নিষিদ্ধ বস্তুর ক্ষেত্রে সমতা এভাবে এর নামকরণ করা হয়।[৩৭]

সবরের শাখাসমূহ (انواع الصبر) : শায়খুল হাদীস আল্লামা ইবনু তাইমিয়্যাহ্ বলেন, সবরের শাখা-প্রশাখা হলো তিনটি। যথা-

১. (الصبر علي الطاعة) আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল (ﷺ) যে সমস্ত কাজের হুকুম করেছেন, সেগুলোর অনুবর্তিতা করা মনের উপর যত কঠিনই হোক না কেন, তাতে মনকে স্থির করা।

২. (الصبر عن المعاصي) যে সমস্ত বিষয়ে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ﷺ) নিষেধ করেছেন, সেগুলো নাফসের জন্য যত আকর্ষণীয় হোক না কেন, তা থেকে নাফসকে বিরত রাখা।

৩. (الصبر علي المصائب) বিপদাপদ ও কষ্টের সময় ধৈর্যধারণ করা। দুঃখ-কষ্ট ও সুখ-শান্তিকে আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত মনে করা ও বিশ্বাস করা।

---

*পি. এইচ. ডি. গবেষক, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ও সহ-সেক্রেটারি, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস, রাজশাহী পশ্চিম জেলা শাখা।

[৩৩] আল মু'জামুল ওয়াসীত- পৃ. ৫০৬; আল মুনজিদ ফিল লুগাহ ওয়াল আ'লাম- প্রথম খণ্ড, পৃ. ৪১৪; আরবী বংলা ব্যবহারিক অভিধান- চতুর্থ সংস্করণ (রিয়াদ প্রকাশনী, ঢাকা, মার্চ, ২০০২ খ্রি.), পৃ. ৪৪৬।

[৩৪] আল মিসবাহুল মুনীর- প্রথম খণ্ড, পৃ. ২৯৫।

[৩৫] আত্ তা'রীফাত- পৃ. ৮৮।

[৩৬] আল কামুসুল ফিকহী- সা'দী আবূ জাইয়্যেব, পৃ. ২০৬।

[৩৭] আল মুফরাদাত ফী গারীবিল কুরআন- পৃ. ২৭৭।

নিম্নে আমরা উল্লেখিত শাখাসমূহের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা করব।

প্রথম শাখা : নাফস্‌কে মহান আল্লাহর 'ইবাদতে ও আনুগত্যে বাধ্য করা– আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনুল কারীমে বলেন,

﴿وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتّٰى يَأْتِيَكَ الْيَقِيْنُ﴾

"আর মৃত্যু আসা পর্যন্ত তুমি তোমার প্রভুর 'ইবাদত করতে থাকো।"[৩৮]

এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদের জীবন থাকা পর্যন্ত তাঁর 'ইবাদত-বন্দেগী করতে বলেছেন। আর 'ইবাদত করতে হবে কেবলমাত্র আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর প্রিয় রাসূল (ﷺ)-এর দেখানো আদর্শের ভিত্তিতে। অন্য কোনো মতের-পথের বা নাফসের চাহিদা অনুযায়ী 'ইবাদত গৃহীত হবে না। সচরাচর মানুষের আত্মা নিয়ম মেনে কাজ করতে চায় না। 'ইবাদত কম-বেশি কষ্টের কাজ। কোনো কোনো 'ইবাদতে আছে দৈহিক ও অর্থ ব্যায়ের মানসিক যাতনা। যেমন শীতকালে ঠাণ্ডাপানিতে ওযূ করার কষ্ট, ভোরে সুখের নিদ্রা ত্যাগ করে সলাতের জন্য জাগ্রত হওয়ার কষ্ট, রমাযান মাসে টানা সিয়াম পালনের কষ্ট, দুনিয়াবী কাজের ব্যস্ততার সময় আযানের সুর শুনে মসজিদে পাঁচ ওয়াক্ত গমনের কষ্ট বরণ করে নেয়া একজন মানুষের পক্ষে সত্যিই অনেক কষ্টের ব্যাপার। আর এ সমস্ত বিষয়ে নিজের প্রবৃত্তিকে প্রশ্রয় না দিয়ে মহান আল্লাহর নির্দেশ যথাযথভাবে পালনের জন্য আত্মাকে বাধ্য করা একান্ত কর্তব্য।

'ইবাদতের মূল লক্ষ্য হলো একমাত্র মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা। অতএব লোক দেখানো কিংবা অন্য কোনো পার্থিব স্বার্থ চরিতার্থকরণের উদ্দেশ্যে যতই মহা-উত্তম কাজ মানুষ করুক না কেন, তা কখনো 'ইবাদতে পরিগণিত হবে না। কারণ কোনো ভালো কাজ 'ইবাদতের মধ্যে গণ্য হওয়ার জন্য পরিশুদ্ধ নিয়তের প্রয়োজন। কেননা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন,

عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ (رضي الله عنه) عَلَى الْمِنْبَرِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ (ﷺ) يَقُوْلُ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ.

সকল 'আমল নিয়ত অনুযায়ী গৃহীত হয়। অতএব কষ্ট করে সবর করে আমরা যে 'ইবাদত করার চেষ্টা করি তার নিয়ত যেন পরিশুদ্ধ হয় এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ﷺ)-এর নির্দেশিত পন্থায় তা যেন হয় নচেৎ সমস্ত 'আমল নষ্ট হয়ে যাবে।

দ্বিতীয় শাখা : মহান আল্লাহর নাফরমানি বা অবাধ্যতা থেকে বিরত থাকা– পাপ কাজের ক্ষেত্রে সবরের প্রয়োজন অত্যধিক। সচরাচর মানুষকে যে জিনিস থেকে নিষেধ করা হয়, মানুষ ঐ জিনিসের প্রতি বেশি আগ্রহী হয়। এটি মানুষের মজ্জাগত দোষ। অন্যদিকে যত নিষিদ্ধ জিনিস আছে শয়তান ও তার সাঙ্গপাঙ্গরা এগুলোকে মানুষের নিকট আরো বেশি আকর্ষণীয় করে তোলে। মানুষ নিষিদ্ধ কাজ করে বেশি আনন্দ পায়। পৃথিবীতে মানুষকে পদে পদে পাপের প্রতি প্রলুব্ধ করা হয়। প্রচুর টাকা-পয়সা, বাড়ি-গাড়ির লোভে পড়ে মানুষ পাপ কাজে জড়িয়ে পড়ে। নাফসকে প্রতিটা মুহূর্তে টেনে ধরতে হয়। সংগ্রাম করতে হয় সারাক্ষণ। এ কারণেই যাবতীয় হারাম ও নিষিদ্ধ চিত্তবিনোদন, সুদ, ঘুষ প্রভৃতি থেকে নিজেকে বাঁচাতে প্রচুর সংযম ও সবরের প্রয়োজন।

বর্তমান সময়ে এ প্রকারের সবর যে কত বেশি প্রয়োজন তা সহজেই অনুমান করা যায়। রাস্তা-ঘাট, হাঁট-বাজার, সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান ও টিভির পর্দা রিপু ও কামনা উদ্দীপক বিচিত্র উপাদানে পরিপূর্ণ। মানুষ সামাজিক মু'আমালাতে কত যে শরিয়াহ বিরোধী কাজে জড়িয়ে পড়ে তার কোনো ইয়ত্তা নেই। তাই এ ফিতনাময় সমাজে ঈমান রক্ষার তাগিদে মু'মিনের প্রথম কর্তব্য হলো তাক্বওয়া ও সবরের এ শাখাকে অনুশীলন করা। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى﴾

"যে ব্যক্তি তাঁর মালিকের সামনে দাঁড়ানোকে ভয় করেছে এবং নিজের নাফসকে কামনা-বাসনা থেকে বিরত রেখেছে, অবশ্যই জান্নাত হবে তার ঠিকানা।"[৩৯]

আল্লাহ তা'আলা মানুষকে ক্ষতি থেকে বাঁচার জন্য পবিত্র কুরআনে যে চারটি বেশিষ্ট্যের অধিকারী হতে

[৩৮] *সূরা আল হিজর : ৯৯।*

[৩৯] *সূরা আন্ নাযি'আত : ৪০-৪১।*

বলেছেন তার মধ্যে সবরের উপদেশ পরস্পর প্রদান করা। অল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَالْعَصْرِ ○ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِيْ خُسْرٍ ○ إِلَّا الَّذِيْنَ آمَنُوْا وَعَمِلُوْا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ﴾

যুগের কসম, নিশ্চয় মানবজাতি ক্ষতির মধ্যে। কিন্তু তারা নয় যারা বিশ্বাসী ও সৎকর্মশীল, মানুষকে সত্যের উপদেশ প্রদাণকারী এবং সবর বা ধৈর্যধারণের উপদেশ প্রদানকারী।[৪০]

সবরের এ শাখাকে ব্যপক চর্চা করা জরুরি। এ ব্যাপারে রাষ্ট্রকে অগ্রণী ভূমিকা নিতে হবে। জ্ঞানী, গুণী, বুদ্ধিজীবী, শিক্ষাবিদ, রাজনীতিবিদ প্রমুখ সচেতন ব্যক্তিবর্গকে ধর্মীয় শিক্ষার প্রসার ঘটানোর ইচ্ছা নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে। তবেই এর সঠিক ব্যবহার করা সম্ভব হবে।

তৃতীয় শাখা : মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে বিপদ-আপদ ও ঈমানী পরীক্ষায় ধৈর্যধারণ করা– পৃথিবীতে মানুষকে বেঁচে থাকতে হলে হাজারো বিপদ-আপদ, বালা-মসিবতের সম্মুখীন হতে হয়। পদে-পদে তাকে দুঃখ-কষ্ট, ভয়-ডর, রোগ-শোক, ক্ষুধা-দারিদ্র্য প্রভৃতির মুকাবিলা করতে হয়। আল্লাহ তা'আলার দেয়া এ সকল বিপদ-আপদে সবর করতে হয়। কেননা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে বান্দার জন্য পরীক্ষা। বান্দাগণ যখন এ সকল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন তখন আল্লাহ তা'আলা বান্দাকে পুরস্কৃত করেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِيْنَ﴾

"আমি তোমাদেরকে ভয়, ক্ষুধা এবং ধন-সম্পদ, জীবন ও ফল-ফসলের ক্ষয়ক্ষতির দ্বারা অবশ্যই পরীক্ষা করবো। আর তুমি শুভ সংবাদ দাও ধৈর্যশীলদের।"[৪১]

আল্লাহ তা'আলা মানুষকে পৃথিবীর সেরা সৃষ্টিজীব হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। কোনো কোনো মানুষকে তিনি ঐশ্বর্য, উচ্চ পদমর্যাদা, নেতৃত্ব, সুন্দর স্বাস্থ্য ও বিভিন্ন পরীক্ষার সম্মুখীন করেন। অন্যদিকে কেউ কেউ অক্লান্ত পরিশ্রম করেও তেমন কোনো সাফল্য অর্জন করতে পারেন না; বরং তারা অল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে বিভিন্ন পরীক্ষার সম্মুখীন হচ্ছেন। আল্লাহ তা'আলা তাদের বিপদ-আপদ, বালা-মুসিবত, অভাব-অনটন, অসুখ-বিসুখ দিয়ে পরীক্ষা করেছেন বিভিন্ন সময়ে। এর দ্বারা তিনি যাচাই-বাছাই করে নেন কে তাকে বেশি ভালোবাসেন। আর কে তার নিকট থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। যারা এ কঠিন অবস্থায় তার নিকট থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে তারাই ক্ষতিগ্রস্ত, লাঞ্ছিত ও অপমানিত হয়েছে। এ ধরণের ধৈর্যহারা ব্যক্তি, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে কোনো কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখতে পারে। ফলে তাদের কাজে জটিলতা বৃদ্ধি পায়, পারস্পরিক সম্পর্ক তিক্ত হয়। এ কারণে যে কোনো কাজে আল্লাহ তা'আলার সাহায্য পেতে হলে ধৈর্য অবলম্বনের মাধ্যমে তাঁর নিকট সাহায্য চাইতে হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا اسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللهَ مَعَ الصَّابِرِيْنَ﴾

"হে মু'মিনগণ, তোমরা ধৈর্য ও সলাতের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা করো। নিশ্চয় আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন।"[৪২] রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন,

عَنْ صُهَيْبٍ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ (ﷺ) : «عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ، إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ، وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ، فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ، صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ».

সুহায়ব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, মু'মিনের কার্যকলাপ আশ্চর্যজনক। প্রতিটি কাজই তার জন্য কল্যাণকর। মু'মিন ছাড়া অন্য কারো জন্য এই সৌভাগ্য হয় না। সুখকর কিছু প্রাপ্ত হলে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করে যা তার জন্য কল্যাণকর। আর কোনো দুঃখ-কষ্টে পতিত হলে ধৈর্যধারণ করে, তাও তার জন্য কল্যাণকর।[৪৩] *[চলবে ইন্‌শা-আল্লাহ]*

---

[৪০] *সূরা আল 'আসর : ১-৩।*
[৪১] *সূরা আল বাক্বারাহ্ : ১৫৫।*
[৪২] *সূরা আল বাক্বারাহ্ : ১৫৩।*
[৪৩] *সহীহ মুসলিম- হা. ২২৭।*

সামাজিক সম্প্রীতি বিনির্মাণে ইসলাম

–মেহেদী হাসান সাকিফ*

মানুষ সামাজিক জীব। জীবনে বেঁচে থাকার জন্য প্রতিটি মুহূর্তে আমরা সমাজের উপর নির্ভরশীল। ইসলাম মানবতার ধর্ম। কল্যাণের ধর্ম। ইসলাম প্রতিনিয়তই সমাজের সৌহার্দ্য সম্প্রতি শৃঙ্খলা রক্ষার বিষয়ে বদ্ধপরিকর। আমাদের জীবনে অর্থনৈতিক ও প্রযুক্তিগত ব্যাপক উন্নয়ন ঘটলেও সামাজিক সৌহার্দ্য সম্প্রীতি যেন কোথায় উধাও হয়ে গেছে। ঊষর মরুভূমির রৌদ্রতাপে যেন আমাদের জীবন সর্বদা খাঁ খাঁ করে বেড়াচ্ছে। এর অন্যতম প্রধান কারণ হচ্ছে আমরা সৌহার্দ্য সম্প্রিতিপূর্ণ সমাজ গঠনে ইসলামের বিধান থেকে অনেক দূরে বাস করছি।

পিতা-মাতার ও সন্তানের পারস্পরিক হক্ব আদায়ের জোর তাগিদ-সামাজিক জীবনের প্রধান অনুষঙ্গ হচ্ছে পরিবার। আর পারিবারিক জীবনের ভিত্তিই হচ্ছ পিতা-মাতা ও সন্তান-সন্ততি।

ইসলাম সুস্পষ্টভাবে পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের এবং সন্তানের প্রতি পিতা-মাতার দায়িত্ব-কর্তব্যকে সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছে। সন্তান লালন-পালনে একজন মা-বাবাকে অবর্ণনীয় ত্যাগ স্বীকার করতে হয়। এজন্য পবিত্র হাদীস শরীফে মায়ের পদতলে সন্তানের বেহেশ্‌ত হিসেবে ঘোষণা দেয়া হয়েছে। পিতা-মাতার সাথে উফ্ শব্দ উচ্চারণকে পবিত্র কুরআনে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন–

﴿وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا﴾

"আর তোমার রব আদেশ দিয়েছেন যে, তোমরা তাঁকে ছাড়া অন্য কারো 'ইবাদত করবে না এবং পিতা-মাতার সাথে সদাচরণ করবে। তাদের একজন অথবা উভয়েই যদি তোমার নিকট বার্ধক্যে উপনীত হয়, তবে তাদেরকে 'উফ্' বলো না এবং তাদেরকে ধমক দিও না। আর তাদের সাথে সম্মানজনক কথা বলো।"[৪৪]

এমনকি পিতা-মাতার বৃদ্ধ বয়সে তাদের খেদমতের মাধ্যমে যে সন্তান জান্নাত লাভ করতে পারবে না তাকে দুর্ভাগা হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : "সে ব্যক্তির নাক ধূলিমলিন হোক, তারপর ধূলিমলিন হোক, তারপর ধূলিমলিন হোক", সাহাবিগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! সে কে? রাসূল বললেন : "যে পিতা-মাতার একজন বা উভয়কে তাদের বৃদ্ধাবস্থায় পেল তারপর জান্নাতে যেতে পারল না।"[৪৫] পৃথিবীর অনেক উন্নত বিশ্বের দেশগুলোতে বৃদ্ধাশ্রম সংস্কৃতি থাকলেও আমাদের মুসলিম সংস্কৃতিতে বৃদ্ধাশ্রমের কোনো সুযোগ নেই।

সালামের প্রচার প্রসার : সালাম আরবি শব্দ, এর অর্থ হচ্ছে শান্তি, প্রশান্তি, কল্যাণ, দু'আ, শুভকামনা। সালাম প্রদানের মাধ্যমে অপরিচিত অজানা ব্যক্তির প্রতিও মুহূর্তের ব্যবধানেই হৃদ্যতা তৈরি হয়।

সালামের মাধ্যমে প্রথম সাক্ষাতেই পারস্পরিক শান্তি, সৌহার্দ্য সম্প্রীতি ভালোবাসার বীজ রোপিত হয়। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, 'সেই ব্যক্তি মহান আল্লাহর নিকট সর্বোত্তম যে প্রথমে সালাম প্রদান করে।'[৪৬]

আত্মীয় ও প্রতিবেশীদের সাথে সদাচরণ : ইসলামী সমাজব্যবস্থায় আত্মীয় ও প্রতিবেশীদের সাথে সুসম্পর্ক রক্ষার বিষয় জোর তাগিদ দেওয়া হয়েছে। সৌহার্দ্য সম্প্রীতিপূর্ণ একটি সুশৃঙ্খল সমাজ বিনির্মাণের অন্যতম সোপান হচ্ছে আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখা।

আত্মীয়দের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখার মাধ্যমে একদিকে অফুরন্ত সাওয়াব লাভের পাশাপাশি আমাদের হায়াত ও রিজিকে বরকত হবে। অন্যদিকে

---

* *লেখক; ইসলামবিষয়ক গবেষক। গ্রাম : দত্তপাড়া, হাসানলেন, পোস্ট অফিস : এরশাদ নগর, টংগী, গাজীপুর।*

[৪৪] *সূরা বানী ইসরা-ঈল : ২৩।*
[৪৫] *সহীহ মুসলিম- হা. ২৫৫১।*
[৪৬] *মিশকা-তুল মাসা-বীহ- হা. ৪৬৪৬, সহীহ।*

আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার অনেক বড় গুনাহ থেকে মুক্তি পাবে। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেন : 'আত্মীয়তা-সম্পর্ক বিচ্ছিন্নকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না।'[৪৭]

প্রতিবেশীদের সাথে আমাদের রক্তের সম্পর্ক না থাকলেও আমাদের সুখে-দুঃখে, বিপদে-আপদে প্রতিবেশীরাই সবার আগে এগিয়ে আসেন। প্রতিবেশীদের সাথে সুসম্পর্ক স্থাপন ব্যতীত একটি সুখী সমৃদ্ধ সমাজ গড়ে উঠতে পারে না। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, 'মহান আল্লাহর কাছে সেই সঙ্গী উত্তম যে নিজ সঙ্গীদের কাছে উত্তম। মহান আল্লাহর কাছে সেই প্রতিবেশী উত্তম যে নিজ প্রতিবেশীদের কাছে উত্তম।'[৪৮]

ভ্রাতৃত্বপূর্ণ সমাজ গঠন : পবিত্র কুরআন প্রতিটি মুসলিমের পারস্পরিক সম্পর্ককে ভাই হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। একজন মুসলমানের বিপদে উম্মাহের প্রতিটি মু'মিনের হৃদয় দুঃখ ভারাক্রান্ত হয়ে উঠবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন–

﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾

"নিশ্চয়ই মু'মিনগণ পরস্পর ভাই, অতএব তোমরা তোমাদের দু'ভাইয়ের মধ্যে মীমাংসা করো এবং আল্লাহকে ভয় করো; যাতে তোমরা তার অনুগ্রহ লাভ করতে পার।"[৪৯]

রাসূল (ﷺ) বলেছেন, যে তার ভাইয়ের প্রয়োজন পুরা করে আল্লাহ তা'আলা তার প্রয়োজন পুরা করেন।[৫০]

গীবত, চোগলখোরি, গোপন দোষ অনুসন্ধান ও মানুষকে মন্দ নামে ডাকা নিষিদ্ধকরণ : মানুষের সামাজিক সৌহার্দ্য সম্প্রীতি শৃঙ্খলা যেন বিনষ্ট না হয় সেজন্য আল্লাহ তা'আলা এগুলো নিষিদ্ধ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ﴾

"তোমরা একে অপরের গোপনীয় বিষয়ের সন্ধান করো না এবং একে অপরের পেছনে নিন্দা (গিবত) করো না। তোমাদের মধ্যে কি কেউ তার মৃত ভাইয়ের মাংস খেতে চাইবে?"[৫১]

অমুসলিম নাগরিকদের অধিকার সংরক্ষণ : পৃথিবীতে ইসলামই একমাত্র ধর্ম যেখানে একজন অমুসলিম নাগরিকের অধিকারও রক্ষা করেছে। হাদীসে এসেছে–

'যে ব্যক্তি কোনো অমুসলিম নাগরিককে হত্যা করল, সে জান্নাতের সুগন্ধিও পাবে না, অথচ তার সুগন্ধি ৪০ বছরের রাস্তার দূরত্ব থেকেও পাওয়া যায়।'[৫২]

প্রতিটি মুসলিম রাষ্ট্র অমুসলিমদের পূর্ণ স্বাধীনভাবে ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান পালনের স্বাধীনতা দিবে। কোনো অমুসলিমকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণের জন্য বাধ্য করা যাবে না। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ﴾

"দ্বীন-ধর্ম সম্পর্কে জোর জবরদস্তি নেই।"[৫৩]

রাসূল (ﷺ) ছিলেন উম্মতদের জন্য সামাজিক সম্প্রীতি ও ভালোবাসা প্রতিষ্ঠার মূর্ত প্রতীক। সবার প্রতি বিদ্বেষমুক্ত অন্তরে দিন-রাতযাপন রাসূল (ﷺ)-এর খুবই গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাহ। মক্কা বিজয়ের দিন কাফেরদের সর্দার আবূ সুফিয়ানকেও রাসূল (ﷺ) ক্ষমা করে দিয়েছিলেন। কিন্তু আমরা সামান্য মনোমালিন্যতেই মানুষের সঙ্গে দিনের পর দিন যোগাযোগ বন্ধ করে দেই।

পবিত্র কুরআন ও রাসূল (ﷺ)-এর অনুসৃত পথে আমাদের জীবনকে পরিচালনা করতে হবে। তবেই আমাদের জীবনে সামাজিক সম্প্রীতির সুশীতল বাতাস প্রবাহিত হবে। ❑

---

[৪৭] *সহীহুল বুখারী- হা. ৬৬৮৫।*
[৪৮] *জামে' আত্ তিরমিযী; আদাবুল মুফরাদ; সুনান আবূ দাঊদ।*
[৪৯] *সূরা আল হুজুরা-ত : ১০।*
[৫০] *সহীহুল বুখারী- হা. ২৪৪২।*
[৫১] *সূরা আল হুজুরা-ত : ১২।*
[৫২] *সহীহুল বুখারী- হা. ৩১৬৬।*
[৫৩] *সূরা আল বাক্বারাহ্ : ২৫৬।*

বায়ুদূষণ : অনুষঙ্গ-প্রসঙ্গ

–আবু সা'দ ড. মো. ওসমান গনী*

বিভিন্ন প্রাকৃতিক কারণে বা মনুষ্য সৃষ্ট কঠিন বর্জ্য পদার্থ বা অপ্রয়োজনীয় বস্তুর ঘনত্ব বায়ুতে যদি স্বাভাবিক অনুপাতের কম বা বেশি হয় তখনই বায়ু দূষিত হয়ে পড়ে। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার অভিমত, পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের মধ্যে অনিষ্টকর পদার্থের সমাবেশ যখন মানুষ ও তার পরিবেশের ক্ষতি করে তখনই বায়ুদূষণ হয়েছে বলে বিবেচনা করা হয়। বর্তমানে বাংলাদেশে বায়ুদূষণের প্রভাব প্রকট।

বায়ুদূষণের ফলে মানুষকে তিলে তিলে অসুস্থ করে তোলে। বায়ুদূষণের সবচাইতে ভয়ঙ্কর বার্তা হলো মানুষের মৃত্যু। ইতিপূর্বে বিশ্বের মানুষের মৃত্যুর ক্ষেত্রে বায়ুদূষণের নির্মম প্রভাব ইন্টারন্যাশনাল গ্লোবাল গার্ডেন ডিজিজ প্রজেক্টের প্রতিবেদনে দেখা যায়। সেখানে বায়ুদূষণ মৃত্যুর চার নম্বর কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার তথ্য মোতাবেক এশিয়া ও মধ্যপ্রাচ্যে এবং নিম্ন ও মধ্যম আয়ের দেশের বাসিন্দারা বায়ুদুষণের প্রধান শিকার। সংস্থাটির সাথে গড়ে বাংলাদেশসহ দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোতে বায়ুতে ক্ষতিকর বস্তুকণার পরিমাণ বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার বেঁধে দেয়া সীমার ১০ গুণের বেশি।

আমরা নিজেদের উন্নতির যতই ঢাকঢাল পিটাই না কেন, আমাদের নিত্যদিনের স্বাস্থ্য সমাচার তা ভুল প্রমাণ করছে। মাত্র ক'দিন আগে প্রথম আলোয় একটি প্রতিবেদনে পরিষ্কার বলা হয়েছে বাংলাদেশ বিশ্বের ১৭০তম গরীব দেশ। দেশের গরিবিহাল দিনে দিনে অসহনীয় রূপ নিচ্ছে। বায়ুদূষণের মতো মারাত্মক পরিস্থিতি সামলানো দুরূহ হয়ে পড়েছে। প্রতিনিয়ত নির্গত ধোয়া, বন ধ্বংস ও প্লাস্টিকের অবাধ ব্যবহার দূষণ ব্যবস্থাকে ভয়াবহ করে তুলেছে। ১ টাকার চকলেট থেকে শুরু করে লাখ টাকার রেফ্রিজাটার পলিথিনের ব্যবহার পরিবেশের মুখকে ক্রমাগত বিমর্ষ করে চলেছে। দূষিত হচ্ছে বায়ু। বিজ্ঞানীদের হিসাব মতে, মাটির নিচে চাপা পড়া পলিথিন বা প্লাস্টিক পচনের সময়কাল ৪০০ থেকে ৫০০ বছর। অন্যদিকে সরকারি হিসাব অনুযায়ী দেশে প্রতিদিন ২৪ হাজার টন প্লাস্টিক বর্জ্য তৈরি হচ্ছে। প্রতিদিন শুধু ঢাকা শহরে ২ কোটি পলিথিন বিক্রি হচ্ছে। এর অধিকাংশই মাটির নিচে স্থান পায়। এগুলো মাটির কৈশিক ছিদ্রকে অচল করে দেয়। ফলে উপযুক্ত পানির অভাবে গাছ পরিবেশকে অক্সিজেনের পরিবর্তে কার্বন মনোক্সাইড দিতে বাধ্য হচ্ছে, যেটা রক্তের লোহিত কণিকার সাথে মিশে যায়। ফলে রক্তে অক্সিজেনের পরিমাণ কমে যায়, যা-মৃত্যুর কারণ। অতিসম্প্রতি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণিবিদ্যা বিভাগের গবেষকগণ প্রমাণ করেছেন যে, দেশীয় প্রায় প্রতিটি মাছে প্রচুর পরিমাণ মাইক্রোপ্লাস্টিক রয়েছে। এসব মাছ খাওয়ার ফলে মানুষ প্রতিনিয়ত আন্ত্রিক ও কিডনি জটিলতা জনিত রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। একটা গবেষণায় মাতৃদুগ্ধেও মাইক্রোপ্লাস্টিকের উপস্থিতি প্রমাণিত হয়েছে। যা শিশুরা পান করে নানা অকাল দৈহিক জটিলতার মুখোমুখি হচ্ছে।

পলিথিন যে, মানবজাতির জন্য ভয়ঙ্কর ক্ষতি উপাদান তা আমরা ভুলতে বসেছি। গবেষণার ফল অনুসারে, প্লাস্টিক বা পলিথিনে গরম পানি বা গরম খাবার রাখলে রাসায়নিক বিক্রিয়ায় 'বিসফেলন-এ' তৈরি হয়, যা থাইরয়েড হরমোনকে বাধা দেয়। বাধাগ্রস্ত হয় মস্তিষ্কের গঠন। এছাড়া গর্ভবতী নারীদের রক্ত থেকে বিসফেনল-এ যায় ভ্রূনে আসে। এতে নষ্ট হতে পারে ভ্রূণ, দেখা দিতে পারে বন্ধ্যাত্ব। শিশুও হতে পারে বিকলাঙ্গ।

বাংলাদেশে প্রচুর মানুষ ক্যান্সারে আক্রান্ত হতে চলেছে। ক্যান্সার আক্রান্ত হওয়ার অন্যতম ১০টি কারণের একটি কিন্তু প্লাস্টিকের ব্যবহার। আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানে পলিথিন ব্যাগকে চর্মরোগের এজেন্ট বলা হয়। পলিথিনে মাছ, মাংস মুড়িয়ে রাখলে

* **ভাইস-প্রেসিডেন্ট,** বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস; **প্রফেসর ও ডিন, স্কুল অব আর্টস,** এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ।

কিছুক্ষণ পর এতে রেডিয়েশন তৈরি হয়ে খাবার বিষাক্ত হয়ে উঠে। পলিথিনকে সুদৃশ্য করার জন্য রং ব্যবহার করা হয়। রং করার জন্য ব্যবহৃত ক্যাডিয়াম মানব শরীরের জন্য খুবই ক্ষতিকর। প্লাষ্টিকের বহুল ব্যবহারের ফলে পরিবেশ দূষণ অন্যতম কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। মফস্বলের হাটে-বাজারে, মেলায় কিংবা শহরের যত্রতত্র পলিথিনের ব্যবহার ও প্রক্ষেপণ বায়ুদূষণের অন্যতম কারণ। বায়ুদূষণের কারণে পরিস্থিতি নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে। দূষিত শহরের তালিকায় ঢাকা কিন্তু বিশ্বের প্রথম সারিতে এসে গেছে। বায়ুদূষণের কারণে অ্যাজমা, নিউমোনিয়ার মতো রোগী প্রতিনিয়ত বাড়ছে। ব্রংকাইটিস, ফুসফুসে প্রদাহ, নিউমোনিয়াসহ ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশনে আক্রান্তের সংখ্যা ভয়াবহ। এতদ্ব্যতীত, ক্রনিক অবস্ট্রাকটিভ পালমোনারি ডিজিজ (সিওপিডি) সংক্রমনের মূল কারণ বায়ুদূষণ।

বায়ুদূষণের জন্য প্রতিনিয়ত বিভিন্ন ধরণের নির্গত ধোয়া কম নয়। যুক্তরাষ্ট্রের ইউনিভার্সিটি অব শিকাগোর এনার্জি পলিসি ইন্সটিটিউটের (ইপিআইসি) এক সমীক্ষায় জানা গেছে যে, বায়ুদূষণের কারণে বাংলাদেশিরা গড়ে সাত বছর করে আয়ু হারাচ্ছে। ইট ভাটার চিমনি ও গাড়ির ধোঁয়া পরিবেশ সংকটকে আরো ঘনীভূত করে তুলছে। তথ্যানুযায়ী ঢাকার ১৬ লাখ গাড়ির মধ্যে ৫ লাখই তীব্র মাত্রায় বায়ুদূষণ করে থাকে। এসব কিন্তু মনুষ্য সৃষ্ট। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন,

﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾

"মানুষের কৃতকর্মের দরুন স্থলে ও সাগরে বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়েছে; ফলে তিনি তাদেরকে তাদের কোনো কোনো কাজের শাস্তি আস্বাদন করান, যাতে তারা ফিরে আসে।"[৫৪]

এ অবস্থার উত্তরণ প্রয়োজন। অন্যথায় ক্রমাগতভাবে এ অবস্থা চলতে থাকলে বাঙালিরা ব্যাধিগ্রস্ত জাতিতে পরিণত হবে। কঠোর আইন প্রণয়ন করে তা বাস্তবায়ন এখনই সময়ের দাবি। এ বিষয়ে সদাশয় সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। ❑

---

[৫৪] সূরা আর্ রূম : ৪১।
অর্থাৎ- স্থলে, জলে তথা সারা বিশ্বে মানুষের কুকর্মের বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়েছে। 'বিপর্যয়' বলে দুর্ভিক্ষ, মহামারী, অগ্নিকাণ্ড, পানিতে নিমজ্জিত হওয়ার ঘটনাবলীর প্রাচুর্য, সব কিছু থেকে বরকত উঠে যাওয়া, উপকারী বস্তুর উপকার কম এবং ক্ষতি বেশি হয়ে যাওয়া ইত্যাদি আপদ-বিপদ বুঝানো হয়েছে। (সা'দী, কুরতুবী, বাগভী) অন্য এক আয়াতে এই বিষয়বস্তু এভাবে বর্ণিত হয়েছে–

﴿وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ﴾

"তোমাদেরকে যেসব বিপদাপদ স্পর্শ করে, সেগুলো তোমাদেরই কৃতকর্মের কারণে। অনেক গুনাহ তো আল্লাহ ক্ষমাই করে দেন।" (সূরা আশ্ শূরা- : ৩০)

উদ্দেশ্য এই যে, এই দুনিয়ায় বিপদাপদের সত্যিকার কারণ তোমাদের গুনাহ; যদিও দুনিয়াতে এসব গুনাহের পুরোপুরি প্রতিফল দেয়া হয় না এবং প্রত্যেক গুনাহর কারণেই বিপদ আসে না; বরং অনেক গুনাহ তো ক্ষমা করে দেয়া হয়। তবে এটা সত্য যে, সমস্ত গুনাহর কারণে বিপদ আসে না; বরং কোনো কোনো গুনাহর কারণেই বিপদ আসে। দুনিয়াতে প্রত্যেক গুনাহর কারণে বিপদ আসলে একটি মানুষও পৃথিবীতে বেঁচে থাকত না। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى﴾

"আল্লাহ যদি মানুষকে তাদের সীমালঙ্ঘনের জন্য শাস্তি দিতেন তবে ভূপৃষ্ঠে কোনো জীব-জন্তুকেই রেহাই দিতেন না; কিন্তু তিনি এক নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত তাদেরকে অবকাশ দিয়ে থাকেন।" (সূরা আন্ নাহ্ল : ৬১) আল্লাহ আরো বলেন,

﴿وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى﴾

"আল্লাহ মানুষকে তাদের কৃতকর্মের জন্য শাস্তি দিলে ভূ-পৃষ্ঠে কোনো জীব-জন্তুকেই রেহাই দিতেন না, কিন্তু তিনি এক নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত তাদেরকে অবকাশ দিয়ে থাকেন।" (সূরা ফা-ত্বির : ৪৫) বরং অনেক গুনাহ তো আল্লাহ তা'আলা মাফই করে দেন। যেগুলো মাফ করেন না, সেগুলোরও পুরোপুরি শাস্তি দুনিয়াতে দেন না; বরং সামান্য স্বাদ আস্বাদন করান।

ক্বাতাদাহ্ বলেন, এটা আল্লাহ কর্তৃক মুহাম্মদ (ﷺ)-কে রাসূল হিসেবে পাঠানোর আগের অবস্থার বর্ণনা। যখন যমীন ভ্রষ্টতা ও অন্ধকারে পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। তারপর আল্লাহ যখন তাঁর নবী মুহাম্মদ (ﷺ)-কে পাঠালেন, তখন মানুষের মধ্যে যারা ফিরে আসার তারা ফিরে আসলো। (তাবারী) [দ্র. কুরআনুল কারীম (বাংলা অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত তাফসীর)- পৃ. ২০৯৯-২১০০।]

বিশেষ প্রতিবেদন

বাংলাদেশে বিবাহবিচ্ছেদ : কারণ ও প্রতিকার

–সাইফুল্লাহ্ ত্রিশালী*

বিবাহ শব্দটি সুন্দর, আকর্ষণীয়, লোভনীয়, কারও মুখে শুনলে রোমাঞ্চ জাগে। কে বিয়ে করছে, কার বিয়ে ? কেমন জানি অদৃশ্য একরকম ভালো লাগা কাজ করে অবিবাহিতদের মনে। আবার বিবাহিতদের মনে অন্য রকম অনুভূতি। বিয়ে নিয়ে ইয়ে'র যেন শেষ নেই। মজাটাও এখন আর আগের মতো নেই। একটা সময় শুনতাম, বিয়ে যে কত্ত মজা খালি খাওন আর খাওন। এখন বিয়ে হয় শর্টকাটে। হঠাৎ কারও ব্যাপকভাবে। বিয়ে হয় মোবাইল ফোনে, মহাকাশে, সমুদ্রের নিচে। যে ভাবেই হোক সুখের পরশটা স্থায়ী হয়না। শুরুটা হয় জমকালো। শেষটা হয় ভীষণ কালো। অল্পতেই ভেঙ্গে যায় পবিত্র সম্পর্ক। যে বিবাহ বন্ধন জীবনটাকে পূর্ণতা দেয়ার জন্য আশীর্বাদ হয়ে আগমন করে, সে বন্ধন কেন যেন হতাশ হয়ে প্রস্থান করে। কালবৈশাখীর মতো সবকিছু এলোমেলো করে দিয়ে যায়। কিন্তু কেন?

বিবাহ বিচ্ছেদ কেন বাড়ছে

লোকে বলে সংসার সুখের হয় রমনীর গুণে। তাহলে কি দুঃখের হয় পুরুষের গুণে ? একেবারেই না। সুখ-দুঃখের সাথী স্বামী-স্ত্রী দুজনেই। সমস্যাটা হলো, শয়তান যার উপর বিজয়ী হয় সে নিজেকে সাধু মনে করে। প্রতিপক্ষকে দোষী মনে করে। স্বামী স্ত্রীকে, কখনো স্ত্রী স্বামীকে দোষী মনে করে। ব্যস, বিচ্ছেদ শুরু।

বাংলাদেশে বর্তমান প্রেক্ষাপটে বিবাহ বিচ্ছেদের কিছু যথোপযুক্ত কারণ রয়েছে। যেমন-

পরকীয়া সম্পর্ক (এটিকে সবাই প্রধান সমস্যা মনে করে)

পরকীয়া (ইংরেজি : Adultery বা Extramarital affair Extramarital sex) হলো বিবাহিত কোনো ব্যক্তির স্বামী বা স্ত্রী ছাড়া অন্য কোনো ব্যক্তির সঙ্গে বিবাহোত্তর বা বিবাহ বহির্ভূত প্রেম, যৌন সম্পর্ক। Cambridge Dictionary-তে বলা আছে, sex between a married man or women and someone he or she is not married to. পরকীয়া ইসলামে সম্পূর্ণ হারাম। এটি বর্তমানে মহামারির মতো ভয়ঙ্কর ব্যাধিতে রূপ নিয়েছে। পরকীয়া মানবতা বিরোধী একটি কাজ। বিকৃত মানসিকতার কাজ। সুস্থ মস্তিস্কের কোন নারী-পুরুষ পরকীয়ায় লিপ্ত হতে পারে না।

নিষিদ্ধ কাজ জেনেও মানুষ কেন পরকীয়ায় জড়িয়ে পড়ে?

জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটের চাইল্ড অ্যাডোলসেন্ট ও ফ্যামিলি সাইকিয়াট্রি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ডা. হেলাল উদ্দিন আহমদ বলেন, মনোদৈহিক ও সামাজিক কারণে মানুষ পরকীয়ায় জড়ায়। কারো মধ্যে যদি ডিআরডিফোর জিনের উপস্থিতি বেশি হয়, তাদেরও পরকীয়ার মতো বাড়তি সম্পর্কে জড়ানোর প্রবণতা থাকতে পারে। সাইকোলজিস্ট ইশরাত জাহান বিথী বলেন, পরকীয়ার পেছনে জড়ানোর একটি বড় কারণ হলো শূন্যতা। তবে সমাজ বিজ্ঞানী ও মনোবিদদের মতে আরও কিছু কারণ সুস্পষ্ট। যেমন- স্বামী-স্ত্রীর চাহিদা পূরণ না হওয়া* দু'জনের মধ্যে একজনের যৌন সমস্যা* দীর্ঘদিন সন্তান না হওয়া* অতিরিক্ত আর্থিক সমস্যা থাকলে* স্বামী বিদেশ গেলে বা দীর্ঘদিন কাছে না থাকলে* স্বামী বা স্ত্রীর কেউ নেশাগ্রস্ত হলে* মানুষের কান কথা শুনে একে অপরের প্রতি সন্দিহান হলে* অতিরিক্ত টাকা বা বিলাসিতার লোভ থাকলে ইত্যাদি কারণে মানুষ পরকীয়ায় জড়াতে পারে। ইসলাম এ বিষয়ে অত্যন্ত কঠোর সতর্কবাণী ও শাস্তি ঘোষণা করেছে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পবিত্র কুরআনে বলেন,

﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا﴾

"তোমরা ব্যভিচারের নিকটবর্তী হয়ো না। এটা অশ্লীল কাজ এবং নিকৃষ্ট আচরণ।"[৫৫]

*প্রভাষক, বাংলা বিভাগ, টাঙ্গাইল রেসিডেন্সিয়াল কলেজ, সাভার, ঢাকা।

[৫৫] সূরা বানী ইসরাঈল : ৩২।

পরকীয়ার শাস্তি হিসেবে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا﴾

"ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিণী উভয়কে একশ ঘা করে বেত্রাঘাত করো।"[৫৬]

পরকীয়ার ফাঁদে আটকা পড়ে আত্মহনন করছেন অসংখ্য নারী পুরুষ। বলি হচ্ছেন নিরপরাধ স্বামী, স্ত্রী অথবা সন্তান। পরকীয়ার পথে বাধা হওয়ায় নিজ সন্তানকেও নির্মমভাবে হত্যা করছে মমতাময়ী মা। তাইতো একান্ত প্রয়োজন ছাড়া কোন নারীর পর পুরুষের সঙ্গে কথা বলা উচিত নয়। মহান আল্লাহর বাণী হলো,

"হে নবীর স্ত্রীগণ! তোমরা অন্য কোনো স্ত্রীলোকদের মতো নও, যদি তোমরা ধর্মভীরুতা অবলম্বন কর তবে কথাবার্তায় তোমরা কোমল হয়ো না, পাছে যার অন্তরে ব্যাধি রয়েছে সে প্রলুব্ধ হয়, আর তোমরা বলো উত্তম কথাবার্তা।"

শুধু নারীদেরই নয়; বরং সূরা আন্ নূরের ৩০ নম্বর আয়াতে প্রথমে আল্লাহ তা'আলা পুরুষদের দৃষ্টি সংযত রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। একইভাবে **৩১** নং আয়াতে মহিলাদেরকে তাদের দৃষ্টি সংযত ও গোপন শোভা অনাবৃত করতেও নিষেধ করেছেন।

সাহ্ল ইবনু সা'দ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, যে ব্যক্তি মুখ ও লজ্জাস্থানের হেফাজতের জামিনদার হবে আমি তার বেহেশতের জামিনদার হবো।[৫৭]

ইসলাম দেবরের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ করার লাগামকেও টেনে ধরেছে। 'উক্ববাহ্ ইবনু 'আমের (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন–সাবধান, তোমরা নির্জনে নারীদের কাছে যেও না। এক আনসার সাহাবি বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! দেবর সম্পর্কে আপনার নির্দেশ কী? নবীজী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, ' দেবর তো মৃত্যুর সমতুল্য।'[৫৮]

কীভাবে বুঝবেন আপনার সঙ্গী পরকীয়ায় জড়িত

এ ব্যাপারে সুধী মহল থেকে কিছু ধারণা এ রকম এসেছে যে,

ক. সঙ্গী যদি আপনার সাথে যৌন সম্পর্কে নেতিবাচক মনোভাব ব্যক্ত করেন তাহলে আপনি এটি পরকীয়ার নিশ্চিত লক্ষণ হিসেবে ধরতে পারেন।

খ. আপনার সঙ্গীর কথায় রাগের সূর অর্থাৎ- অকারণে রেগে যাওয়া (অবশ্য মেয়েদের হরমোন ও থাইরয়েডের সমস্যা দীর্ঘদিন থাকলে মেজাজ খিটখিটে হয়)।

গ. সঙ্গী যদি অতিরিক্ত ফোন বা ইন্টারনেটে আসক্ত হয়ে পড়েন।

ঘ. কাছের মানুষটি যদি হঠাৎ করে আপনার ও পরিবরের সাথে কম সময় ব্যয় করেন।

ঙ. আপনার প্রতিদিনের রুটিন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করেন। চ. হঠাৎ যদি স্ত্রী নিজের সৌন্দর্য্য সম্পর্কে অতিরিক্ত সচেতন হয়ে উঠেন ইত্যাদি। এগুলো মানুষের মস্তিষ্ক প্রসূত ধারণা মাত্র। তবে এরকম ধারণা সঠিক নাও হতে পারে।

পরকীয়া সমস্যা থেকে ফিরে এসে অনুতপ্ত হয়ে কী করবেন

জিরো থেকে হিরো হতে গেলে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়। কিন্তু হিরো থেকে জিরো হলে, পরেরবার হিরো হওয়া সত্যিই কঠিন। তাই তালপট্টি নষ্ট হলেও তালের গাছটা ধরে থাকা জরুরি। চলুন, এ পর্যায়ে সুধীজনের আরও কিছু পরামর্শ দেখি–

আপনি ধরা পড়ে গেছেন। এমন অবস্থায় নিজেকে অপরাধী মনে হওয়াটাই স্বাভাবিক। তার চেয়ে বড় যে বিষয়টি আপনাকে ভাবাচ্ছে, তা হলো সঙ্গীর অভিমান। আপনার প্রতি তার ঘৃণা ও বিদ্বেষ।

প্রথমত- সে সম্পর্ক ছিন্ন করতে পারে। নিজেকে সামলান।

দ্বিতীয়ত- কখনো কান্নাকাটি করবেন না। আপনার চোখের জলকে সে মনে করতে পারে কুমিরের কান্না।

তৃতীয়ত- নিজের মন খারাপের কথা সাধারণ মহলে বলবেন না। সোশ্যাল মিডিয়ায় কোন কিছু পোষ্ট করবেন না। এসব দেখে সঙ্গী আরও ক্ষেপে যেতে পারে।

চতুর্থত- মনটাকে একদম শান্ত করুন। পরিবারের সঙ্গে সময় কাটান। দরকার হলে পরিবারের ঘনিষ্ঠ কারোর সঙ্গে সমস্যা নিয়ে আলোচনা করতে পারেন।

---

[৫৬] *সূরা আন্ নূর : ০২।*
[৫৭] *সহীহুল বুখারী- হা. ৭৬৫৮।*
[৫৮] *সহীহ মুসলিম- হা. ২৪৪৫।*

পঞ্চমত- যে ব্যক্তির সাথে জড়িয়ে পড়ার কারণে আপনার বিচ্ছেদ সেই ব্যক্তির সঙ্গে আর কোনো যোগাযোগ রাখবেন না। তাঁকেও খোলাখুলি বলে দিন আপনি কী চাইছেন।

ষষ্ঠত- দুঃখ, কষ্ট সামলাতে অন্য কোনো পুরুষ/নারীর সঙ্গে সাময়িক সম্পর্কে জড়াবেন না। কেননা তাতে পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে উঠতে পারে।

সপ্তমত- সঙ্গী যদি সিদ্ধান্ত নেন তিনি আপনাকে আরও একটা সুযোগ দিয়ে দেখবেন, তবে সেই দিনটার জন্য অপেক্ষা করুন। যে ভুল আপনি করেছেন সেটা নিজ মুখে স্বীকার করুন। দুঃখ প্রকাশ করুন। অঙ্গীকার করুন ভবিষ্যতে এমন ভুল আর করবেন না। দেখবেন সুন্দর একটা সমাধান আপনার জন্য অপেক্ষা করছে।

বিবাহ বিচ্ছেদের ২য় কারণ 'নারী নির্যাতন'

বিশ্বের যা কিছু মহান সৃষ্টি চির কল্যাণকর-অর্ধেক তার করিয়াছে নারী অর্ধেক তার নর। *–কাজী নজরুল ইসলাম*

বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম যদি আজ বেঁচে থাকতেন, তবে তিনি অবাক হতেন। নারী নেতৃত্বের এই দেশে পুরুষ খচিত সমাজে নারীরা আজও কত অবহেলিত। তা দেখে বেগম রোকেয়া কী করতেন সেটা আমাদের জানা নেই। ভাগ্যিস তারা বেঁচে নেই। ফেনীর নুশরাত হত্যাকান্ড, কুমিল্লার তনু'র নিথর মৃতদেহ কিংবা দিনাজপুরের আলেয়ার ক্ষতবিক্ষত লাশ। এ যুগের খাদিজারা নানা ভাবে আজ নির্যাতিত। বাক স্বাধীনতা কেড়ে নেওয়া, মানবাধিকারের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা, ক্ষমতার অপব্যাবহার করে চার দেয়ালে কারাবন্দী করে রাখা কী নারী নির্যাতন নয়? এদের মতো হাজারো তরুণীর আর্তনাদ আজ দেশের সর্বত্রই। সমাজে কিছু মানুষের ঘুম ভাঙে কাক ডাকা শব্দে। কারও ঘুম ভাঙে মুয়াজ্জিনের আযানের সূরে। হিন্দু-মুসলিম-বৌদ্ধরা সবাই জেগে উঠে সুন্দর দিনের প্রতাশায়। কিন্তু খবরের কাগজ, টেলিভিশনের পর্দা, নেট দুনিয়ার ব্যস্ত সাইটগুলো কী বার্তা দেয়। খুন, ধর্ষণ, নারী নির্যাতন এগুলো কী নিত্যনৈমিত্তিক খবর নয়? যৌন হয়রানি, ইভটিজিং, আত্মহত্যার সংবাদগুলো যখন দিনের শুরুতেই চোখে পড়ে সে দিনের শুভ পরিণতি কী আর আশা করা যায়?

বিবাহ বিচ্ছেদের ক্ষেত্রে নারী নির্যাতনের সমস্যাটি নতুন নয়। ভালোবাসার মানুষটির সাথে দীর্ঘদিনের সংসারের বন্ধন কেউ নষ্ট করতে চায় না। কিন্তু অত্যাচারে জর্জরিত মেয়েটির পিঠ যখন দেয়ালে ঠেকে যায় তখন বিচ্ছেদের বিদ্রোহ অন্তরে জেগে উঠে। সে বাঁচতে চায়। হয়তো সন্তানের জন্যে, হয়তো সুন্দর একটি আগামীর জন্য। অত্যাচার যদি মানসিক কিংবা সাংসারিক অতি কাজের চাপের হতো-তবে অনেক নারী হয়তো তা মেনে নিত। বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়ের 'নিমগাছ' গল্পের নিপুণা লক্ষী বউয়ের মতো সংসারের রশিটা ধরে থাকতো। কিন্তু দিনের পর দিন শারীরিক নির্যাতন, জাহেলিয়াতের মতো বর্বরতা– সেটা কতদিন মেনে নেওয়া যায়?

পুরুষরা নারীদের প্রতি সহিংস আচরণ কেন করে?

(ক) বিয়ের পর নারী নির্যাতনের প্রধান কারণ ধরা হয়েছে যৌতুকের চাহিদা : আমরা জানি, বিয়ের সময় স্ত্রীর পরিবারকে শর্ত দিয়ে কিছু চাহিদা প্রকাশ কিংবা বিয়ের পর শ্বশুরবাড়ির থেকে উৎকোচ গ্রহণ করাকেই যৌতুক বলে। এটি একটি নিষিদ্ধ ও গর্হিত কাজ। দেশের আইন ও ইসলামে এটাকে কঠোর ভাবে নিষেধ করা হয়েছে এবং শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। বাংলাদেশে ১৯৮০ সাল থেকে আইন দিয়ে যৌতুক নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এরপর ২০১৭ সালে তা দুই দফায় হালনাগাদ করে যৌতুক নিরোধ আইন, ২০১৮ নামে নতুন আইন পাস করা হয়। সেখানে সর্বোচ্চ পাঁচ বছর কারাদন্ডের শাস্তি রয়েছে। ২০১৮ সালের যৌতুক নিরোধ আইনের ৩ ও ৪ ধারা পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় যে, যৌতুক দাবি, প্রদান ও গ্রহণ করার দন্ড হচ্ছে অনধিক পাঁচ বছর। কিন্তু অনূন্যত এক বছর কারাদন্ড বা অনধিক ৫০ হাজার টাকা অর্থদন্ড বা উভয়দন্ড। নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন-২০২০ (সংশোধিত)-এর ১১ ধারায় বলা হয়েছে যে, যদি যৌতুকের কারণে কোনো মৃত্যু ঘটানো হয়, তাহলে তার জন্য সাজা হচ্ছে মৃত্যুদন্ড। মৃত্যু ঘটানোর চেষ্টা করা হলে, তার জন্যে শাস্তি হবে যাবজ্জীবন কারাদন্ড। একই ধারায় বলা হয়েছে, যৌতুকের জন্যে মারাত্মক জখম হলে দোষী ব্যক্তি

যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদন্ড অথবা অনধিক ১২ বছর সাজা পাবে। সরকার নারী ও শিশু নির্যাতন হেল্পলাইন ১০৯ চালু করেছে। নারী নির্যাতন, যৌন হয়রানি প্রতিরোধে ও বাল্যবিবাহ বন্ধে এ পর্যন্ত ১২৯৫৬৩৯টি ফোন কল গ্রহণ করা হয়েছে। নির্যাতনের শিকার নারী ও শিশুদের তাৎক্ষণিক সহায়তায় জয় মোবাইল এ্যাপস চালু করা হয়েছে। ২০১১ সালে গাজীপুরে ১০০ আসন বিশিষ্ট মহিলা, শিশু ও কিশোরীর হিফাযতীদের নিরাপদ আবাসন প্রতিষ্ঠা এবং ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল, ও সিলেট বিভাগের প্রতিটিতে ১০০ আসন বিশিষ্ট নারী সহায়তা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এগুলো নারীর আইনগত সহায়তা। কাজেই নারী নির্যাতন হতে সাবধান। এ ফাঁদে পা দিলে দুনিয়া ও আখেরাত দুটোই ভেস্তে যাবে। **মনে রাখা জরুরি -জোরপূর্বক অন্যায্য দাবি আদায় করার ক্ষেত্রে মহান আল্লাহর শাস্তিও নির্ধারিত আছে।** আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَمَنْ يَفْعَلْ ذٰلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيْهِ نَارًا وَكَانَ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرًا﴾

"আর যে কেউ সীমালঙ্ঘন করে অন্যায়ভাবে তা করবে, তাকে আগুনে দহন করা হবে। আর এটা আল্লাহর পক্ষে সহজ।"[৫৯]

ইসলামী জীবনধারার রীতি অনুযায়ী বরকে উপহার দেয়ার কোনো নিয়ম নেই। এটা মানুষের তৈরি সামাজিক রীতি নামের প্রচলিত কুসংস্কার। নারীকে লালনপালনের দায়িত্ব দু'জন ব্যক্তির উপর দেয়া হয়েছে। বিয়ের আগে পিতা এবং বিয়ের পর থেকে স্বামী তার দেখাশোনা ও ভরণপোষণের দায়িত্ব পালন করবে। যা আল্লাহ তা'আলা সূরা আল বাক্বারাহ্'র ২৩৩ ও সূরা আন্ নিসার ৩৪ নং আয়াতে স্পষ্ট করেছেন। ইরশাদ হচ্ছে–

﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ﴾

"বিবাহের পূর্ব পর্যন্ত পিতার উপর কন্যার ভরণপোষণের দায়ীত্ব।"

অপর আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿الرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوْا مِنْ أَمْوَالِهِمْ﴾

"পুরুষগণ হলো স্ত্রীদের উপর কর্তৃত্ব স্থাপনকারী। কেননা, আল্লাহ তাদের কতককে কতকের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন আর এ জন্যেই তারা তাদের ধন-সম্পদ থেকে স্ত্রী লোকদের জন্য খরচ করে।"

যাই হোক, কোনো স্বামী একান্তই যদি তার স্ত্রীকে ছেড়ে দিতে চায় অথবা কোন স্ত্রী যদি সেচ্ছায় তার স্বামীকে ত্যাগ করতে চায় তাহলে তা যেন শরয়ী মোতাবেক হয়। এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা সুন্দর সমাধান দিয়েছেন। সূরা আন্ নিসা : ৩৫ এবং সূরা আল বাক্বারাহ্ : ২২৯ নং আয়াতে এর বিবরণ লক্ষ্য করা যায়।

খ. বিয়ের পর নারী নির্যাতনের ২য় কারণ মনে করা হয় স্বামীর মাদকাসক্ত হওয়া : মাদকাসক্ত ব্যক্তি সাধারণ মানুষের মতো নয়। মাদক হলো নেশা। যার কাছে সমাজ-সংসার, পরিবার এমনকি নিজের জীবনও তুচ্ছ মনে হয়ে যায়। পিতা-মাতা, স্ত্রী-সন্তান কারোরই যেন মূল্য নেই তার কাছে। এমন ব্যক্তির কাছে নারীরা তো নির্যাতিত হবেই। বর্তমানে মাদকের সহজলভ্যতা আর মূল্যবোধের অবক্ষয়ই মাদকাসক্ত হওয়ার মূল কারণ। দেশের প্রশাসনিক অবকাঠামো আরও শক্তিশালী করা দরকার। চোরাকারবারির পথ চিরতরে বন্ধ করা দরকার। সরকারি বেসরকারি উদ্যোগ নিয়ে যুব সমাজকে এ বিষয়ে সচেতন করা খুবই জরুরি। মাদক বা মাদকাশক্তির সাজা যথাযথ কার্যকর করা উচিত। মাদক নিয়ন্ত্রণ বিল ২০১৮-এই আইনের ৯ ধারায় বিভিন্ন মাদক বহন ও গ্রহণের ক্ষেত্রে ১-১৫ বছরের কারাদন্ডের বিধান রয়েছে। আর ইসলামে তো বহু আগেই এটিকে হারাম ঘোষণা করা হয়েছে। পক্ষান্তরে মাদক সেবনকে শয়তানের কর্ম বলে তিরস্কারও করা হয়েছে। এ ব্যাপারে আমরা সূরা আল বাক্বারাহ্ : ১০২, ২১৯, সূরা আন্ নিসা : ৪৩, সূরা আল মায়িদাহ্ : ৯০-৯১ নং আয়াতগুলো লক্ষ্য করতে পারি। 'আব্দুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত যে, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : যে ব্যক্তি দুনিয়ায় মদ পান

[৫৯] *সূরা আন্ নিসা : ৩০।*

করেছে অতঃপর তা থেকে তাওবাহ্ করেনি, সে আখিরাতে তা থেকে বঞ্চিত হবে।[৬০]

আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, যে সকল পানীয় নেশা সৃষ্টি করে, তা হারাম।[৬১]

এ ব্যাপারে আমরা আরও জানার জন্য সহীহুল বুখারী'র কিতাবুল আশরিবাহ দেখতে পারি।

গ. বিয়ের পর নারী নির্যাতনের সর্বশেষ কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে স্ত্রীর সাথে স্বামীর বিভিন্ন বিষয়ে বনিবনা না হওয়া। যেমন- পছন্দের বাইরে গিয়ে হয়তো বাবা-মা'র কথায় বাধ্য হয়ে বিয়ে করা, শশুর বাড়ির লোকজন (শ্বশুর-শাশুরীর) সাথে সম্পর্কের অবনতি হওয়া, প্রয়োজনের অতিরিক্ত চাহিদা প্রকাশ করা ইত্যাদি।

বিবাহ বিচ্ছেদের ৩য় কারণ 'পুরুষ নির্যাতন'

যুগ যুগ ধরে পৃথিবীকে শাসন করে আসছে পুরুষ জাতি। আল্লাহ তা'আলা পুরুষকে এই দায়িত্ব দিয়েছেন। এজন্যেই দেখা যায়, মহিলাদের দায়ীত্বশীলতা মুসলিম সমাজে খুব একটা ফলপ্রসূ হয় না। সমাজের স্বাধীনচেতা লোকেরা মনে করেন, পুরুষের জীবনটা মশার কয়েলের মতো। যে নিজে জ্বলে পুড়ে ছারখার হয়ে যায়। কিন্তু আপনজনদের সুরক্ষিত রাখে। বাসে একজন নারী দাঁড়িয়ে থাকলে –বেশিরভাগ পুরুষই সেই নারীকে জায়গা করে দেন। লম্বা লাইনে দাঁড়িয়ে থাকার সময় একজন পুরুষই বলে ওঠেন– তার পেছনের নারীটিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হোক। দোকানের বেশিরভাগ পুরুষ সেলসম্যান আরেকজন পুরুষকে শান্তস্বরে বলেন, 'ভাই, এই মহিলাটিকে আগে বিদায় করে দিই। আপনি একটু বসুন'। স্কুলের যেসব শিক্ষক ছেলেদের গরু-ছাগলের মতো পেটান, সেসব শিক্ষকও মেয়েদের বেলায় সহানুভূতিশীল হন। কোনো পুরুষকে তার জীবনের সবচেয়ে বেশি ভালোবাসার মানুষের কথা বলতে বললে– সেই পুরুষটি একজন নারীরই নাম বলবেন। কিন্তু কট্টর নারীবাদ পুরুষের এই ব্যাপারগুলোকে শ্রদ্ধা করে না বরং অস্বীকার করে। তারা ভাবে –পুরুষ মানেই ধর্ষক, নির্যাতনকারী, দেহপ্রেমী ইত্যাদি। তারা মনে করে, পুরুষ রাস্তাঘাটে বেরই হয় নারীদের ধর্ষণ করতে। (সোশ্যাল মিডিয়ায় এভাবেই ক্ষোভ প্রকাশ করছিলেন একজন নির্যাতিত পুরুষ)। স্বামীর পায়ের নিচে স্ত্রীর বেহেশ্ত। এই কথার সঠিক ভিত্তি না থাকলেও "স্বামীর কথার অবাধ্য হলে, স্ত্রী অভিশাপ প্রাপ্ত হবে" এ কথা তো সত্য। সহীহ হাদীসের বর্ণনায় বলা হয়েছে– আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন : আল্লাহর রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন– কোনো লোক যদি নিজ স্ত্রীকে নিজ বিছানায় আসতে ডাকে আর সে কোনো ওজর ছাড়া তা অস্বীকার করে এবং সে ব্যক্তি স্ত্রীর ওপর দুঃখ নিয়ে রাত্রি যাপন করে, তাহলে ফেরেশ্তারা এমন স্ত্রীর ওপর সকাল পর্যন্ত লানত দিতে থাকে।[৬২]

পুরুষ নির্যাতনের বিষয়টি আমাদের দেশে চরম আকার ধারণ করেছে। বাংলাদেশে সবার জন্য প্লাটফর্ম আছে। নারীদের জন্য, শিশুদের জন্য, তৃতীয় লিঙ্গের জন্য। এমনকি পশু অধিকার রক্ষার জন্য। কিন্তু পুরুষের জন্য কোন প্লাটফর্ম নেই। বাংলাদেশে পুরুষ এখন এতটাই অসহায় যে, তার নামে একটি মামলা দিলে, একটা অভিযোগ করলে সেটা অনেক বড় হয়ে যাচ্ছে। সত্য মিথ্যা যাচাইয়ের কোনো ব্যপার নেই এখানে। **জীবনে অনেক দেরি করে আমরা উপলব্ধি করি যে, নিজের ভালো থাকার দায়িত্বটা আসলে আমাদের নিজেকেই নিতে হয়। অন্যের ওপর নির্ভরশীল হলে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে নিরাশ হতে হয়।** দ্য বেঙ্গলী টাইমস ডেস্ক সূত্রে একটি গবেষণা পত্রে যা জানা গেছে, স্ত্রী'র হাতে পুরুষ নির্যাতনের ঘটনা সাধারণ ধারণার চেয়ে অনেক বেশি। পারিবারিক নির্যাতনের ৪০ শতাংশই হয় পুরুষের ওপর। পুরুষ অধিকার নিয়ে কাজ করা 'প্যারিটি' নামের প্রচারণা গ্রুপের দাবি, সারা বিশ্বেই পুরুষ নির্যাতন বাড়ছে। শুধু দেশেই নয় ব্রিটেনে প্রতি পাঁচটি পারিবারিক নির্যাতনের ঘটনার দু'টির শিকার পুরুষ। অর্থাৎ- ৪০ শতাংশ নির্যাতনের ঘটনা ঘটে পুরুষের উপর। পুরুষ তার স্ত্রী কর্তৃক নির্যাতনের শিকার হলেও পুলিশ প্রায়ই এ ধরনের ঘটনা পাত্তা দেন না। পাত্তা দিবেন কিভাবে? বাইরে পুলিশ হলেও নিজ গৃহে তিনি তো বিড়াল। কারণ, তিনিও তো .....। একটি রসকথা শুনছিলাম এ রকম–

[৬০] *সহীহুল বুখারী- হা. ৫৫৭৫, সহীহ মুসলিম- হা. ২০০৩।*
[৬১] *সহীহুল বুখারী- ১ম খণ্ড, ২৪১।*
[৬২] *সহীহুল বুখারী- হা. ৩২৩৭।*

সে দিন বউয়ের সাথে ঝগড়ার এক পর্যায়ে বউ আমাকে ঝাড়ু দিয়ে ঢিল দিলো! এমন লজ্জার বিষয় না পারি সইতে না পারি কইতে... অবশেষে আব্বার কাছে গেলাম বিচার দিতে। গিয়ে দেখি আব্বায় এই বয়সে কান ধরে দাঁড়িয়ে আছে। আর আম্মা বলছে, "ফের যদি আমার কথার অবাধ্য হইছো বাসা থেকে বের করে দিব। আব্বা বললো এইবার শেষ, আর জীবনে তোমার মুখের উপর কথা বলবো না। এবারের মতো মাফ করে দাও।" এসব দেখে আব্বাকে আর কিছু বলা হলো না। গেলাম শ্বশুর আব্বার কাছে। গিয়ে দেখি তিনি ঘর ঝাড়ু দিচ্ছেন। জিজ্ঞেস করলাম, "শ্বশুর আব্বা আপনার এই হাল কেন? বললো, আর বইলো না বাবা। তোমার শাশুড়ি আম্মা সিরিয়াল দেখতেছিল, ভুল করে চ্যানেল চেঞ্জ করছি। তাই আজ বাড়ির সব কাজ আমার করা লাগবো।" শ্বশুরের কথা শুইনা যা বুঝলাম হের মেয়ে হের মায়ের মতো হইছে! গেলাম থানায় পুরুষ নির্যাতন মামলা করতে। গিয়ে দেখি, ওসি সাহেব পোড়া হাতে মলম দিচ্ছেন। জিজ্ঞেস করলাম, স্যার পুড়লো ক্যামনে? আর বইলেন না, ভুল করে আপনার ভাবির চায়ে চিনির বদলে লবণ দিছিলাম। তাই আপনার ভাবী খুন্তীর ছ্যাঁকা দিছে! ওসির কথা শুনে নিজেই দমে গেলাম! যেখানে ওসি নিজেই নির্যাতিত, সেখানে কী আর বিচার পাব। বেসরকারি একটি সংস্থার জরিপে জানা যায়, দেশে করোনাকালীন সময়ে পুরুষ নির্যাতনের সংখ্যা শতকরা ৪৫ ভাগ সে তুলনায় নারী নির্যাতনের সংখ্যা ৪০ ভাগ। পুরুষ নির্যাতনের বিষয়টি চেপে যাওয়া আর নারী নির্যাতনের সংখ্যা প্রকাশ পাওয়ায় নারী নির্যাতন ব্যাপক মনে হয়। বাংলাদেশের কিছু প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়া এক্ষেত্রে উদাসীন ও দায়িত্বহীন ভূমিকা পালন করছে। তবে ভয়াবহ খবর হচ্ছে বর্তমানে ২০২৩ সালের আগস্ট পর্যন্ত দেশে পুরুষ নির্যাতনের মাত্রা ৮০% ছাড়িয়েছে।

যে সব কারণে পুরুষেরা চুপ করে নারীর নির্যাতন সহ্য করে

১. সংসার ভেঙে যাবার ভয়ে
২. সন্তানের মা হারাবার ভয়ে। অনেক সময় সন্তান হারাবার ভয়ে।
৩. সমাজ কর্তৃক তালাক দেওয়াটাকে অপরাধ হিসেবে পুরুষের উপর বর্তানো।
৪. দেনমোহরের টাকার পরিমাণ না থাকার কারণে সাংসারিক দায়িত্ববোধ থেকে নিজেকেই দোষী মনে করা।
৫. আশঙ্কা করা সে ঠিক হয়ে যাবে।
৬. তালাক দিলে সন্তানের চোখে খারাপ হয়ে যাবার ভয়ে এবং সন্তানের ভালোবাসা হারাবার ভয়ে।
৭. নারী নির্যাতন মিথ্যা মামলার ভয়ে।
৮. সংবাদ মাধ্যমে নারীবাদী পুরুষ বিদ্বেষী কমিটিগুলোর মিডিয়াতে গিয়ে প্রমাণ ছাড়াই মিথ্যা অপবাদের ভয়ে।
৯. গণমাধ্যমে বিভিন্ন প্রোগ্রামের মাধ্যমে নারীর বিভিন্ন অন্যায় সহ্য করতে বলা এবং মস্তিষ্ক/মগজ ধোলাই করে রাখা।
১০. যৌন সম্পর্ক হবে না বলে ভয় পাওয়া।
১১. আমি পুরুষ এই ধরনের ভুল ধারণা পোষণ করা। নিজের উপরে নিজেই অতিরিক্ত দায়িত্ব চাপিয়ে দেওয়া।
১২. লজ্জাবোধ আমি ছেলে মানুষ, একটা মেয়ে আমাকে নির্যাতন করল মানুষ শুনলে কি বলবে। আমার বন্ধু-বান্ধব শুনলে কি বলবে।
১৩. পারিবারিক সমস্যা, আমি পুরুষ এটা আমার পারিবারিক সমস্যা এই ভেবে অনেকেই চুপ করে থাকে। এটা ঠিক নয়।
১৪. পূর্বের মধুর সময়ের কথা চিন্তা করে মাফ করে দেওয়া।
১৫. অতিরিক্ত ভালোবাসার টানে দিশেহারা থাকা। সব নারী কী ভালোবাসা বুঝে? বুঝে না।

তো নারী কিসে আটকায়? আসলে নারী কোনো কিছুতেই আটকায় না। যে চলে যাওয়ার সে কোনো না কোনো অযুহাত দিয়ে চলে যায়; আর যে থেকে যাওয়ার সে সব পরিস্থিতিকে সামলে থেকে যায়...। বিদ্রোহী পুরুষেরা বলে– "নারী নাহি হতে চায় একা কারও... ওরা যতো পূজো পায় ততো চায় আরো... ওরা লোভী, লোভী ওদের মন, একজনে তৃপ্ত নহে যাচে বহুজন"। দেশের বিভিন্ন এলাকা এমনও আছে প্রতিরাতে স্ত্রীর হাতে মারধর খেতে হয় স্বামী নামের অসহায় পুরুষটিকে। বেচারা স্বামী লোক লজ্জা আর সমাজপতিদের ভয়ে মুখ খুলতে পারছে না। লিঙ্গ কর্তন সহ শত শত ঘটনা ঘটছে সারা দেশে। নির্যাতনের স্টিম রোলার সইতে না পেরে অনেক পুরুষ বিবাহ বিচ্ছেদের সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়। এসব ন্যক্কারজনক ঘটনার প্রতিকার কবে হবে?

সর্বশেষ পুরুষদের আইনি অধিকার ও পুরুষের মানবাধিকার রক্ষায় এইড ফর মেন ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক প্রথিতযশা সাংবাদিক সাইফুল ইসলাম নাদিম লিখিত ১৩ দফা দাবি উত্থাপন করেন।

১. অপহরণ : বিবাহের উদ্দেশ্যে বা প্রেমখাট কারণে ছেলে-মেয়ে উভয়ে পালিয়ে গেলে শুধুমাত্র ছেলে ও তার পরিবারের বিরুদ্ধে অপহরণ মামলা হয়। এই কৃতকর্মের জন্য শুধুমাত্র ছেলের শাস্তি বিধান হওয়াটা অযৌক্তিক বিধায় তা বাতিলের দাবি জানাচ্ছি (বিবাহের উদ্দেশ্যে বা প্রেমঘটিত কারণে কোনো ছেলে মেয়ে স্বেচ্ছায় পালিয়ে গেলে উক্ত ঘটনাকে অপহরণ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত না করা)।

২. পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন ২০১০ এ সংযুক্ত ব্যক্তি হিসেবে শিশু ও নারীর পাশাপাশি পুরুষকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

৩. বিয়ের প্রতিশ্রুতিতে প্রাপ্ত বয়স্ক নর-নারীর সম্মতিতে শারীরিক সম্পর্ককে ধর্ষণ বলা যাবে না এবং এই ক্ষেত্রে যদি শাস্তি হয় তাহলে নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য শাস্তির বিধান থাকতে হবে।

৪. নারী ধর্ষণ ও শিশু ধর্ষণ আলাদা সংজ্ঞায় সংজ্ঞায়িত করে পুরুষ ধর্ষণের সংজ্ঞা তৈরি করে লিঙ্গনিরপেক্ষ ধর্ষণ আইন তৈরি করতে হবে।

৫. পারিবারিক জীবন ব্যবস্থা, সভ্য সমাজ ব্যবস্থা, ব্যক্তিগত আইন এবং পুরুষদের মানবাধিকারের বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে দেশীয় আইনে পশ্চিমা সংস্কৃতিতে সৃষ্ট তথাকথিত বৈবাহিক ধর্ষণের ধারণার অনুপ্রবেশ না ঘটানো।

৬. মিথ্যা ধর্ষণ মামলা প্রমাণিত হলে, মামলাকারীর বিরুদ্ধে কঠিন শাস্তির বিধান থাকতে হবে (ধর্ষকের সমমান শাস্তির বিধান থাকতে হবে)।

৭. যৌতুক সংক্রান্ত মামলায় সমন বা গ্রেফতারি পরোয়ানা ইস্যুর পূর্বে তদন্ত প্রতিবেদন বাধ্যতামূলক করা।

৮. পুরুষের লিঙ্গ কর্তন বা অন্য কোনো উপায়ে পুরুষকে পুরুষত্বহীন করার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড করতে হবে।

৯. বহু বিবাহ প্রতারণারোধে বিবাহ রেজিস্ট্রেশন পদ্ধতি ডিজিটাল করা।

১০. পুরুষের মানবাধিকার রক্ষা ও পুরুষ নির্যাতন রোধে আইন চাই।

১১. কাবিন বাণিজ্যরোধে সাধ্যের অতিরিক্ত কাবিন জোর করে চাপিয়ে দেওয়া যাবে না, বিধান থাকতে হবে।

১২. ব্যভিচারের ৪৯৭ ধারাকে সংশোধন করে পরকীয়ায় আসক্ত নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য সমান শাস্তির বিধান থাকতে হবে।

১৩. পুরুষ বিষয়ক মন্ত্রনালয় থাকতে হবে।

পুরুষ নির্যাতনে করণীয়

দেশের সচেতন নাগরিক মনে করে পুরুষ নির্যাতন রোধে কিছু বিষয় বাস্তবায়ন খুব জরুরি। * নারী নির্যাতন আইনে সুনির্দিষ্ট শাস্তির ব্যবস্তাও রয়েছে। কিন্তু পুরুষ নির্যাতনের ক্ষেত্রে এই ধরনের কোনো নীতিমালা নেই। নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়ার অধিকার আছে পুরুষেরও। সুতরাং পুরুষ নির্যাতনের জন্য আইন প্রণয়ন করতে হবে। * পারিবারিক সহযোগিতা অত্যন্ত জরুরি। বাবা মাকে তার ছেলের মন মানসিকতা বুঝতে হবে। তাদের বুঝতে হবে তার ছেলে কোনো অর্থ উপার্জনের যন্ত্র নয়। সে মানুষ, তার সিদ্ধান্ত তাকে নিতে দিন। * সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি বদলাতে হবে। নারী নির্যাতন হলে যেমনভাবে তা একটি অপরাধ হিসেবে দেখা হয়, পুরুষ নির্যাতনের ক্ষেত্রেও তা হতে হবে। যাতে করে নির্যাতিত হয়ে কেউ চুপচাপ মেনে না নিয়ে এ ব্যাপারে সবার সাথে কথা বলে সমস্যা সমাধান করতে পারেন পুরুষেরা।

এবার আসুন, এক পলকে দেখে নেই দেশে বিবাহ বিচ্ছেদের কিছু ভয়ঙ্কর চিত্র

দেশে মানুষের মাঝে শ্রদ্ধা ও সহনশীলতার অভাব যেমন বাড়ছে তেমনি বিবাহ বিচ্ছেদ বাড়ছে লাগামহীন। একশ্রেণির বিবেকহীন মানুষের কাছে বিবাহ বিচ্ছেদ এখন একটি ফ্যাশন বলে মনে হচ্ছে। জনশুমারির সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, বিবাহ বিচ্ছেদে দেশে শীর্ষে রয়েছে রাজশাহী বিভাগে। সেখানে এর হার দশমিক ৬১ শতাংশ। অবিবাহিত রয়েছে বেশি সিলেটে। সেখানে এই হার ৩৭ দশমিক ৭৭ শতাংশ। দেশের মোট জনসংখ্যা বিবেচনায় সমগ্র দেশে বিবাহ বিচ্ছেদের হার দশমিক ৪২ শতাংশ। অন্যান্য বিভাগে

বিবাহ বিচ্ছেদের হার বরিশালে ০.২৯ শতাংশ, চট্টগ্রামে ০.৩০ শতাংশ, ঢাকায় ০.৪০ শতাংশ, খুলনায় ০.৫৫ শতাংশ, ময়মনসিংহে ০.৪০ শতাংশ, রংপুরে ০.৩৮ এবং সিলেটে ০.৪৩ শতাংশ। মোট জনসংখ্যার মধ্যে ৪ কোটি ৪০ লাখ মানুষ ঢাকা বিভাগে বসবাস করেন। দৈনিক প্রথম আলোসহ দেশের বেশ কয়েকটি জাতীয় দৈনিকের তথ্য অনুযায়ী গত বছর রাজধানীতে তালাক হয়েছে প্রতিদিন ৩৭টি করে। অর্থাৎ- প্রতি ৪০ মিনিটে ১টি করে তালাক হয়েছে এবং চলতি বছর আগস্ট ২০২৩ পর্যন্ত বিবাহ বিচ্ছেদের এই ধারা অব্যাহত রয়েছে। বিচ্ছেদের পর সমঝোতা হয়েছে খুবই কম –৫ শতাংশের নিচে। ঢাকার দুই সিটি করপোরেশন এবং জেলা রেজিস্টার কার্যালয়ের তথ্য বিশ্লেষণ করে বিবাহবিচ্ছেদের এই চিত্র পাওয়া গেছে।

পরিশেষে আমরা বলতে চাই, বিচ্ছেদ কখনোই ভালো নয়। সমঝোতার ভিত্তিতে যদি সম্ভব হয় সংসারের বন্ধনটা ধরে রাখা উচিত। জীবনের শেষ দিনটিও যেন ভালোবাসায় ভরপুর থাকে। শেষ বিদায়েও যেন মেলে পরিবারের সবার ভালোবাসা। অনাবিল সুখ শান্তিতে ভরে উঠুক সবার জীবন –আমীন।

তথ্যসূত্র : জাতীয় দৈনিকসমূহ, বাংলা ভিশন, এনটিভি, বিবিসি, দৈনিক কলকাতা এক্সপ্রেস, দৈনিক আনন্দবাজার ইত্যাদি।

(লক্ষণীয় : লেখার কলেবর বড় হওয়ার আশঙ্কায় শর্ট ভার্সন উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছি। অনাকাঙ্ক্ষি তথ্য বিভ্রাট হলে, ক্ষমাপ্রার্থী)

মৃত্যু সংবাদ

গাইবান্ধা জেলা জমঈয়তের সাবেক সেক্রেটারি ও গাইবান্ধা সরকারী কলেজের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক মুহাম্মদ আব্দুর রাজ্জাক গত ১৮ আগস্ট তার নিজ বাসভবনে মৃত্যুবরণ করেছেন– ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৮৩ বছর। তিনি ৩ ছেলে, ১ মেয়েসহ অনেক আত্মীয়স্বজন ও গুণগ্রাহী রেখে গেছেন। তার জানাযায় জেলা জমঈয়ত নেতৃবৃন্দসহ স্থানীয় মুসুল্লিগণ অংশগ্রহণ করেন। জানাযা শেষে তাকে পৌর কবর স্থানে দাফন করা হয়। মাইয়্যিতের মাগফিরাতের জন্য দুআর আবেদন জানিয়েছেন জেলা জমঈয়ত সেক্রেটারি।

শাইখ আব্দুন নূর বিন আব্দুল জব্বার মাদানীর ইহধাম ত্যাগ

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের সহ-সভাপতি শাইখ আব্দুন নূর বিন আবদুল জাব্বার মাদানী গত ২১ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার চিকিৎসার উদ্দেশ্যে ঢাকায় আসার পথে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন) তার মৃত্যুতে মাননীয় জমঈয়ত সভাপতি অধ্যাপক ড. আব্দুল্লাহ ফারুক এবং সেক্রেটারি জেনারেল শাইখ ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ খান মাদানী এক যৌথ বিবৃতিতে শোক প্রকাশ করেন এবং তার পরিবাবের প্রতি সমবেদনা জানান।

পারিবারিক সূত্রে নিশ্চিত হওয়া যায় যে, জানাযার সালাত পরের দিন ২২ সেপ্টেম্বর জুমু'আবার রংপুর শহরস্থ সেন্ট্রাল রোড কেন্দ্রীয় আহলে হাদীস জামে মসজিদে অনুষ্ঠিত হবে এবং পারিবারিক কবরস্থানে তাকে সমাহিত করা হবে। এরই ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় জমঈয়তের সহ-সভাপতি প্রফেসর ড. মো. ওসমান গনীর তাৎক্ষণিক উদ্যোগে সেক্রেটারি জেনারেল শাইখ মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ খান মাদানী নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় জমঈয়তের একটি প্রতিনিধি দল মাইয়্যিতের জানাযায় অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে রংপুর গমন করেন। এ প্রতিনিধি দলে ছিলেন কেন্দ্রীয় জমঈয়তের সিনিয়র যুগ্ম সেক্রেটারি জেনারেল শাইখ আবু আদেল মুহাম্মদ হারুন হুসাইন, যুগ্ম সেক্রেটারি জেনারেল শাইখ আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ, প্রচার ও গণমাধ্যম বিষয়ক সেক্রেটারি মাওলানা মো. রায়হান উদ্দিন, দফতর ব্যবস্থাপনা বিষয়ক সেক্রেটারি চৌধুরী মু'মিনুল ইসলাম এবং কেন্দ্রীয় শুব্বানের দফতর সম্পাদক মুহাম্মদ হেদায়েতুল্লাহ ও ক্বারার সদস্য আবু বকর ইসহাক। ঠাকুরগাঁও থেকে জানাযায় অংশগ্রহণ করেন কেন্দ্রীয় জমঈয়তে উপদেষ্টা শাইখ মঞ্জুরে খোদা এবং কেন্দ্রীয় শুব্বানের মজলিসে ক্বারার সদস্য মামুন উর রশিদ। এছাড়াও পার্শ্ববর্তী জেলা ঠাকুরগাঁও, দিনাজপুর, লালমনিরহাট, রংপুর ও নীলফামারী জেলা জমঈয়ত ও শুব্বানের নেতৃবৃন্দ জানাযায় অংশগ্রহণ করেন। জানাযায় ইমামতি করেন বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস-এর সেক্রেটারি জেনারেল শাইখ ড. শহীদুল্লাহ খান মাদানী। অতঃপর তাঁকে পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হয়। আল্লাহ তা'আলা মাইয়্যেতের সকল ভুলত্রুটি ক্ষমা করে জান্নাতুল ফিরদাউস দান করেন –আল্লাহুমা আমীন, ইয়া রাব্বাল 'আলামীন।

ক্বাসাসুল কুরআন

আবূ লাহাবের ধ্বংস কথা

–গিয়াসুদ্দীন বিন আব্দুল মালেক*

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿تَبَّتْ يَدَآ اَبِيْ لَهَبٍ وَّتَبَّ ○ مَآ اَغْنٰى عَنْهُ مَالُهٗ وَمَا كَسَبَ ○ سَيَصْلٰى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ○ وَّامْرَاَتُهٗ ؕ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ ○ فِيْ جِيْدِهَا حَبْلٌ مِّنْ مَّسَدٍ﴾

"আবূ লাহাবের (দুনিয়া-আখিরাতে) দু'হাতই ধ্বংস হয়ে যাক। ধ্বংস হয়ে যাক সে নিজেও; তার ধন-সম্পদ ও আয়-উপার্জন তার কোনো কাজে আসবে না; অচিরেই সে লেলিহান শিখা বিশিষ্ট আগুনে প্রবেশ করবে। সাথে থাকবে জ্বালানি কাঠের বোঝা বহনকারিণী তার স্ত্রীও (অবস্থা দেখে মনে হবে) তার গলায় যেন খেজুর পাতার পাকানো শক্ত কোনো রশি জড়িয়ে আছে।"[৬৪]

এই সূরা নাযিল হওয়ার পর রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে ওই মহিলা হাতে পাথর নিয়ে মহানবী (ﷺ)-কে মারার উদ্দেশ্যে কাবা চত্বরে গমন করে। কিন্তু মহান আল্লাহর ইচ্ছায় রাসূল (ﷺ) সামনে থাকা সত্ত্বেও সে তাঁকে দেখতে পায়নি।[৬৫]

নবীজিকে না পেয়ে পাশে দাঁড়ানো আবূবকরের কাছে তার মনের ঝাল মিটিয়ে কুৎসাপূর্ণ কবিতা বলে ফিরে আসে। কবিতায় সে 'মুহাম্মাদ' (প্রশংসিত) নামকে বিকৃত করে 'মুযাম্মাম' (নিন্দিত) বলেছিল। যেমন- 'নিন্দিতের আমরা অবাধ্যতা করি'। 'তার নির্দেশ আমরা অমান্য করি'। 'তার দ্বীনকে আমরা ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করি'।[৬৬]

আলোচ্য সূরাটির মাধ্যমেই আমরা আবূ লাহাব ও তার স্ত্রী সম্পর্কে জানতে পারি। এ সূরাটি নাযিলের কারণ সম্পর্কে হাদীসে এসেছে–

'আব্দুল্লাহ ইব্নু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, "তোমার নিকটাত্মীয় বিশেষ করে নিজের গোত্রকে সাবধান করো।" আয়াত নাযিল হলে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বের হয়ে সাফা পাহাড়ে গিয়ে আরোহণ করেন এবং (ইয়া সাবাহা) বলে ডাক দেন। তখন সবাই সচকিত হয়ে বলে উঠল, এভাবে কে ডাকছে? তারপর সবাই তাঁর পাশে গিয়ে সমবেত হয়। তখন নবী (ﷺ) তাদেরকে সম্বোধন করে বললেন, হে আমার জাতি! আচ্ছা আমি যদি বলি, এ পাহাড়ের অপরদিকে একটি অশ্বারোহী সৈন্যবাহিনী তোমাদেরকে আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে, তাহলে তোমরা কি আমাকে বিশ্বাস করবে? সমবেত সবাই বলল, আপনার ব্যাপারে আমাদের মিথ্যার অভিজ্ঞতা নেই। তখন নবী (ﷺ) বললেন, আমি তোমাদেরকে এক কঠিন 'আযাব সম্পর্কে সাবধান করে দিচ্ছি। অতঃপর আবূ লাহাব বলল, "তোমার ধ্বংস হোক, তুমি কি এজন্যই আমাদেরকে সমবেত করেছিলে?" সে সেখান থেকে চলে যাওয়ার পর আয়াত অবতীর্ণ হলো– "আবূ লাহাবের উভয় হস্ত ধ্বংস হয়ে গেছে।"[৬৭]

ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) আরো বলেছেন, নবী (ﷺ) মক্কার বাত্হার দিকে গিয়ে পর্বতে উঠলেন এবং 'ইয়া সাবাহা' বলে উচ্চৈঃস্বরে ডাকলেন। কুরাইশরা তাঁর কাছে একত্রিত হলে তিনি তাদেরকে বললেন, আচ্ছা, বলতো, যদি আমি তোমাদেরকে বলি যে, শত্রু সেনারা সকালে বা সন্ধ্যায় তোমাদেরকে আক্রমণ করার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে, তাহলে কি তোমরা আমাকে সত্য বলে বিশ্বাস করবে? সবাই বললো, হ্যাঁ। তখন তিনি বললেন, আমি তোমাদেরকে এক কঠিন শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করে দিচ্ছি। তখন আবূ লাহাব বলে উঠলো, তুমি কি এজন্যই আমাদেরকে ডেকেছো? তোমার সর্বনাশ হোক। তখন আল্লাহ তা'আলা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সূরা আল লাহাব অবতীর্ণ করলেন : "ভেঙ্গে গেছে আবূ লাহাবের দু'টি হাত। আর সে নিরাশ ও ব্যর্থ হয়েছে। তার ধন-সম্পদ এবং অন্য যা কিছু সে অর্জন করেছে, তা তার কাজে আসেনি। সে

---

* *প্রভাষক- সিটি মডেল কলেজ, জুরাইন, ঢাকা।*

[৬৪] *সূরা আল লাহাব : ১-৫।*

[৬৫] *মুসনাদে বাযযার- হা. ১৫; মাযমাউয যাওয়ায়েদ- হা. ১১৫২৯।*

[৬৬] *ইবনু হিশাম- ১/৩৫৬; হাকিম- হা. ৩৩৭৬, ২/৩৬১; তাফসীরে কুরতুবী, ইবনু কাসীর; সিরাহ সহীহাহ্- ১/১৪৭।*

[৬৭] *সহীহুল বুখারী- হা. ৪৯৭১।*

অবশ্যই লেলিহান অগ্নিতে প্রবেশ করতে বাধ্য হবে। তার সাথে তার স্ত্রীও প্রবেশ করবে যে খড়ির বোঝা বয়ে বেড়ায়। তার গলায় থাকবে পাকানো দড়ি।"[৬৮]

আবূ লাহাবের পরিচয়

আবূ লাহাবের আসল নাম ছিল আব্দুল উযযা। তাকে আবূ লাহাব বলা হত এ কারণে যে, তার রং ছিল দুধে-আলতায় টকটকে উজ্জ্বল। লাহাব অর্থ অগ্নিশিখা। আবূ লাহাব অর্থ অগ্নিশিখা বিশিষ্ট। এটা তার উপনাম। উপনাম উল্লেখের কয়েকটি কারণ রয়েছে– (১) লোকটি আসল নামের চেয়ে উপনামে বেশি পরিচিত ছিল। (২) তার আসল নাম আব্দুল উযযা, এটা শির্কী নাম। কুরআনে মুশরিকী নাম উল্লেখ করা অপছন্দ করা হয়েছে। (৩) আলোচ্য সূরায় এ ব্যক্তির যে মর্মান্তিক পরিণতির কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তার সাথে এ উপনামের মিল আছে।

لَهَبٍ অর্থ- আগুন জ্বালিয়ে দেয়া। ধোঁয়া এবং ধূলা-বালিকেও লাহাব বলা হয়। আব্দুল মুত্তালিবের ছেলে আব্দুল উজ্জা খুব সুন্দর চেহারার লোক ছিল। অগ্নিশিখার মতো তার চেহারা চমকাতো। সেজন্য তার উপনাম ছিল আবূ লাহাব। কোনো কোনো মুফাস্সির বলেছেন, আবূ লাহাব বলে তার উপনাম উচ্চারণ করা উদ্দেশ্য ছিল না; বরং এর দ্বারা তার জাহান্নামী হওয়ার প্রতি ইশারা করা হয়েছে।[৬৯]

রাবী'আহ্ ইবনু আব্বাদ দায়লী বলেন, আমি নবী করীম (ﷺ)-কে আমরা জাহেলী যুগে যুল মাজায-এর বাজারে দেখেছি। সে সময় তিনি বলছিলেন, হে লোক সকল! তোমরা বলো, আল্লাহ তা'আলা ছাড়া কোনো মা'বূদ নেই, তাহলে তোমরা মুক্তি ও কল্যাণ লাভ করবে। বহু লোক তাঁকে ঘিরে রেখেছিল। আমি লক্ষ্য করলাম যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর পিছনেই সুদর্শন কান্তিময় চেহারা ও সুডৌল দেহের অধিকারী একটি লোক, যার মাথার চুল দু'পাশে সিথী করা। সে এগিয়ে গিয়ে সমবেত লোকদের উদ্দেশ্যে বলল, হে লোক সকল! এ লোক বেদ্বীন ও মিথ্যাবাদী। মোটকথা– রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ইসলামের দাওয়াত দিয়ে যাচ্ছিলেন আর সুদর্শন এ লোকটি তাঁর বিরুদ্ধে বলতে বলতে যাচ্ছিল। আমি লোকদেরকে জিজ্ঞেস করলাম, এ লোকটি কে? উত্তরে তারা বলল, এ লোকটি হলো আব্দুল্লাহর ছেলে মুহাম্মাদ, যে নিজেকে নবী বলে দাবি করে। তারপর আমি বললাম, এ লোকটি কে যে তাকে বলছে, মিথ্যুক? লোকেরা বলল, সে তার চাচা আবূ লাহাব।[৭০]

আবূ লাহাবের স্ত্রীর পরিচয়

তার নাম 'আওরা অথবা আরওয়া বিনতু হারব ইবনু 'উমাইয়াহ্। **উপনাম :** উম্মে জামীল। কুরায়েশ নেতা আবূ সুফিয়ানের বোন। ট্যারাচক্ষু হওয়ার কারণে তাকে 'আওরা' বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। ইবনুল 'আরাবী তাকে 'ট্যারাচক্ষু সকল নষ্টের মূল' বলেন[৭১]। কুরায়েশদের নেতৃস্থানীয় মহিলাদের অন্যতম এই মহিলা রাসূল (ﷺ)-এর বিরুদ্ধে সকল প্রকার চক্রান্তে ও দুষ্কর্মে তার স্বামীর পূর্ণ সহযোগী ছিল[৭২]। সে সর্বদা রাসূল (ﷺ)-এর বিরুদ্ধে গীবত, তোহমত ও চোগলখুরীতে লিপ্ত থাকতেন। কবি হওয়ার সুবাদে ব্যঙ্গ কবিতার মাধ্যমে তার নোংরা প্রচারণা অন্যদের চাইতে বেশি ছিল। চোগলখুরীর মাধ্যমে সংসারে ভাঙ্গন ধরানো ও সমাজে অশান্তির আগুন জ্বালানো দু'মুখো ব্যক্তিকে আরবরা ইন্ধন বহনকারী বা খড়িবাহক বলত। সে হিসাবে এই মহিলাকে কুরআনে উক্ত নামেই আখ্যায়িত করা হয়েছে। নিকটতম প্রতিবেশী হওয়ার সুযোগে উক্ত মহিলা রাসূল (ﷺ)-এর যাতায়াতের পথে বা তাঁর বাড়ীর দরজার মুখে কাঁটা ছড়িয়ে বা পুঁতে রাখত। যাতে রাসূল (ﷺ) কষ্ট পান।

সা'ঈদ ইবনুল মুসাইয়িব বলেন, আবূ লাহাবের স্ত্রীর মণিমুক্তাখচিত বহু মূল্যবান একটি কণ্ঠহার ছিল। যেটা দেখিয়ে সে লোকদের বলত, 'লাত ও ওযযার কসম! এটা আমি অবশ্যই ব্যয় করব মুহাম্মাদের শত্রুতার পেছনে'। এ কণ্ঠহারই তার জন্য ক্বিয়ামতের দিন আযাবের কণ্ঠহার হবে।'[৭৩]

ক্বাতাদাহ্ বলেন, সে সর্বদা রাসূল (ﷺ)-এর দরিদ্রতাকে তাচ্ছিল্য করত। অথচ প্রচুর ধন-সম্পদ থাকা সত্ত্বেও সীমাহীন কৃপণতার কারণে সে নিজে কাঠ

---

[৬৮] *সহীহুল বুখারী- হা. ৪৯৭১।*
[৬৯] *লুগাতুল কুরআন।*
[৭০] *তাফসীরে ইবনু কাসীর।*
[৭১] *কুরতুবী।*
[৭২] *ইবনু কাসীর।*
[৭৩] *তাফসীরে কুরতুবী।*

বহন করত। ফলে কৃপণ হিসাবে লোকেরা তাকে তাচ্ছিল্য করত। এত ধন-সম্পদ তাদের কোনো কাজে আসেনি। ইবনু যায়েদ ও যাহহাক বলেন, সে কাঁটাযুক্ত ঘাস ও লতাগুল্ম বহন করে এনে রাসূল (ﷺ) ও সাহাবিদের চলার পথে ছড়িয়ে দিত[৭৪]।

রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর জন্মের খবর শুনে আবূ লাহাবের আনন্দ প্রকাশ

রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর জন্মের খবর শুনে আনন্দে আত্মহারা হয়ে সর্বত্র দৌড়ে গিয়ে লোকদের জানিয়ে দিয়েছিল যে, তার মৃত ছোট ভাই 'আব্দুল্লাহর বংশ রক্ষা হয়েছে। এ সুসংবাদটি প্রথম তাকে শোনানোর জন্য সে কৃতজ্ঞতাস্বরূপ দাসী সুওয়াইবাকে আযাদ করে দেয়।[৭৫]

রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর জন্মের খুশীতে আবূ লাহাবের দাসী আযাদ করাকে কেন্দ্র করে বিদআতীরা জাল হাদীস বর্ণনা করে বলে থাকে : রাসূলের জন্মের খুশীতে আবূ লাহাব দাসী আযাদ করার কারণে যদি প্রতি সোমবার জাহান্নামের শাস্তি লাঘব করা হয় তাহলে অবশ্যই ঈদে মীলাদুন্নবী উদযাপন ফযীলতের কাজ। এ বিষয়ে কুফরী অবস্থায় চাচা 'আব্বাস-এর একটি স্বপ্নের কথা বলা হয়, যার কোনো ভিত্তি নেই। সুতরাং এসব বিদআতী কর্মকাণ্ড অবশ্যই পরিত্যাজ্য, কোনোক্রমেই রাসূলুলুল্লাহ (ﷺ)-এর জন্মবার্ষিকী পালন করা বা ঈদে মীলাদুন্নবী উদযাপন করা 'ইবাদত হতে পারে না। যদি তা 'ইবাদত হত তাহলে অবশ্যই সাহাবিগণ তা করতেন, কিন্তু কোনো সাহাবি করেছেন বলে কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না; বরং এখান থেকে শিক্ষণীয় বিষয় হলো– ইসলাম গ্রহণ করার কারণে বেলালের মতো একজন হাবশী গোলাম সম্মানের পাত্রে পরিণত হলো আর কুরাইশদের সম্মানিত নেতা আবূ লাহাব ইসলাম বর্জন করার কারণে অসম্মানিত ও জাহান্নামী হলো। একজন মুসলিম যত বার এ সূরা পাঠ করবে ততবার একটি অক্ষরের বিনিময়ে দশটি নেকী পাবে, অপরপক্ষে আবূ লাহাব ও তার স্ত্রী অভিশাপ ও ধ্বংসের বদদু'আ পাবে।[৭৬]

[৭৪] *তাফসীরে কুরতুবী।*

[৭৫] *আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ- ২/২৭৩; আলবানী, সহীহ সীরাতুন নববিয়্যাহ- পৃ. ১৫।*

[৭৬] *তাফসীরে ফাতহুল মাজীদ- আবূ আব্দুল্লাহ শহীদুল্লাহ খান মাদানী।*

রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সাথে আবূ লাহাবের সম্পর্ক

আবূ লাহাব কুরাইশ নেতা আব্দুল মুত্তালিবের দশজন পুত্রের অন্যতম একজন। আবূ লাহাব রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর আপন চাচা ছিলেন। তার চাচাদের মধ্যে তিন ধরনের লোক ছিল। ১. যারা তাঁর প্রতি ঈমান এনেছিল ও তাঁর সাথে জিহাদ করেছিল যেমন হামযাহ্ (রাযিয়াল্লাহু 'আনহু) ও 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু 'আনহু)। ২. যারা তাঁকে সাহায্য সহযোগিতা করেছে কিন্তু ইসলাম গ্রহণ করেনি যেমন আবূ তালেব। ৩. যারা শুরু থেকে মৃত্যু পর্যন্ত শত্রুতা করেছিল যেমন আবূ লাহাব।

এছাড়া নবুওয়াতের পূর্বে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাঁর দু'কন্যা রুকাইয়া ও উম্মু কুলসুমকে আবূ লাহাবের দু'পুত্র উৎবা ও উতাইবার সাথে বিবাহ দিয়েছিলেন।[৭৭]

আবূ লাহাব কর্তৃক রাসূল (ﷺ)-এর প্রতি নির্যাতন

আল্লাহ তা'আলা তার রাসূল (ﷺ)-কে বরাবরই কুরায়শদের থেকে হিফাযত করেছেন। এই সামাজিক বয়কটকালে তার চাচা এবং তার গোত্র বানু হাশিম ও বানু মুত্তালিব যথারীতি তার পক্ষে রুখে দাঁড়ায় এবং সার্বিক সহায়তা দান করে। কাফিররা যখনই তার উপর কোনো দৈহিক আক্রমণ চালানোর দুরভিসন্ধি করেছে, তখনই তারা ইস্পাত কঠিন প্রাচীররূপে সম্মুখে দাঁড়িয়েছে। অনন্যোপায় হয়ে কুরায়শরা ঠাট্টা-উপহাস ও কুট-তর্কের পথ বেছে নেয়। তাদের এসব অপতৎপরতা সম্পর্কে যুগপৎভাবে কুরআনের আয়াতও নাযিল হতে থাকে। কুরআন তো পরিষ্কারভাবে অনেকের নামও উচ্চারণ করেছে, আবার অনেক সময় সাধারণভাবে কাফিরদের আলোচনাক্রমে তাদের উল্লেখ করে দিয়েছে। কুরআন মাজীদে যাদের নাম উচ্চারিত হয়েছে তার মধ্যে সবশেষে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর চাচা আবূ লাহাব ইবনু 'আব্দুল মুত্তালিব এবং তার স্ত্রী উম্মু জামীল বিনতু হারব ইবনু 'উমাইয়াহ্; যাকে আল্লাহ তা'আলা নাম দিয়েছেন 'হাম্মালাতাল-হাতাব' 'ইন্ধন বহনকারিণী'। কারণ সে কাঁটা বহন করে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর পথে ছড়িয়ে দিত। আল্লাহ তা'আলা তাদের উভয়ের সম্পর্কে এ সূরাটি নাযিল করেন।

রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নবুওয়াত লাভের পর আবূ লাহাব চরম শত্রুতে পরিণত হয় এবং রাসূল (ﷺ)-কে

[৭৭] *আর্ রাহীকুল মাখতূম- পৃ. ৮৬।*

খুব কষ্ট দেয়। তার ছেলেদ্বয়কে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর দু'কন্যাকে তালাক দিতে বাধ্য করে। রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর দ্বিতীয় পুত্র 'আব্দুল্লাহ মারা গেলে আবূ লাহাব খুশিতে বেশামাল হয়ে সবার কাছে গিয়ে বলে, মুহাম্মাদ আবতার অর্থাৎ- নির্বংশ হয়ে গেছে। শুধু তাই নয় হাজ্জের মওসুমে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আগত হাজীদের তাঁবুতে গিয়ে তাওহীদের দাওয়াত দিতেন কিন্তু আবূ লাহাব তাঁর পেছন থেকে লোকদের তাড়িয়ে দিত এবং বলত 'তোমরা এর কথা শুনো না, সে ধর্মত্যাগী ও মহা মিথ্যুক। এভাবে সে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর বিরুদ্ধাচরণ করে ও কষ্ট দিতে থাকে।[৭৮]

উম্মু জামীলের দুরভিসন্ধি এবং আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক তার রাসূলের হিফাযত

ইবনু ইসহাক বলেন; আমি শুনেছি এই ইন্ধন বহনকারিণী উম্মু জামীল ও তার স্বামীর সম্পর্কে অবতীর্ণ কুরআনোর আয়াত শুনে ভীষণ ক্ষুব্ধ হলো সে তৎক্ষণাৎ একখণ্ড পাথর নিয়ে রাসূল (ﷺ)-এর উদ্দেশ্যে ছুটে আসলো। রাসূল (ﷺ) তখন আবূ বকর সিদ্দিক (রাযিয়াল্লাহু 'আনহু)-কে নিয়ে কাবা শরীফের পাশে উপবিষ্ট ছিলেন। উম্মু জামীল তাদের সামনে এসে দাঁড়াতেই আল্লাহ রাসূল (ﷺ)-কে তার দৃষ্টির আড়াল করে দিলেন। ফলে সে কেবল আবূ বক্‌র (রাযিয়াল্লাহু 'আনহু) কেই দেখতে পেল। সে জিজ্ঞেস করল, হে আবূ বক্‌র! তোমার সঙ্গী কই? আমি শুনেছি সে নকি আমার কুৎসা করে। আল্লাহর কসম! এই মুহূর্তে তাকে পেলে আমি এই পাথর তার মুখে ছুড়ে মারতাম। শুনো, আমিও একজন কবি। তখন সে বলল : 'আমরা এক নিন্দিত নাফরমানী করেছি, আমরা তার নির্দেশ অমান্য করেছি এবং আমরা তার দ্বীনকে ঘৃণা করি।' এই বলে সে চলে গেল। আবূ বক্‌র (রাযিয়াল্লাহু 'আনহু) বললেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সেকি আপনাকে দেখেনি? তিনি বললেন : না, সে আমাকে দেখেনি। আল্লাহ তা'আলা তার দৃষ্টি থেকে আমাকে আড়াল করে রেখেছেন। ইবনু ইসহাক বলেন : কুরায়শরা রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে মুয়ায্‌যম নাম দিয়ে গালমন্দ করত। তিনি বলেন : তোমরা কি অশ্চর্যবোধ করো না যে, আল্লাহ তা'আলা আমার থেকে কুরায়শদের গালমন্দ কিভাবে ফিরিয়ে দিচ্ছেন। তারা গালমন্দ করে মুযাম্মাম' আর আমি হচ্ছি 'মুহাম্মদ' (প্রশংসিত)।

[৭৮] *মুসনাদে আহমাদ- হা. ১৬০৬৬; সহীহ ইবনু হিব্বান- হা. ৬৫৬২; ইবুন কাসীর।*

আবূ লাহাবের পরিণতি

বদর যুদ্ধে পরাজয়ের দুঃসংবাদ মক্কায় পৌঁছবার সপ্তাহকাল পরে আবূ লাহাবের গলায় গুটিবসন্ত দেখা দেয় এবং তাতেই সে মারা পড়ে। সংক্রমণের ভয়ে তার ছেলেরা তাকে ছেড়ে চলে যায়। কুরায়েশরা এই ব্যাধিকে মহামারী হিসাবে দারুণ ভয় পেত। তিনদিন পরে লাশে পচন ধরলে কুরায়েশ-এর এক ব্যক্তির সহায়তায় আবূ লাহাবের দুই ছেলে লাশটি মক্কার উঁচুভূমিতে নিয়ে যায় এবং সেখানেই একটি গর্তে লাঠি দিয়ে ফেলে পাথর চাপা দেয়।[৭৯]

আবূ লাহাবের স্ত্রীর পরিণতি

মুররাহ আল-হামদানী বলেন, আবূ লাহাবের স্ত্রী উম্মে জামীল প্রতিদিন কাঁটাযুক্ত ঝোপের বোঝা এনে মুসলমানদের চলার পথে ছড়িয়ে দিত। ইবনু যায়েদ ও যাহহাক বলেন, সে রাতের বেলা এ কাজ করত। একদিন সে বোঝা বহনে অপারগ হয়ে একটা পাথরের উপরে বসে পড়ে। তখন ফেরেশ্‌তা তাকে পিছন থেকে টেনে ধরে এবং সেখানেই তাকে শেষ করে দেয়'[৮০]।

শিক্ষণীয় বিষয়

১. যারা রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সাথে শত্রুতা করে তারা সবাই ধ্বংস হয়েছে, ভবিষ্যতেও হবে এবং আখিরাতে তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নাম।

২. ঈমান-'আমল না থাকলে ধন-সম্পদ, জ্ঞান-গরিমা ও ক্ষমতা কোনো কাজে আসবে না।

৩. সফলকাম তারাই যারা নিজেদের জীবনকে আল্লাহ তা'আলা ও রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর আদর্শে গড়ে তুলেছে, অতঃপর তাতে অবিচল থেকেছে।

৪. ইসলাম প্রচারে যুগোপযোগি মাধ্যম গ্রহণ করা যেতে পারে।

৫. ঈদে মিলাদুন্নবী উদযাপন করা বিদআত। কোনো সাহাবি, তাবেয়ী এমনকি চার ইমামের কেউ তা করেননি।[৮১] ❑

[৭৯] *সীরাতে ইবনু হিশাম- ১/৬৪৬; বায়হাক্বী দালায়েলুন নবুওয়াত- ৩/১৪৫-১৪৬; আল-বিদায়াহ- ৩/৩০৯।*

[৮০] *কুরতুবী।*

[৮১] *তাফসীরে ফাতহুল মাজীদ।*

বিশুদ্ধ ‘আক্বীদাহ্ বনাম প্রচলিত ভ্রান্ত বিশ্বাস

ঈদে মীলাদুন নবী (ﷺ) উদযাপন

“রাসূল (ﷺ) তোমাদেরকে যা দিয়েছেন তা গ্রহণ করো, আর যা কিছু নিষেধ করেছেন তা বর্জন করো।” *(সূরা আল হাশ্‌র : ৭)*

আরাফাত ডেস্ক : বর্তমানে মুসলিমদের বিরাট একটি অংশ ঈদে মীলাদুন্ নবী নামে রাসূল (ﷺ)-এর জন্ম দিবস উপলক্ষে প্রতি বছর রবিউল আওয়াল মাসের ১২ তারিখে বিশেষ অনুষ্ঠান পালন করে থাকে। এমনকি যারা ইসলামের বুনিয়াদী বিষয়গুলো পালন করতে আগ্রহী নয় তারাও এটি পালনে বেশ তৎপর। আমাদের দেশের পত্রপত্রিকা, ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া ও এক শ্রেণীর পীর-মাশায়েখ এবং ‘আলেম-উলামার বক্তব্যেও এর বিশেষ গুরুত্ব বর্ণনা করা হয়। বেশ কিছু মুসলিম দেশে এ উপলক্ষে সরকারী ছুটি ঘোষণা করা হয়। আজ আমি এই প্রবন্ধে ১২ই রবিউল আউয়াল ও ঈদে মীলাদুন নবী উপলক্ষে একটি পূর্ণাঙ্গ আলোচনা উপস্থাপন করছি। আশাকরি এটি পাঠ করে অনেকেরই ভুল ভাঙবে।

ঈদে মীলাদুন্নবী মূলতঃ অমুসলিমদের অনুকরণ

মূলতঃ অমুসলিম ইয়াহূদী-নাসারাদের অনুসরণ থেকেই এসেছে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর জন্ম দিবস উপলক্ষে ঈদে মীলাদুন্ নবীর অনুষ্ঠান। অজ্ঞ মুসলিমরা এবং একদল গোমরাহ ‘আলেম প্রতি বছর রাসূল (ﷺ)-এর জন্ম উপলক্ষে রবিউল আওয়াল মাসে এই অনুষ্ঠান পালন করে থাকে। কেউ কেউ মাসজিদে এ অনুষ্ঠান করে। আবার কেউ ঘর বা বিশেষভাবে এর জন্য প্রস্তুতকৃত স্থানে এ অনুষ্ঠান পালন করে থাকে। আর এতে শত শত সাধারণ লোক উপস্থিত হয়। তারা নাসারাদের অন্ধ অনুসরণ করেই এ অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করে থাকে।

এ অনুষ্ঠানে বিদআত ও নাসারাদের সাদৃশ্য থাকার সাথে সাথে রয়েছে বিভিন্ন প্রকার শির্ক ও অপছন্দনীয় কর্ম-কাণ্ড। এতে এমন কিছু কবিতা আবৃতি করা হয়, যাতে রাসূল (ﷺ)-এর ব্যাপারে এমন বাড়াবাড়ি রয়েছে, যা আল্লাহ তা‘আলা ছাড়া অন্যের কাছে দু‘আ করা এবং আশ্রয় প্রার্থনা করা পর্যন্ত নিয়ে যায়। অথচ রাসূল (ﷺ) তাঁর প্রশংসার ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেন :

«لَا تُطْرُوْنِيْ، كَمَا أَطْرَتْ النَّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ، فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُهُ، فَقُوْلُوْا عَبْدُ اللهِ، وَرَسُوْلُهُ».

“নাসারাগণ যেমন মারইয়াম পুত্র ‘ঈসা (আলাইহিস সালাম)-এর ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করেছিল, তোমরা আমার ব্যাপারে সেরূপ বাড়াবাড়ি করো না। আমি কেবলমাত্র আল্লাহর একজন বান্দা। তোমরা আমাকে আল্লাহর বান্দা ও রাসূল বলো।”[৮২] নাসারারা ‘ঈসা (আলাইহিস সালাম)-এর মর্যাদা বাড়াতে বাড়াতে তাঁকে মহান আল্লাহর পুত্র বলে দাবি করেছিল। আবার কেউ কেউ তাঁকে স্বয়ং আল্লাহ তা‘আলা হিসাবে বিশ্বাস করে তাঁর ‘ইবাদত শুরু করছে। কেউ বা তাঁকে তিন মহান আল্লাহর এক আল্লাহ হিসাবে নির্ধারণ করে নিয়েছে। কিছু কিছু বিদআতী নবী প্রেমিক বিশ্বাস করে যে, রাসূল (ﷺ)-এর রূহ্ তাদের মীলাদ মাহফিলে উপস্থিত হয়। এটিও নাসারাদের ‘আক্বীদার শামিল।

মীলাদ কেন বিদআত?

কারণ যে ‘ইবাদতের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি কমনা করা হবে, কুরআন বা সুন্নায় অবশ্যই তার পক্ষে অন্ততঃ একটি দলিল থাকতে হবে। আর মীলাদ-মাহফিলের পক্ষে এ রকম কোনো দলিল নেই বলেই এটি একটি বিদআতী ‘ইবাদত, যা হিজরি চতুর্থ শতাব্দীর পর তৈরি করা হয়েছে। মিশরের ফাতেমীয় শী‘আহ্ সম্প্রদায়ের শাসকগণ এটাকে সর্বপ্রথম ইসলামের নামে মুসলমানদের মাঝে চালু করে। উল্লেখ্য আল্লাহর কিতাব, রাসূল (ﷺ)-এর সুন্নাত, সাহাবাদের ‘আমল এবং সম্মানিত তিন যুগের কোনো যুগে এর কোনো অস্তিত্ব ছিল না।

♦ বিখ্যাত ‘আলেমে দ্বীন ইমাম আবূ হাফস্ তাজুদ্দীন ফাকেহানী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, একদল লোক আমাদের কাছে বারবার প্রশ্ন করেছে যে, কিছু সংখ্যক মানুষ মীলাদ নামে রবিউল আওয়াল মাসে যে অনুষ্ঠান করে থাকে, শরিয়তে কি তার কোনো ভিত্তি আছে? প্রশ্নকারীগণ সুস্পষ্ট উত্তর চেয়েছিল। আমি আল্লাহর উপর ভরসা করে উত্তর দিলাম যে, আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের সুন্নাতে এর পক্ষে কোনো দলিল পাইনি এবং যে সমস্ত ‘আলেমগণ মুসলিম জাতির জন্য দ্বীনের ব্যাপারে আদর্শস্বরূপ, তাদের কারও পক্ষ থেকে এ ধরণেরে ‘আমলের প্রমাণ পাওয়া যায়নি। অথচ তারা ছিলেন

[৮২] *সহীহুল বুখারী- হা. ৩৪৪৫।*

পূর্ববর্তী যুগের (সাহাবিদের) সুন্নাতের ধারক ও বাহক; বরং এই মীলাদ নামের 'ইবাদতটি একটি জঘন্য বিদআত, যা দুর্বল ঈমানদার ও পেট পূজারী লোকদের আবিষ্কার মাত্র।

♦ শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমীয়্যাহ্ (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, এমনি আরও বিদআতের উদাহরণ হলো– কিছু সংখ্যক মানুষ রাসূল (ﷺ)-এর জন্ম দিবসকে ঈদ হিসাবে গ্রহণকরতঃ এ উপলক্ষে মীলাদ মাহফিলের আয়োজন করে থাকে। অথচ রাসূল (ﷺ)-এর সঠিক জন্ম তারিখ সম্পর্কে 'আলেমগণ যথেষ্ট মতবিরোধ করেছেন। এ ধরণের অনুষ্ঠান পালনকারীদের দু'টি অবস্থার একটি হতে পারে। হয়ত তারা এ ব্যাপারে 'ঈসা (আলাইহিস সালাম)-এর জন্ম দিবস পালনের ক্ষেত্রে নাসারাদের অনুসরণ করে থাকে অথবা নবী (ﷺ)-এর প্রতি অতি ভালোবাসা ও সম্মান দেখানোর জন্য করে থাকে।

যাই হোক এ কাজটি সাহাবাদের কেউ করেননি। যদি কাজটি ভালো হত, তাহলে অবশ্যই তারা কাজটি করার দিকে আমাদের চেয়ে অনেক অগ্রগামী থাকতেন। তাঁরা রাসূল (ﷺ)-কে আমাদের চেয়ে অনেক বেশি ভালোবাসতেন এবং সম্মান করতেন। তাঁরা ছিলেন ভালো কাজে আমাদের চেয়ে অনেক বেশি আগ্রহী। তবে তাদের ভালোবাসা ও সম্মান ছিল তাঁর অনুসরণ, আনুগত্য, তাঁর আদেশের বাস্তবায়ন এবং প্রকাশ্যে ও অপ্রকাশ্যে তাঁর সুন্নাতকে বাস্তবায়িত করার ভিতরে। তিনি যে দ্বীন নিয়ে প্রেরিত হয়েছিলেন, তার প্রচার ও প্রসারের ভিতরে এবং অন্তর-মন, জবান এবং শক্তি দিয়ে সে পথে জিহাদের মাধ্যমে। এটিই ছিল উম্মাতের প্রথম যুগের আনসার ও মুহাজেরীনে কিরাম এবং উত্তমভাবে তাদের অনুসারী তাবে'য়ীগণের পথ।

কারো জন্মোৎসব পালন করা জায়িয কি?

শাইখ 'আব্দুল 'আযীয ইবনু 'আব্দুল্লাহ ইবনে বায (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, রাসূল (ﷺ) বা অন্য কারও জন্মোৎসব পালন করা জায়িয নয়; বরং তা থেকে বিরত থাকা আবশ্যক। কারণ এটি দ্বীনের মাঝে একটি নতুন প্রবর্তিত বিদআত। রাসূল (ﷺ) কখনও এ কাজ করেননি। তাঁর নিজের বা তাঁর পূর্ববর্তী কোনো নবী বা তাঁর কোনো আত্মীয়, কন্যা, স্ত্রী অথবা কোনো সাহাবির জন্মদিন পালনের নির্দেশ দেননি। খোলাফায়ে রাশেদীন, সাহাবায়ে কিরাম অথবা তাবে'য়ীদের কেউ এ কাজ করেননি। এমনকি পূর্ব যুগের কোনো 'আলেমও এমন কাজ করেননি। তাঁরা সুন্নাহ সম্পর্কে আমাদের চেয়ে অধিকতর জ্ঞান রাখতেন এবং রাসূল (ﷺ) এবং তার শরিয়ত পালনকে সর্বাধিক ভালোবাসতেন। যদি এ কাজটি সওয়াবের হত, তাহলে আমাদের আগেই তাঁরা এটি পালন করতেন।

বিদআত বর্জনের ব্যাপারে দলিলসমূহ

ইসলাম একটি পরিপূর্ণ দ্বীন। এ দ্বীন পরিপূর্ণ বিধায় আমাদেরকে তার অনুসরণ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং বিদআত থেকে বিরত থাকার আদেশ দেয়া হয়েছে।

♦ রাসূল (ﷺ) বলেন :

«مَنْ أَحْدَثَ فِيْ أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيْهِ، فَهُوَ رَدٌّ».

"আমাদের এই দ্বীনের মাঝে যে নতুন কিছু উদ্ভাবন করবে, তা প্রত্যাখ্যাত হবে।"[৮৩]

♦ তিনি আরও বলেন : "তোমরা আমার সুন্নাত এবং আমার পরবর্তী খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাত পালন করবে। আর তা দৃঢ়তার সাথে ধারণ করবে। সাবধান! তোমরা দ্বীনের মধ্যে নতুন বিষয় আবিষ্কার করা থেকে বিরত থাকবে। কারণ প্রত্যেক নব প্রবর্তিত বিষয়ই বিদআত এবং প্রত্যেক বিদআতই ভ্রষ্টতা।"[৮৪]

মোটকথা : যদি আমরা এই মীলাদ মাহফিলের বিষয়টি সম্পর্কে কুরআন মাজিদের দিকে ফিরে যাই, তাহলে দেখতে পাই আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূল (ﷺ)-কে যা আদেশ করেছেন বা যা থেকে নিষেধ করেছেন, তিনি আমাদেরকে তা অনুসরণ করার আদেশ দিয়েছেন এবং জানিয়ে দিয়েছেন যে, তিনি এই দ্বীনকে উম্মাতের জন্য পূর্ণতা দান করেছেন। রাসূল (ﷺ) যা নিয়ে এসেছেন তার মধ্যে মীলাদ মাহফিলের কোনো ইঙ্গিত পর্যন্ত নেই। এভাবে যদি আমরা সুন্নাতের দিকে লক্ষ্য করি, তাহলে দেখতে পাই যে, রাসূল (ﷺ) এ কাজ করেননি, এর আদেশও দেননি। এমনকি তাঁর সাহাবিগণও তা করেননি। তাই আমরা বুঝতে পারি যে, এটা ধর্মীয় কাজ নয়; বরং ইয়াহূদী-খ্রিষ্টানদের উৎসবসমূহের অন্ধ অনুকরণ মাত্র। যে ব্যক্তির সামান্যতম বিচক্ষণতা আছে এবং হক্ব গ্রহণে ও তা বুঝার সামান্য আগ্রহ রাখে, তার বুঝতে কোনো অসুবিধা হবে না যে, ধর্মের সাথে মীলাদ মাহফিল বা যাবতীয় জন্ম বার্ষিকী পালনের কোনো সম্পর্ক নেই; বরং যে বিদআতসমূহ থেকে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) নিষেধ করেছেন, এটি সেগুলোরই অন্তর্ভুক্ত।

শাইখ 'আব্দুল্লাহ শাহেদ আল মাদানী
দাঈ', জুবাইল দা'ওয়াহ এন্ড গাইডেন্স সেন্টার, সৌদী আরব।

---

[৮৩] *সহীহুল বুখারী- হা. ২৬৯৭।*

[৮৪] *জামে' আত্ তিরমিযী- হা. ২৬৭৬, অনুচ্ছেদ : সুন্নাত গ্রহণ, ইমাম আত্ তিরমিযী বলেন, হাদীসটি হাসান সহীহ।*

মহিলা জগৎ

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)'র মায়ের ইসলাম গ্রহণ

–অধ্যাপক মো. আবুল খায়ের*

সাধারণতঃ কথায় বলে আলোর নিচে অন্ধকার থাকে। সাহাবিদের মধ্যে সর্বাধিক হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবি ছিলেন আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)। অথচ তাঁরই পরম শ্রদ্ধেয়া মা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেনি। যার কারণে আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)'র মনে দারুণ কষ্ট।

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর মক্কা হতে মদীনায় হিজরতের পরে জন্ম গ্রহণ করেন। তার নামের ব্যাপারে অনেক মতামত পাওয়া যায়। তবে প্রসিদ্ধ মত অনুযায়ী ইসলাম গ্রহণের পূর্বে তাঁর নাম রাখা হয় আব্দুর রহমান। তিনি দক্ষিণ আরবের আযদ গোত্রের সুলায়ম ইবনু ফাহাম বংশোদ্ভূত ছিলেন। তাঁর পিতার নাম সাখর এবং মাতার নাম উম্মিয়া বিনতু সফীহ মতান্তরে মায়মুনাহ্।

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) জন্মগতভাবেই সহজ-সরল প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। এ জন্য তিনি ইসলামের দাওয়াত পাওয়ার সাথে সাথেই গ্রহণ করে প্রিয় নবীর সান্নিধ্যে সারাক্ষণ পড়ে থাকতেন। সংসারে একমাত্র বৃদ্ধ মা ছাড়া আর কেউ ছিল না। তাই তার কোনো পিছু টানও ছিল না। শুধুমাত্র সময়মতো বাসায় যেয়ে মায়ের পরিচর্যা করে আসতেন। কিন্তু সারাক্ষণ তাঁর মাথায় একটি মাত্র চিন্তা কি করে মাকে সত্য ও সুন্দরের পথে আনা যায়। ইসলামের অমৃত সুধা কিভাবে পান করানো যায়। প্রতিদিন তিনি মাকে ইসলামের পথে আসার জন্য অনুরোধ ও আহ্বান জানাতে থাকেন। এদিকে মা-ও অনড়। কিছুতেই সে তার বাপ-দাদার পুরোনো ধর্ম থেকে ফিরে আসবে না। আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-ও নাছোড় বান্দা। যে করেই হোক তিনি তাঁর মাকে সত্য পথের পথিক বানাবেনই। তাই একদিন মাকে এমনভাবে ধরলেন যে, আজ তার থেকে পাকা কথা আদায় করবেনই তাই মা রাগের অতিশয্যে রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে কটু কথা বলে ফেললেন, ফলে তিনি এক মহাসংকটে পড়ে গেলেন একদিকে পরম শ্রদ্ধেয় মা অপরদিকে প্রাণ প্রিয় নেতা রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)। অবশেষে উভয় সংকট নিয়ে মায়ের কটুক্তি শুনে কাঁদতে কাঁদতে চলে গেলেন রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর দরবারে।

বিনয়ের সাথে বললেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! আমার মায়ের হিদায়েতের জন্য আল্লাহর নিকট দু'আ করুন।"

রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তৎক্ষণাৎ দু'হাত উঠিয়ে পরম করুণাময়ের দরবারে দু'আ করলেন : হে আল্লাহ! তুমি আবূ হুরাইরাহ্'র মাকে হিদায়েত দান করো।

রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর দু'আ শুনে খুশি মনে আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বাড়ির দিকে রওয়ানা দিলেন। বাড়িতে এসে দরজার নিকটে দেখেন দরজা বন্ধ। ভিতরে পানি পড়ার বারবার শব্দ শুনা যাচ্ছে। ভিতর থেকে মা ছেলের উপস্থিতি বুঝতে পেরে ছেলেকে দরজায় অপেক্ষা করতে বললেন। কিছুক্ষণ পর তিনি গোসল সেরে তাড়াহুড়োর সাথে মাথায় উড়না জড়িয়ে দরজা খুলে দিলেন। তারপর হেসে বললেন, হে আবূ হুরাইরাহ্! আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ ছাড়া আর কোনো সত্য ইলাহ নেই, নবী মুহাম্মদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহর রাসূল। এ কথা শুনা মাত্র আনন্দের অতিশয্যে তিনি আবার কেঁদে ফেললেন এবং রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে এ সুসংবাদ অবহিত করলেন। রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহর প্রশংসা ও তাদের কল্যাণ কামনা করলেন।[৮৫]

সম্মানীত পাঠকমণ্ডলী! উপরোক্ত আলোচনার মাধ্যমে একটি বিষয় সম্পর্কে আমরা জানতে পারি যে, শুধু নিজে সত্য ও সুন্দর পথে থাকলে হবে না সাথে সাথে নিজের আহাল পরিবারকেও সত্য ও সুন্দরের পথে আসার চেষ্টা ও সাধনা করতে হবে। সর্বদা মনে রাখতে হবে যে, দাওয়াতী কাজে ধৈর্যহারা হলে চলবে না। আর নবী রাসূলদের দু'আ যে, আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই কবুল করেন এটাও সত্য প্রমাণিত হলো। সে জন্য সেই মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার বারগাহে দু'আ করি– তিনি যেন আমাদের এবং আমাদের আহল পরিবারদেরকে সঠিক ও সুন্দরের পথে আসার এবং থাকার তাওফীক্ব দান করেন –আমীন। ❑

---

* *সহকারী অধ্যাপক, বোয়ালিয়া মুক্তিযোদ্ধা কলেজ ও খতীব, মুরারী কাঠি জমঈয়তে আহলে হাদীস মসজিদ, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।*

[৮৫] *সহীহ মুসলিম- আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কর্তৃক বর্ণিত। তরজুমানুস্ সুন্নাহ- ৪র্থ খণ্ড।*

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

আল কুরআন ও জ্যোতির্বিজ্ঞানে আমাদের পৃথিবী

–এম এ মোমেন*

ভূমিকা : অনাদি-অনন্ত কাল থেকেই মানুষের মনে জানার আগ্রহ রয়েছে। মানুষ জানতে চায়– এ বিশাল পৃথিবী কিভাবে সৃষ্টি হলো? এর অভ্যন্তরে কি রয়েছে? এ পৃথিবীর মতো আরো কি কোনো পৃথিবী আছে? থাকলে ওগুলো কেমন? কোথায় আছে? ওখানে এই পৃথিবীর মতো পানি-বায়ু, উদ্ভীদ-জীব, জন্তু-জানোয়ার আছে কি-না? মানুষ বসবাসের উপযোগী কি-না? আকাশ আসলে কি? ওটা কত দূর? আদৌ কি তার কোন সন্ধান মিলেছে? এ প্রশ্নগুলোর উত্তর অনুসন্ধানে যুগ যুগ ধরে মানুষ গবেষণা করছে। মহাশূন্যে পাঠিয়েছে কৃত্রিম উপগ্রহ। পাঠিয়েছে বিভিন্ন রকমের টেলিস্কোপ। ১৯৯৬ সালে গবেষক 'জিওফ মারসি' 'কেক টেলিস্কোপ' দ্বারা ৩৫টি গ্রহ আবিষ্কার করেন। আবিষ্কারের পরিধি যতই বৃদ্ধি পাচ্ছে রহস্যের চাদর যেন আরো নিগূঢ় রহস্যে আবৃত হচ্ছে। আবিষ্কার হচ্ছে– গ্রহ, গ্রহাণু, উপগ্রহ, নীহারিকা, ধূমকেতু ও উল্কাপিণ্ড। নক্ষত্র, সৌরজগত, কৃষ্ণ বিবর, ছায়াপথ ও ছায়াপথ গুচ্ছসহ আরো কত কি!

পৃথিবীর আকৃতি : চিরচেনা আমাদের এই পৃথিবী। সুদীর্ঘ কাল ধরে আমরা তাকে যেমন দেখছি। পৃথিবী কি আসলেও তেমন?

আমরা দেখছি– জায়গা অনুসারে এটেল, বেলে, লাল ও দোআঁশ মাটির সমতল ভূমি, সামনেই রয়েছে পুকুর, খাল, নদী-নালা। কেউ আবার দেখছি উঁচু-নিচু পাহাড়ি অঞ্চল। জোপ-ঝাড় ও জঙ্গল, কেউ আবার দেখছি বিশাল মরুভূমি। এই তো আমাদের পৃথিবী! আসলেও কি তাই? উত্তর– না। এটাই পৃথিবী নয়। পৃথিবী হলো– চেপ্টা-গোলাকৃতির অনেকটা যেন কমলালেবুর মতো একটি গ্রহ!

তাহলে আমরা এটাকে সমতল দেখি কেন? পৃথিবী যে চেপ্টা-গোলাকৃতির তার প্রমাণই বা কি?

আমরা কেন পৃথিবীকে এমন সমতল দেখি। কারণ আসলে পৃথিবী এতই বিশাল যে, এক নজরে আমরা তার সম্পূর্ণ অংশ দেখতে পাই না। বিশাল ব্যাসার্ধের একটা বৃত্তের উপর দাঁড়িয়ে এর খুব সামান্য অংশই আমাদের চোখে পড়ে। তাই ভূপৃষ্ঠ চ্যাপ্টা সমতল বলেই মনে হয়। পৃথিবীর আকার আল-কুরআনে (ঐশী বাণীতে) এভাবে এসেছে–

"তিনি আসমান ও জামিন কে সৃষ্টি করেছেন যথার্থভাবে। তিনি রাতকে দিন দ্বারা আচ্ছাদিত করেন এবং রাত দ্বারা দিনকে আচ্ছাদিত করেন।"

আয়াতে ব্যবহৃত يُكَوِّرُ শব্দের অর্থ হলো কুণ্ডলী পাকানো বা কোনো জিনিসকে প্যাঁচানো। যেমন করে মাথায় পাগড়ী প্যাঁচানো হয়। রাত ও দিনের আবর্তন তখনই সম্ভব যখন পৃথিবী গোলাকার হয়। কুরআনের এ আয়াতে পৃথিবীর আরবী শব্দ আল আরদ (الارض) এসেছে। ব্রিটিশ অনুবাদক ও অভিধান রচয়িতা "Edward William Lane" রচিত বিখ্যাত আরবি টু ইংলিশ অভিধান "Arabic-English Lexicon"-এর অর্থ করা হয়েছে। ১) The earth that whereon are mankind (পৃথিবী-যার উপর মানুষ বাস করে)। ২) The ground, as meaning the surface of the earth,on which we tread and sit and lie (ভূপৃষ্ঠ- যার উপর আমরা হেঁটে বেড়ায়, বসে থাকি এবং শুয়ে থাকি)। ৩) The floor (মেঝে, ভূতল)। ৪) land (জমি)। ৫) country (দেশ)। ৬) a piece of land or ground (ভূখণ্ড)। ৭) soil (মাটি)। কিন্তু কুরআনের অধিকাংশ অনুবাদক প্রায় সব জায়গায় ارض শব্দের অর্থ "পৃথিবী" নিয়েছেন। শুধুমাত্র যেসব আয়াতে জমি চাষের কথা বলা হয়েছে [যথা- ২ : ৬১, ২ : ৭১, ২ : ১৬৪, ২ : ১৬৮, ২ : ২৬৭, ৫ : ৩১, ৬ : ৫৯, ৭ : ৭৩] সেসব আয়াত ছাড়া। প্রকৃতপক্ষে, কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে ارض শব্দের অর্থ বিভিন্ন

* *সাবেক অধ্যক্ষ, শীলমান্দি আদর্শ কলেজ, নরসিংদী।*

হওয়ার কথা। যেমন- যে সব আয়াতে "আকাশসমূহ ও পৃথিবী সৃষ্টি" সম্পর্কে বলা হয়েছে, সে সব আয়াতে "পৃথিবী" অর্থটাই সঠিক। [যেমন- ২ : ২৯, ২ : ৩৩, ২ : ১০৭, ২ : ১১৬, ২ : ১১৭, ২ : ১৬৭, ২ : ২৫৫, ২ : ২৮৪, ৩ : ৫, ৩ : ২৯, ৩ : ৮৩, ৩ : ১০৯,৩ : ১২৯, ৩ : ১৩৩, ৩ : ১৮০, ৩ : ১৮৯, ৩ : ১৯০, ৩ : ১৯১, ৪ : ১২৬, ৪ : ১৩১, ৪ : ১৩২, ৪ : ১৭০, ৪ : ১৭১, ৫ : ১৭, ৫ : ১৮, ৫ : ৪০, ৫ : ৯৭, ৫ : ১২০, ৬ : ১, ৬ : ৩, ৬ : ১২, ৬ : ১৪, ৬ : ৭৩, ৬ : ৭৫, ৬ : ৭৯, ৬ : ১০১, ৭ : ৫৪, ৭ : ৯৬, ৭ : ১৫৮ ইত্যাদি]

আর যে সব আয়াতে "পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি, ভ্রমণ, চলাফিরা, বসবাস" এমন কথা বলা হয়েছে, সে সব আয়াতে "দেশ, জনপদ বা ভূপৃষ্ঠ" অর্থ নেয়া যৌক্তিক। কারণ কেউ তো পাতালে গিয়ে এসব করে না। [যেমন- ২ : ১১, ২ : ২৭, ২ : ৩০, ২ : ৩৬, ২ : ৬০, ২ : ২০৫, ২ : ২৫১, ২ : ২৭৩, ৩ : ১৩৭, ৩ : ১৫৬, ৪ : ৯৭, ৫ : ২৬, ৫ : ৩২, ৫ : ৩৩, ৫ : ১০৬, ৬ : ৬, ৬ : ১১, ৬ : ৩৮, ৬ : ৬৪, ৬ : ১১৬, ৬ : ১৬৫, ৭ : ১০, ৭ : ২৪, ৭ : ৫৬, ৭ : ৭৪, ৭ : ৮৫, ৭ : ১২৭, ৭ : ১২৯, ৭ : ১৪৬, ৭ : ১৬৮, ৯ : ২ ইত্যাদি]

পৃথিবী বলের মতো গোলাকার নয়; বরং মেরুকেন্দ্রিক চেপ্টা। যেমন- বর্ণিত হয়েছে– "তিনি পৃথিবীকে এর পরে বিস্তৃত করেছেন।" এখানে আরবী শব্দ دَحٰىهَا-এর দু'টো অর্থ আছে। একটি অর্থ হলো– উটপাখির ডিম। উটপাখির ডিমের আকৃতির মতোই পৃথিবীর আকৃতি মেরুকেন্দ্রিক চেপ্টা। অন্য অর্থ হলো– 'সম্প্রসারিত করা'। উভয়ই অর্থই বিশুদ্ধ। সুতরাং আল কুরআনের বক্তব্য অনুসারে বুঝা গেল– পৃথিবী চেপ্টা-গোলাকৃতির অনেকটা যেন কমলা লেবুর মতো। এবার জানার চেষ্টা করবো, বৈজ্ঞানিকগণ পৃথিবীর আকৃতি সম্পর্কে কি বলেছেন– পর্তুগিজ অভিযাত্রী ফার্ডিনান্ড ম্যাগেলান (নৌপথে পৃথিবী ভ্রমণকারী প্রথম ব্যক্তি।) তিনি ১৫১৯ খ্রিষ্টাব্দে সেপ্টেম্বর মাসে পাঁচটি জাহাজ নিয়ে স্পেন থেকে সমুদ্রপথে পশ্চিম দিকে যাত্রা শুরু করেন। ১৫২০ খ্রিষ্টাব্দের নভেম্বরে দক্ষিণ আমেরিকার দক্ষিণ প্রান্তে ম্যাগেলান প্রণালী দিয়ে তিনি আটলান্টিক মহাসাগর থেকে প্রশান্ত মহাসাগরে প্রবেশ করেন। ১৬ মার্চ ১৫২১ সালে তিনি ফিলিপাইন্সে পৌঁছান। ক্রমাগত পশ্চিম দিকে যাত্রা করেও শেষ পর্যন্ত সে তাঁর যাত্রা শুরুর বন্দরে ফিরে আসেন। এই ভু-প্রদক্ষিণের মাধ্যমে তিনি প্রমাণ করেন যে, পৃথিবী সমতল নয় বরং গোলাকার। পৃথিবী যদি সমতল হতো তাহলে দিক পরিবর্তন না করে কখনোই জাহাজ যাত্রা শুরুর বন্দরে আবার ফিরে আসতে পারতো না, পৃথিবীর অন্য কোনো প্রান্তে পৌঁছে যেত। সুতরাং পৃথিবী গোল বলেই জাহাজগুলো পুনরায় ফিরে এসেছিল।

গ্রিক দার্শনিক এরাটোস্থেনিস খ্রিষ্ট জন্মের প্রায় ২০০ বছর আগে সমুদ্রে জাহাজ বা নৌকার অদৃশ্য হয়ে যাওয়া দেখে পৃথিবীর গোলাকৃতি ধারণা দেন। তিনি দেখেন কোনো জাহাজ যখন সমুদ্র থেকে তীরের দিকে ফিরে তখন প্রথমে জাহাজের মাস্তুল দেখা যায়, তার পরে অর্ধেক জাহাজ, পাটাতন এবং শেষে পুরো জাহাজ দেখতে পাওয়া যায়।

একইভাবে যদি কোনো জাহাজ সমুদ্রের দিকে যাত্রা শুরু করে তখন তীর থেকে প্রথমে পুরো জাহাজ এবং কিছুক্ষণ পর কেবল জাহাজের মাস্তুল দেখা যায় আরও কিছু সময় পর জাহাজটি অদৃশ্য হয়ে যায়। পৃথিবী গোল বলেই জাহাজের এমন দৃশ্য দেখা যায়। যদি পৃথিবী সমতল হতো তাহলে জাহাজ সবসময়ই সম্পূর্ণ দেখা যেত, দূরে গেলে শুধুমাত্র তার আকৃতি ছোট হয়ে যেত। বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ও সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের সফল মহাকাশ অভিযানের ফলে মহাশূন্য থেকে পৃথিবীর সম্পূর্ণ ছবি তোলা সম্ভব হয়েছে। সফল মহাকাশচারী নীল আর্মস্ট্রং, এডউইন অলড্রিন, ভ্যালেন্তিনা তেরেসকোভা, রাকেশ শর্মা ও কল্পনা চাওলা মহাকাশ থেকে পৃথিবীর দৃশ্য দেখেছেন বা ছবি তুলেছেন এবং বর্তমানে পৃথিবীর চারদিকে ঘোরা অসংখ্য কৃত্রিম উপগ্রহ যে ছবি তুলছে তা থেকে পৃথিবীর গোলাকৃতি ধারণা আমাদের কাছে স্পষ্ট। তবে এইসব ছবিতে পৃথিবী একেবারে গোল নয়। উত্তর-দক্ষিণে কিছুটা চাপা ও পূর্ব পশ্চিমে কিছুটা ফলা এককথায় অভিগত গোলক এর মতো।

পৃথিবী (Earth)-র জন্ম কথা : জন্মের সময় পৃথিবী ছিল এক উত্তপ্ত গ্যাসপিন্ড। এ গ্যাসপিন্ড ক্রমে শীতল হয়ে ঘনীভূত হয়। এ সময় এর উপরে বালি, মাটি ও পাথর মেশানো যে আস্তরণ পড়ে তা হলো– ভূত্বক। পৃথিবীর উপরিতল একাধিক শক্ত স্তরে বিভক্ত। এগুলিকে ভূত্বকীয় পাত বলা হয়। কোটি কোটি বছর ধরে এগুলি পৃথিবীর উপরিতলে এসে জমা হয়েছে। পৃথিবীতলের প্রায় ৭১% লবণাক্ত জলের মহাসাগর দ্বারা আবৃত। অবশিস্টাংশ গঠিত হয়েছে মহাদেশ ও অসংখ্য দ্বীপ নিয়ে। স্থলভাগেও রয়েছে অজস্র হ্রদ ও জলের অন্যান্য উৎস। এগুলো নিয়েই গঠিত হয়েছে বিশ্বের জলভাগ। জীবনধারণের জন্য অত্যাবশ্যকীয় তরল জল এই গ্রহের ভূত্বকের কোথাও সমভার অবস্থায় পাওয়া যায় না। পৃথিবীর মেরুদ্বয় সর্বদা অ্যান্টার্কটিক বরফের চাদরের কঠিন বরফ বা আর্কটিক বরফের টুপির সামুদ্রিক বরফে আবৃত থাকে। পৃথিবীর অভ্যন্তরভাগ সর্বদা ক্রিয়াশীল। এই অংশ গঠিত হয়েছে একটি আপেক্ষিকভাবে শক্ত ম্যান্টেলের মোটা স্তর, একটি তরল বহিঃকেন্দ্র (যা একটি চৌম্বকক্ষেত্র গঠন করে) এবং একটি শক্ত লৌহ আন্তঃকেন্দ্র নিয়ে গঠিত। মহাবিশ্বের অন্যান্য বস্তুর সঙ্গে পৃথিবীর সম্পর্ক বিদ্যমান। বিশেষ করে সূর্য ও চাঁদের সঙ্গে এই গ্রহের বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে।

পৃথিবী (Earth)-র আয়তন : পৃথিবীর ব্যাস হলো ৭০৯১ মাইল (কিলোমিটারের হিসেবে- ১২,৬৬৭ কি.মি.)। অর্থাৎ- ১ মাইল দৈর্ঘ্য ও ১ মাইল প্রস্ত করে পৃথিবীকে খণ্ড খণ্ড করলে মোট- ১৯ কোটি ৬৬ লক্ষ ২৬ হাজার খণ্ড হবে।

পৃথিবী (Earth)-র ভর : পৃথিবীর ভরের জন্য বর্তমান সর্বোত্তম অনুমান $M\oplus$ = ৫.৯৭২২ × ১০২৪ kg, একটি আদর্শ অনিশ্চয়তা ৬ × ১০২০ কেজি (আপেক্ষিক অনিশ্চয়তা ১০–৪)। ১৯৭৬ সালে প্রস্তাবিত মান ছিল (৫.৯৭৪২ ± ০.০০৩৬) × ১০২৪ কেজি।

পৃথিবী(Earth)-র বায়ুমণ্ডল : গবেষণার মাধ্যমে জানা গেছে, ভূপৃষ্ট থেকে উপরের দিকে প্রায় ১০ হাজার কিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল। এর ব্যপ্তি যতই বিশাল হোক এর প্রায় ৯৭ ভাগ উপাদানই রয়েছে ভূপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ৩০ কিলোমিটারের মধ্যে। মহাবিশ্বে এপর্যন্ত আবিষ্কৃত পৃথিবীই একমাত্র গ্রহ যার বায়ুমণ্ডলে প্রয়োজনীয় অক্সিজেন, নাইট্রোজেন ও তাপমাত্রা রয়েছে যা উদ্ভিদ ও জীবজন্তু বসবাসের উপযোগী।

পৃথিবী (Earth)-র উপগ্রহ : পৃথিবীর একমাত্র উপগ্রহ চাঁদ। এর ব্যাস প্রায় ১৭৭৩ মাইল। পৃথিবী থেকে এর গড় দূরত্ব হচ্ছে ৩,৮৪,৩৯৯ কিলোমিটার (প্রায় ২,৩৮,৮৫৫ মাইল) যা পৃথিবীর ব্যাসের প্রায় ৩০ গুণ। চাঁদে রয়েছে অসংখ্য আগ্নেয়গিরি, কোথাও আবার উঁচু পর্বতমালা, কোথাও বা গভীর গহ্বর। চাঁদ ১৫ দিনে আপন কক্ষপথে একবার পরিভ্রমণ করে। এই হিসেবে আমাদের ১৫ দিনে চাঁদের ১ দিন। লর্ড রস চাঁদের তাপ পরীক্ষা-নীরিক্ষা করে বলেছেন– চাঁদের কোনো কোনো জায়গায় এত তাপ যে, সেখানকার তুলনায় জ্বলন্ত আগুনে টগবগে ফুটন্ত পানিকেও শীতল মনে হয়। ধারণা করা হয়- প্রায় ৪.৩৫ বিলিয়ন বছর আগে চাঁদ পৃথিবী প্রদক্ষিণ শুরু করেছিল। চাঁদের গতির ফলেই পৃথিবীতে সামুদ্রিক জোয়ারভাটা হয় এবং পৃথিবীর কক্ষের ঢাল সুস্থিত থাকে। চাঁদের গতিই ধীরে ধীরে পৃথিবীর গতিকে কমিয়ে আনছে। ৩.৮ বিলিয়ন থেকে ৪.১ বিলিয়ন বছরের মধ্যবর্তী সময়ে পরবর্তী মহাসংঘর্ষের সময় একাধিক গ্রহাণুর সঙ্গে পৃথিবীর সংঘর্ষে পৃথিবীর উপরিতলের পরিবেশে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল।

পৃথিবীর নক্ষত্র : পৃথিবীর ঘূর্ণয়ন যে নক্ষত্রকে কেন্দ্র করে তার নাম সূর্য। সূর্য ও তাকে কেন্দ্রকরে ঘূর্ণয়মান সকল গ্রহ ও উপগ্রহ নিয়ে যে জগৎ তাকে বলে সৌরজগৎ বা Solar System।

পৃথিবী (Earth) হতে সূর্যের দূরুত্ব ও সৌরবর্ষ (Solar year) : সূর্য থেকে পৃথিবীর গড় দূরুত্ব প্রায় ১৫ কোটি কিলোমিটার। সূর্যকে একবার প্রদক্ষিণ করতে পৃথিবীর সময় লাগে ৩৬৫ দিন ৫ ঘন্টা ৪৮ মিনিট ৪৭ সেকেন্ড। তাই এখানে ৩৬৫ দিনে একবছর, আর প্রতি ৪ বছরে ১ দিন বৃদ্ধি পেয়ে ৩৬৬ দিনে একবছর হয়। ❑

কিশোর ভুবন

কে ছিল সেই চোর?

–আবু ফাইয়ায

যাকে আমরা শয়তান বলে চিনি, তার আরেক নাম ইবলিস। আমরা নিশ্চয়ই জানি যে, এই ইবলিস-শয়তান আমাদের প্রধান ও প্রকাশ্য শত্রু। সুতরাং এই শয়তান যেন আমাদের কোনোভাবেই ক্ষতি করতে না পারে, সেজন্য সব সময় সজাগ থাকতে হবে। কিন্তু বিস্ময়কর ব্যাপার হলো, যে শয়তান আমাদের প্রকাশ্য শত্রু, সেই শয়তানের নিকট থেকে আমরা জানতে পেরেছি, কীভাবে শয়তানের কুমন্ত্রণা ও ক্ষতি থেকে রক্ষা পাওয়া যায়! আজ আমরা সেই গল্পই শুনব।

রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর একজন বিশ্বস্ত ও একান্ত অনুগত সাহাবি ছিলেন আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)। এই প্রসিদ্ধ সাহাবি সার্বক্ষণিক রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সাহচর্যে থাকতেন। সেই সুবাদে তিনি সর্বাধিক হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবিও।

তখন রমযান মাস। সাহাবি আবু হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মদ (ﷺ) যাকাত-সাদাক্বা'র সম্পদ পাহারা দেওয়ার দায়িত্ব দিলেন। তিনিও অতন্দ্রপ্রহরীর মতো সেই সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণে সদা তৎপর। ইতোমধ্যে তিনি দেখলেন, এক ব্যক্তি সেই যাকাত ও সদকার মাল চুরি করছে। তখন সাহাবি তার হাত ধরে ফেললেন এবং বললেন, আল্লাহর কসম, আমি তোমাকে আল্লাহর রাসূলের কাছে নিয়ে যাব। তখন চোরটি বলল, আমি খুব অভাবগ্রস্ত ব্যক্তি, আর আমার অনেক প্রয়োজন ছিল। কোনো উপায় না পেয়ে আমি চুরি করেছি। আমাকে ছেড়ে দাও। চোরের কথা শুনে সাহাবি আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর মনে দয়া হলো এবং তাকে ছেড়ে দিলেন।

পরদিন সকালে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে জিজ্ঞেস করলেন, গতকাল তোমার অপরাধী কী করেছে? সাহাবি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (ﷺ)! লোকটি অনেক অভাবগ্রস্ত ছিল, তাই তাকে দয়া করে ছেড়ে দিয়েছি। এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, অবশ্যই সে তোমাকে মিথ্যা বলেছে এবং সে আবার আসবে। রাসূলের কথা শুনে সাহাবি আরো সতর্ক হলেন এবং চোর ধরার অপেক্ষায় থাকলেন। যখন সে আবারও চুরি করতে আসল, তখন তাকে ধরে ফেললেন এবং বললেন, এবার অবশ্যই আমি তোমাকে আল্লাহর রাসূলের কাছে নিয়ে যাব। সে পূর্বদিনের ন্যায় বলল, আমাকে ছেড়ে দাও, আমি খুব অভাবগ্রস্ত, আমি আমার পরিবারের জন্য চুরি করতে এসেছি। তবে আমি আর চুরি করতে আসব না। সাহাবি আবারও তাকে দয়া করে ছেড়ে দিলেন।

পরদিন সকালে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে আবারও জিজ্ঞেস করলেন, গতকাল তোমার অপরাধী কী করেছে? সাহাবি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (ﷺ)! লোকটি অনেক অভাবগ্রস্ত, তাই এবারও তাকে দয়া করে ছেড়ে দিয়েছি। এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, অবশ্যই সে তোমাকে মিথ্যা বলেছে এবং সে আবারও আসবে।

তৃতীয় দিনও সাহাবি চোর ধরার অপেক্ষায় থাকলেন। যখন সে পুনরায় চুরি করতে আসল, তখন সাহাবি তাকে ধরে ফেললেন এবং বললেন, অবশ্যই আমি তোমাকে আল্লাহর রাসূলের কাছে নিয়ে যাব, তুমি বার বার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছ অথচ চুরি করতে আসছ! অবস্থা বেগতিক দেখে চোর বলল, আমাকে ক্ষমা করে দাও। আমি তোমাকে এমন কিছু কথা শিখাব, যার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা তোমাকে কল্যাণ দান করবেন। আমি বললাম, সেগুলো কী? তখন সে বলল, যখন তুমি ঘুমাতে যাবে, তখন আয়াতুল কুরসি পড়ে ঘুমাবে, তাহলে আল্লাহ তা'আলা তোমার জন্য একজন পাহারাদার নিযুক্ত করবেন, যিনি তোমার সঙ্গে থাকবেন। আর কোনো শয়তান সকাল পর্যন্ত তোমার কাছে আসতে পারবে না। এটা শুনে আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তাকে ছেড়ে দিলেন।

পরদিন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আবারও অপরাধীর কথা জানতে চাইলে, তিনি রাতের ঘটনা খুলে বললেন। তখন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, যদিও সে চরম মিথ্যাবাদি তবে এবার সে সত্য বলেছে। এরপর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে বললেন, তুমি কি জানো, সে কে? আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, না। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আবূ হুরাইরাহ্‌কে বললেন, সে ছিল শয়তান।

মজার বিষয় কী জানো? যে শয়তান আমাদের ক্ষতি সাধনের জন্য সর্বক্ষণ ব্যতিব্যস্ত, সেই শয়তানই বিপদে পড়ে আমাদেরকে এমন কিছু শিক্ষা দিলো, যা আমলে নিলে শয়তানের সমূহ ক্ষতি থেকে বাঁচা যাবে। এজন্য আমরা পবিত্র কুরআনের আয়াত 'আয়াতুল কুরসী মুখস্থ করব এবং নিয়মিত পাঠ করে শয়তানের ক্ষতি থেকে বেঁচে থাকব।

[সহীহুল বুখারীর হাদীস অবলম্বনে]

জমঈয়ত সংবাদ

ময়মনসিংহ জেলা জমঈয়তের জেনারেল কমিটির সভা

গত ০৯ সেপ্টেম্বর শনিবার ময়মনসিংহ শহরে অবস্থিত ডি.এইচ. কামিল মাদ্‌রাসা মিলনায়তনে ময়মনসিংহ জেলা জমঈয়তের জেনারেল কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। জেলা সভাপতি অধ্যক্ষ (অব.) শাইখ আতাউর রহমানের সভাপতিত্বে ও সেক্রেটারি শাইখ খোরশেদ আলম মাদানীর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত এ সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের সহ-সভাপতি প্রফেসর ড. আহমাদুল্লাহ ত্রিশালী। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় জমঈয়তের সিনিয়র যুগ্ম সেক্রেটারি জেনারেল ও সাপ্তাহিক আরাফাত-এর সম্পাদক শাইখ আবু আদেল মুহাম্মাদ হারুন হুসাইন এবং নির্বাহী কমিটির সদস্য ও সাবেক সাংগঠনিক সেক্রেটারি অধ্যাপক মুহাম্মাদ আসাদুল ইসলাম। সাংগঠনিক প্রতিবেদন পেশ করেন জেলা জমঈয়তের সাংগঠনিক সেক্রেটারি শাইখ আব্দুর রহমান মাদানী। জেলা জমঈয়তের জেনারেল কমিটির সদস্যবর্গের স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতিতে সুন্দর ও সফলভাবে সভা সমাপ্ত হয়।

কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ সাংগঠনিক কাজে গতি সঞ্চার করতে দিক-নির্দেশনামূলক বক্তব্য প্রদান করেন।

সিরাজগঞ্জে নতুন আহলে হাদীস মসজিদের উদ্বোধন

সিরাজগঞ্জ জেলার তাড়াশ এলাকার ধানকুঠি গ্রামের কতিপয় মুসল্লী কুরআন ও সহীহ হাদীস মোতাবেক জীবন গড়ার প্রত্যয় নিলে স্থানীয় সংসদ সদস্য ও মুসল্লীদের সহযোগিতায় একটি আহলে হাদীস মসজিদ নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। সে লক্ষ্যে গত ২২ সেপ্টেম্বর ধানকুঠি গ্রামের মৃত আলহাজ্জ আবুল কাসেম (রাহিমাহুল্লাহ)-এর দানকৃত জমিতে মসজিদ নির্মাণ কাজের শুভ উদ্বোধন করেন স্থানীয় সংসদ সদস্য (সিরাজগঞ্জ-৩) ডা. আব্দুল আজিজ এমপি। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা চেয়ারম্যান অধ্যক্ষ মনিরুজ্জামান মনি, ভাইস চেয়ারম্যান আনোয়ার হোসেন খান, স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যান হাবিলুর রহমান হাবিব প্রমুখ।

সিরাজগঞ্জ জেলা জমঈয়ত নেতৃবৃন্দের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সহ-সভাপতি মাওলানা দাউদ হোসেন, সেক্রেটারি শাইখ আব্দুল খাবীর মাদানী, সহকারী সেক্রেটারি মাওলানা বেলাল হোসাইন, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা আব্দুল হাকীম, তাড়াশ এলাকা জমঈয়তের সেক্রেটারি মাওলানা আব্দুল গফফার, জেলা জমঈয়ত সদস্য মুহাম্মদ মুসলিম এবং স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।

ডা. আব্দুল আজিজ এমপি বলেন, মসজিদ আল্লাহর ঘর। অতএব দলমত নির্বিশেষে সকল মুসলিমকে এ কাজের সহযোগিতায় এগিয়ে আসতে হবে। তিনি সকলকে নির্মাণ কাজে সহযোগিতার আহ্বান জানিয়ে তার পক্ষ থেকেও সার্বিক সহযোগিতা প্রদানের আশ্বাস ব্যক্ত করেন।

কবিতা

গতি

মোল্লা মাজেদ*

জীবন তো গতিময় গতি ধরে চলবেই
সঠিক জীবনবোধে মিথ্যেকে দলবেই।
সুখে দুখে গড়া মন
আজব এ ত্রিভুবন
সব ফেলে সৎজন হক কথা বলবেই
সঠিক জীবনবোধে মিথ্যেকে দলবেই।

গতিময় সবকিছু নিজ পথে ঘুরবে
ফাঁকা পুরো স্থান বায়ু এসে জুড়বে।
বায়ু ভরে পাখি ওড়ে
বাতাসে জীবন ধরে
হুংকারী হিন্দোলে বিশ্বটা টল্‌বেই
গতিময় সবকিছু গতি ধরে চলবেই।

ন্যায়ের আলোক জ্বেলে দেখে চলো চোক্ষে
নেই ভয় নিশ্চয় হবে শেষ রোক্ষে।
রোপিয়ে ফলদ তরু
হটালে খাতক গরু
সুমিষ্ট ফল তাতে আলবৎ ফলবেই
গতিময় সবকিছু চলছে তো চলবেই। ⌘

** রঘুনাথপুর, পাংশা, রাজবাড়ি-৭৭২০।*

স্বাস্থ্য-সচেতনতা

শিশুর বিকাশে ইলেকট্রনিক ডিভাইসের প্রভাব

আজকাল নিউক্লিয়ার ফ্যামিলির বেশিরভাগ পরিবারে শিশুদের হাতে এই যন্ত্র দিয়ে অভিভাবকরা নিজেদের কর্ম সম্পাদন করে থাকেন। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায়, শিশুকে খাওয়ানোর সময় ডিভাইসটি ব্যবহার করা হয়। এতে একসময় তাদের মধ্যে এটা একটা অভ্যাসে পরিণত হয়, যেন এই যন্ত্র ছাড়া শিশুকে খাওয়ানো সম্ভবই না। এছাড়া অনেক দিন ধরে মোবাইল ফোন ব্যবহার করলে তাদের কারো কারো মধ্যে স্ক্রিন ডিপেনডেন্সি ডিস-অর্ডারস (এসডিডি) হতে পারে।

স্ক্রিন ডিপেনডেন্সি ডিস-অর্ডারসে শিশুদের মধ্যে কিছু শারীরিক ও মানসিক সমস্যা পরিলক্ষিত হয়। শারীরিক সমস্যাগুলো হলো– ঘুমের অসুবিধা, পিঠ বা কোমরে ব্যথা, মাথাব্যথা, চোখের জ্যোতি কমে যাওয়া, ওজন বেড়ে যাওয়া, পুষ্টিহীনতা ইত্যাদি। শারীরিক অসুবিধা ছাড়াও কারো কারো মধ্যে ইমোশনাল উপসর্গ, যেমন- উদ্বিগ্নতা, অসততা, একাকিত্বতা, দোষী বোধ ইত্যাদি হতে পারে। তাদের মধ্যে বাইরে যাওয়ার প্রবণতা কমে যায় এবং দীর্ঘ সময় ধরে মোবাইল ফোন ব্যবহারের ফলে তাদের মধ্যে বিভিন্ন রকম মানসিক সমস্যা দেখা দেয়।

অধ্যাপক ডা. এরিখ সিগম্যান তাঁর গবেষণায় বলেছেন যে, অনেক সময় হঠাৎ করে এই মোবাইল ডিভাইস তুলে নিলে তাদের মধ্যে উইথড্রয়াল সিম্পটমস আসতে পারে। ফলে তারা মোবাইল থেকে সহজেই বিরত থাকতে পারে না বা মোবাইল সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করতে পারে না।

মোবাইল ফোন সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করে দুই থেকে পাঁচ বছরের শিশুরা। একটি শিশুর মস্তিষ্কের বিকাশের উপযুক্ত সময় প্রথম পাঁচ বছর।

মস্তিষ্কের স্বাভাবিক বিকাশ হলো শিশুর ক্রমে ক্রমে এক থেকে পাঁচ বছরের মধ্যে শিশুর কথা বলতে শেখা, হাঁটাচলা শেখা এবং স্বাভাবিক বুদ্ধির বিকাশ হওয়া। আর এই সময় শিশুর একদিকে দীর্ঘ সময়ে মোবাইল গেম খেলা, ইউটিউব দেখা; অন্যদিকে স্বাভাবিক উদ্দীপনামূলক খেলাধুলা না করায় শিশুর স্নায়বিক বিকাশ ভীষণভাবে ব্যাহত হয়। শিশুর মস্তিষ্কের বিকাশ নির্ভর করে পরিবেশ ও অন্য শিশুদের সঙ্গে শিশুর ভাবের আদান-প্রদানের ওপর। বলা হয়, শিশু শেখে দেখতে দেখতে এবং অন্যদের সঙ্গে খেলতে খেলতে।

অধিক সময় শিশু মোবাইল ডিভাইসের সংস্পর্শে থাকায় মা-বাবার সঙ্গে শিশুর সামাজিক যোগাযোগ এবং সমবয়সি শিশুর সঙ্গে খেলাধুলা-মেলামেশা একেবারেই কমে যায়।

এ ক্ষেত্রে গবেষকরা শিশুর বিকাশের প্রারম্ভে অত্যধিক মোবাইল ব্যবহার শিশুর মস্তিষ্কের গঠনপ্রকৃতির ভিন্নতার কথাও উল্লেখ করেছেন।

বিজ্ঞানী ডি এস্কিসটাকিস বলেছেন, শিশু অবস্থায় অতিমাত্রায় মোবাইল ফোন এবং টিভি দেখা শিশুদের মধ্যে পরবর্তী সময়ে অতিমাত্রায় চঞ্চলতা দেখা দিতে পারে। বিজ্ঞানী ডি এ থমসন বলেছেন, অতিমাত্রায় মোবাইল, টেলিভিশনে আসক্তি এবং ঘুমের সময় কমে যাওয়া শিশুদের বিকাশের বড় বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে।

আমেরিকান একাডেমি অব পেডিয়াট্রিকস ও টেলিভিশন কমিটি শিশুদের ইলেকট্রনিক মিডিয়া ব্যবহারের ক্ষেত্রে সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।

- দুই থেকে পাঁচ বছর বয়সের শিশুরা সারা দিনে এক-দুই ঘণ্টা স্ক্রিন দেখতে পারবে, কিন্তু সেটি অবশ্যই মানসম্মত অনুষ্ঠান হতে হবে।
- দুই বছরের কম বয়সি শিশুদের হাতে মোবাইল দেওয়া অনুৎসাহিত করা হয়েছে।
- শিশুদের বেডরুম থেকে টেলিভিশন সরিয়ে ফেলতে বলা হয়েছে।

তারা শিশু বিকাশের ক্ষেত্রে কিছু উদ্দীপনাকে উৎসাহ প্রদান করছেন, যেমন- শিশুর সঙ্গে কথা বলা, গল্প করা, ছড়া বলা, গান করা ইত্যাদি।

শিশুদের মোবাইল ডিভাইস ব্যবহার প্রতিরোধে অভিভাবকের করণীয় :

- মা-বাবার সচেতন হওয়াটাই শিশুর মোবাইল ব্যবহার কমাতে পারে।
- শিশুদের মোবাইল বাদ দিয়ে বই পড়ার প্রতি আগ্রহ বাড়াতে হবে।
- সৃজনশীল কাজে উদ্বুদ্ধ করতে হবে, যেমন- ছবি আঁকা, গল্প করা, গান করা, পাজল খেলা, লুডু খেলা ইত্যাদি।
- মা-বাবাকে সম্ভব হলে শিশুদের সঙ্গে এসব খেলায় অংশগ্রহণও শিশুর মোবাইল ব্যবহার কমাতে পারে।

শিশুর অতিমাত্রায় ইলেকট্রনিক ডিভাইস ব্যবহারের প্রভাব :

- শিশুর সামাজিক যোগাযোগ ও শারীরিক কসরত কমে যাওয়া, আচরণগত অসুবিধা, অসামাজিকতা, অতিচঞ্চলতা ও হিংসাত্মক আচরণ।

♦ শিশুর স্বাভাবিক স্নায়ুবিক বিকাশ কমে যাওয়া।

♦ শিশুর বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সমস্যা, যেমন- চক্ষু সমস্যা, মাথাব্যথা ইত্যাদি। *[সূত্র : কালের কণ্ঠ অন-লাইন]*

অ্যান্টিবায়োটিকের কাজ করে যেসব প্রাকৃতিক উপাদান

ব্যাকটেরিয়ার কারণে হওয়া সংক্রমণ দূর করতে অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার করা হয়। অ্যান্টিবায়োটিক সংক্রমণের বৃদ্ধি কমিয়ে দেয় বা বন্ধ করে দেয়। ব্যাকটেরিয়া দিয়ে সংক্রমিত হলে চিকিৎসকরা আমাদের অ্যান্টিবায়োটিক দেন। তবে কিছু প্রাকৃতিক উপাদানও রয়েছে, যেগুলো অ্যান্টিবায়োটিকের কাজ করে। এই ভেষজ উপাদানগুলো রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়।

বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিয়ে জীবনধারাবিষয়ক ওয়েবসাইট বোল্ডস্কাই জানিয়েছে এসব প্রাকৃতিক উপাদানগুলোর কথা।

১. হলুদ : হলুদের মধ্যে রয়েছে অ্যান্টিবায়োটিক উপাদান। এগুলো ব্যাকটেরিয়া প্রতিরোধ করতে কাজ করে এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়। এটি ব্যাকটেরিয়ার কারণে হওয়া সংক্রমণ প্রতিরোধেও কাজ করে।

২. আদা : আদা বিভিন্ন ধরনের ব্যাকটেরিয়ার কারণে হওয়া সংক্রমণ প্রতিরোধ করে। শ্বাসতন্ত্রের সমস্যা প্রতিরোধে আদা খুব ভালো ঘরোয়া উপাদান।

৩. নিম : নিমের মধ্যে রয়েছে অ্যান্টিবায়োটিক উপাদান। এটি ব্রণ তৈরির ব্যাকটেরিয়াগুলোর সঙ্গে লড়াই করে, মুখগহ্বরের সংক্রমণের সঙ্গে লড়াই করে, ক্ষয় ও মাড়ির রোগ প্রতিরোধ করে।

৪. মধু : মধুও আরেকটি চমৎকার অ্যান্টিবায়োটিক। এর মধ্যে রয়েছে অ্যান্টিসেপটিক ও অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল উপাদান। এটি ব্যাকটেরিয়া উৎপন্ন হওয়াকে ব্যাহত করে।

৫. জলপাইয়ের তেল : জলপাইয়ের তেলও ব্যাকটেরিয়ার কারণে হওয়া সংক্রমণ প্রতিরোধ করে। এর মধ্যে রয়েছে অ্যান্টিফাঙ্গাল ও অ্যান্টিভাইরাল উপাদান। এগুলো ত্বকের সংক্রমণ কমায়।

হরমোনের ভারসাম্য রক্ষায় করণীয়

হরমোন আমাদের সামগ্রিক স্বাস্থ্যকে প্রভাবিত করে। হরমোন আমাদের শরীরকে বলে কী করতে হবে এবং কী করতে হবে না। তাই জীবন ও স্বাস্থ্যের জন্য হরমোন অপরিহার্য। হরমোনের ভারসাম্যহীনতা শরীরের বিভিন্ন কার্যাবলির ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে। বিভিন্ন কারণে এর ভারসাম্যহীনতা তৈরি হতে পারে। অস্বাস্থ্যকর জীবনধারা, আলো-বাতাসে না যাওয়া, শারীরিকভাবে সক্রিয় না থাকা, অস্বাস্থ্যকর খাবার খাওয়া ইত্যাদির ফলে হরমোনের ভারসাম্যহীনতা দেখা দেয়।

কিছু সহজ উপায়ের মাধ্যমে হরমোনের ভারসাম্য ঠিক রাখা যায় :

১. ঘি, বাদাম, বীজ হরমোন ঠিক রাখতে সাহায্য করে। তাই এগুলো নিয়মিত খেতে হবে। বাদামে থাকে লিনোলেইক এসিড ও স্বাস্থ্যকর ফ্যাট, যা হরমোন বৃদ্ধি করে।

২. প্রতিদিনের খাবারে পর্যাপ্ত পরিমাণ প্রোটিন থাকতে হবে। প্রোটিন স্বাস্থ্যকর হরমোনের দেখভাল করে। ডিম, ডাল, সয়া, পনির, দইয়ে প্রোটিন আছে। তাই এই খাবারগুলো প্রতিদিনের খাবারের তালিকায় রাখতে হবে।

৩. সকালে উঠেই চা-কফি পানের অভ্যাস ত্যাগ করতে হবে। অতিরিক্ত ক্যাফেইন শরীরের জন্য ভালো নয়। সকালে খালি পেটে চা-কফি পান করলে শরীরে অতিরিক্ত ইনসুলিন তৈরি হয়। যা হরমোনের ভারসাম্যহীনতা তৈরি করে। তবে হারবাল উপাদান হরমোনের ভারসাম্য ঠিক রাখতে সাহায্য করে।

৪. তিলবীজ, কুমড়ার বীজ, সূর্যমুখীর বীজ খনিজসমৃদ্ধ হয়, যা হরমোনের কার্যকারিতার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ ছাড়া উচ্চ আঁশযুক্ত ফলমূল খেতে হবে। যেমন- কলা, আপেল, স্ট্রবেরি। রঙিন শাকসবজিও হরমোনের ভারসাম্য রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ।

৫. রাতের খাবার দ্রুত খেতে হবে। কারণ রাতে শরীরে হরমোন উৎপাদনের আদর্শ সময়। রাতের খাবার দেরি করে খেলে শরীরে হরমোন উৎপাদন ব্যাহত হতে পারে।

[সূত্র : হিন্দুস্তান টাইমস; কালের কণ্ঠ অন-লাইন]

বিবদমান দু'জনের মাঝে মীমাংসার প্রতিদান জান্নাত

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু 'আন্হু) থেকে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, প্রতি (সপ্তাহ) সোম ও বৃহস্পতিবার জান্নাতের দরজাসমূহ উন্মুক্ত রাখা হয়। যে আল্লাহ তা'আলার সাথে শির্ক করে না, এমন প্রত্যেক বান্দাকে ক্ষমা করে দেয়া হয়– তবে ঐ ব্যক্তি ব্যতীত যার সাথে তার ভাইয়ের দুশ্মনী, মনোমালিন্য ও বিবাদ রয়েছে। (আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে) বলা হয়– তারা উভয়ে আপোষ-মীমাংসা করে নিক। তারা উভয়ে আপোষ-মীমাংসা করে নিক। তারা উভয়ে আপোষ-মীমাংসা করে নিক। *সহীহ মুসলিম- মা: শা:, হা: ৩৫/২৫৬৫*

الفتاوى و المسائل ❖ ফাতাওয়া ও মাসায়িল

জিজ্ঞাসা ও জবাব

ফাতাওয়া বোর্ড, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : আর তোমরা দ্বীনের মধ্যে নতুন সংযোজন করা হতে সাবধান থেকো। নিশ্চয়ই (দ্বীনের মধ্যে) প্রত্যেক নতুন সংযোজন বিদ্‘আত, প্রত্যেকটি বিদ্‘আতই ভ্রষ্টতা, আর প্রত্যেক ভ্রষ্টতার পরিণাম জাহান্নাম।

(সুনান আন্ নাসায়ী- হা. ১৫৭৮, সহীহ)

জিজ্ঞাসা (০১) : ***আদম (আলাইহিস সালাম) মাটির সৃষ্টি, আমরা আলাক থেকে সৃষ্টি কিন্তু ‘ঈসা (আলাইহিস সালাম)-এর সৃষ্টির উপাদান কী?***

পারভেজ আহমাদ
কোটচাঁদপুর, ঝিনাইদহ।

জবাব : ‘ঈসা (আলাইহিস সালাম)-এর সৃষ্টি সম্পর্কে আল্লাহ বলেন :

﴿إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُوْنُ﴾

“‘ঈসা (আলাইহিস সালাম)-এর দৃষ্টান্ত আল্লাহর নিকট আদম (আলাইহিস সালাম)-এর ন্যায়, যাকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন অতঃপর বলেন : হও, হয়ে গেছে।” *(সূরা আ-লি ‘ইমরান : ৫৯)* ইমাম ইবনু কাসীর (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, আদমের ন্যায় অর্থাৎ- আদমকে যেমন বাবা-মা ছাড়াই সৃষ্টি করেছেন। ‘ঈসা (আলাইহিস সালাম)-কেও তেমন বাবা ছাড়াই সৃষ্টি করেছেন। *(তাফসীর ইবনু কাসীর- ২/৪৯)* ‘ঈসা (আলাইহিস সালাম)-এর সৃষ্টি সম্পর্কে ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহ্ (রাহিমাহুল্লাহ) দীর্ঘ আলোচনার পর বলেন, ‘ঈসা মাসীহ (আলাইহিস সালাম)-এর ব্যাপারে বলা হয়, তাকে মারইয়াম জন্ম দান করেছেন, মূলত দুই মৌলিক উপাদান হতে তাঁর জন্ম। (১) মারইয়াম (আলাইহিস সালাম), (২) জিবরাঈলের ফুৎকার যা মারইয়ামকে দিয়েছিলেন। আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

﴿فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا ○ قَالَتْ إِنِّي أَعُوْذُ بِالرَّحْمٰنِ مِنكَ إِن كُنتَ تَقِيًّا ○ قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُوْلُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا ○ قَالَتْ أَنَّى يَكُوْنُ لِيْ غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِيْ بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا ○ قَالَ كَذٰلِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِّنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَّقْضِيًّا ○ فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا﴾

“অতঃপর আমি তার নিকট আমার রূহ্‌কে (জিবরাঈলকে) পাঠালাম, সে তার নিকট পূর্ণ মানবাকৃতিতে আত্মপ্রকাশ করল। মারইয়াম বলল : তুমি যদি (আল্লাহকে) ভয় করো তাহলে আমি তোমা হতে দয়াময়ের কাছে আশ্রয় চাচ্ছি। সে বলল : আমিতো শুধু তোমার রব্ব হতে প্রেরিত, তোমাকে এক পবিত্র পুত্র দান করার (সুসংবাদ জানানোর) জন্য। মারইয়াম বলল, কেমন করে আমার পুত্র হবে যখন আমাকে কোনো পুরুষ স্পর্শ করেনি এবং আমি ব্যভিচারিণীও নই। সে বলল, এরূপই হবে; তোমার রব্ব বলেছেন– এটা আমার জন্য সহজ সাধ্য এবং তাকে আমি এ জন্য সৃষ্টি করব যেন সে হয় মানুষের জন্য এক নিদর্শন এবং আমার নিকট হতে এক অনুগ্রহ; এটাতো এক স্থিরীকৃত ব্যাপার। অতঃপর সে গর্ভে সন্তান ধারণ করল এবং ঐ অবস্থায় এক দূরবর্তী স্থানে চলে গেল।” *(সূরা মারইয়াম : ১৭-২২)* মারইয়াম (আলাইহিস সালাম) মূলত জিবরাঈল (আলাইহিস সালাম)-এর ফুঁৎকারে ‘ঈসাকে গর্ভে ধারন করেন। অতঃপর অন্যান্য আদম সন্তানের ন্যায় ফুঁৎকারের মাধ্যমে রূহ্ বা জীবন দান করা হয়। এখানে মূলত গর্ভ ধারণের ফুঁৎকার এবং জীবন দানের ফুৎকার-এর মাঝে পার্থক্য রয়েছে। *(মাজমু‘ ফাতাওয়া- ৫/২৭১)* অতএব বলা যেতে পারে জিবরাঈল (আলাইহিস সালাম)-এর ফুঁৎকারের পর অন্য আদম সন্তানকে যেভাবে আল্লাহ তা‘আলা মায়ের গর্ভে সৃষ্টি করেন, ‘ঈসা (আলাইহিস সালাম)-কে সেভাবেই আল্লাহ তা‘আলা বাবা ছাড়াই সৃষ্টি করেছেন। –ওয়াল্লাহু আ‘লাম

জিজ্ঞাসা (০২) : ***ইবলিস কি জিন্ জাতির অন্তর্ভুক্ত? মানুষের আদি পিতা যেমন- আদম (আলাইহিস সালাম) তদ্রূপ জিন্ জাতির আদি পিতা কে?***

জি. মুক্তাদির
ফুলছড়ি, গাইবান্ধা।

জবাব : হ্যাঁ, অবশ্যই ইবলিস জিন্ জাতির অন্তর্ভুক্ত। সে কখনোও ফেরেশ্তাদের মধ্যে ছিল না। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ﴾

"আর যখন আমি ফেরেশ্তাদের বলে ছিলাম, তোমরা আমাকে সাজদাহ্ করো। অতঃপর তারা সাজদাহ্ করল, ইবলিস ছাড়া। সে ছিল জিন্দের একজন। সে তার রবের নির্দেশ অমান্য করল।" ***(সূরা আল কাহ্ফ : ৫০)*** ফেরেশ্তারা সদা মহান আল্লাহর আনুগত্যশীল বান্দা ছিলেন। তারা কখনও মহান আল্লাহর অবাধ্য হননি। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿لَا يَعْصُونَ اللهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾

"তারা আল্লাহর আদেশের অবাধ্য হয়নি; বরং যা নির্দেশিত হয়েছে তাই পালন করেছেন।" ***(সূরা আত্ তাহরীম : ৬)*** অপরপক্ষে ইবলিস বড় অবাধ্য ছিল। সুতরাং সে কখনও ফেরেশ্তাদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে না। আর জিন্ জাতির আদি পিতা কে এ বিষয়ে কুরআন ও সহীহ হাদীসে স্পষ্ট কিছু পাওয়া যায় না। তবে অনেকেই বলেছেন জিন্ জাতির আদি পিতা হলো ইবলীস। ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহ্ (রাহিমাহুল্লাহ) এমনটি বলেছেন। ***(মাজমূ' ফাতাওয়া- ৪/২৩৫, ৩৪৬ পৃ.)*** শাইখ ইবনু বায (রাহিমাহুল্লাহ) এরূপ বলেছেন। ***(মাজমূ' ফাতাওয়া ইবনু বায- ৯/৩৭০-৩৭১)***। –ওয়াল্লা-হু আ'লাম।

জিজ্ঞাসা (০৩) : মেয়ে শিশুকে পুতুল কিনে দিতে শরিয়তে কোনো বাধা আছে কি?

মুমতাহিনা নিশি
ডেমরা, ঢাকা।

জবাব : এ জাতীয় পুতুল খেলনা বৈধ কি-না এ বিষয়ে কিছু মতামত পরিলক্ষিত হয়। কেউ বৈধ বলেন, আবার কেউ অবৈধ বলেন। শাইখ ইবনু বায (রাহিমাহুল্লাহ) বেশ কিছু দলিল উল্লেখ করে বৈধ না হওয়াকে প্রাধান্য দিয়েছেন এবং বলেছেন, মুসলিম ব্যক্তির এমন সংশয়পূর্ণ বিষয় হতে বিরত থাকা উচিত। কারণ এটা নিষিদ্ধ বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। অথচ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন :

مَنِ اتَّقَى الْمُشَبَّهَاتِ فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِيْنِهِ.

"যে ব্যক্তি সংশয়পূর্ণ বিষয় হতে বিরত থাকে সে তার দ্বীন ও সম্মানকে পরিচ্ছন্ন রাখে।" ***(সহীহুল বুখারী- হা. ৫২)*** সুতরাং শিশু কন্যার জন্য সৃষ্টি জীবের আকৃতি বিশিষ্ট পুতুল ক্রয় করা উচিত নয়। –ওয়াল্লাহু আ'লাম

জিজ্ঞাসা (০৪) : পৃথিবীতে এক সাথে কিন্তু বিভিন্ন প্রান্তে শত সহস্র মানুষ মৃত্যুবরণ করে। মালাকুল মউত কীভাবে শত সহস্র মানুষের একসাথে জান কবজ করেন?

আহসান আব্দুল্লাহ
কাশিপুর, ঠাকুরগাঁও।

জবাব : সকল মানুষের জান কবজের জন্য মূলত দায়িত্বপ্রাপ্ত হলেন একজন ফেরেশ্তা, যাকে বলা হয় মালুকুল মাউত। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ﴾

"বলো : তোমাদের জন্য নিযুক্ত মৃত্যুর ফেরেশ্তা তোমাদের প্রাণ হরণ করবে। অবশেষে তোমরা তোমাদের রবের নিকট প্রত্যাবর্তীত হবে।" ***(সূরা আস্ সাজদাহ্ : ১১)*** আর সর্বত্র সকল মানুষের জান কবজ করার জন্য মালাকুল মাউতের অসংখ্য সহযোগী রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ﴾

"যারা স্বীয় জীবনের প্রতি অত্যাচার করেছিল, ফেরেশ্তাগণ তাদের প্রাণ হরণ করে বলে, তোমরা কি অবস্থায় ছিলে?" ***(সূরা আন্ নিসা : ৯৭)*** এ মর্মে আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন :

﴿حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ﴾

"এমনকি যখন তোমাদের কারও মৃত্যু সময় উপস্থিত হয় তখন আমার প্রেরিত দূতগণ তার প্রাণ হরণ করে নেয়, এ ব্যাপারে তারা বিন্দুমাত্র ত্রুটি করে না।" ***(সূরা আল আন'আম : ৬১)*** এরূপ আরো অনেক আয়াত ও হাদীস রয়েছে, যাতে প্রমাণিত হয় মালাকুল মাউত-এর অনেক সহযোগী রয়েছেন- যারা বিশ্বব্যাপী সর্বত্র জান কবজের দায়িত্ব পালন করেন। –ওয়াল্লাহু আ'লাম

জিজ্ঞাসা (০৫) : ***ইউসুফ (আলাইহিস সালাম), দাঊদ (আলাইহিস সালাম) এবং আমাদের নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তিনজনের মধ্যে কে সর্বাধিক সুন্দর ছিলেন?***

আব্দুল্লাহ সাকিন
চাটখিল, নোয়াখালী।

জবাব : প্রথম কথা হলো– এরূপ প্রশ্নের মাধ্যমে যদি উত্তম চিহ্নিত করে অন্যদের ছোট করে দেখা হয়, তাহলে এমন কাজ কখনও বৈধ নয়; বরং বড় অন্যায় বলে গণ্য হবে। দ্বিতীয় কথা হলো– সহীহ হাদীসে এসেছে– নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন :

أَنَّهُ أُعْطِيَ شَطْرَ الْحُسْنِ.

ইউসুফ (আলাইহিস সালাম)-কে অর্ধেক সৌন্দর্য দেয়া হয়েছে। এ হাদীস বিশ্লেষনে ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহ্ (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন :

فَلَمْ يَكُنْ بِذٰلِكَ أَفْضَلَ مِنْ غَيْرِهِ، بَلْ غَيْرُهُ أَفْضَلُ مِنْهُ، كَإِبْرَاهِيمَ، وَإِسْمَاعِيلَ، وَإِسْحَاقَ، وَيَعْقُوبَ، وَمُوسٰى، وَعِيسَى، وَمُحَمَّدٍ، صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِيْنَ.

...এ কারণে তিনি (ইউসুফ) অন্যের চেয়ে অধিক মর্যাদাবান নন; বরং অন্যজন তার চেয়ে অনেক মর্যাদাবান, যেমন- ইব্রাহীম, ইসমা'ঈল, ইসহাক, ইয়াকূব, মূসা, 'ঈসা ও মুহাম্মদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)...। ***(মিনহাজুস্ সুন্নাহ- ৫/৩১৮ পৃ., মা. শা., ৫/৩১৭)*** এজন্য অনেক গবেষক বলেন : আমাদের নবী মুহাম্মদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সকল নবীর চেয়ে অধিক মর্যাদাবান এবং সমগ্র মানুষের চেয়ে অধিক সুন্দর ও উত্তম। দলিল :

قَالَ : سَمِعْتُ الْبَرَاءَ، يَقُوْلُ : كَانَ رَسُوْلُ اللهِ (ﷺ) : «أَحْسَنَ النَّاسِ وَجْهًا وَأَحْسَنَهُ خَلْقًا، لَيْسَ بِالطَّوِيْلِ الْبَائِنِ، وَلَا بِالْقَصِيْرِ.

সাহাবী বারা ইবনু 'আযিব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ছিলেন সমগ্র মানুষের চেয়ে অধিক সুন্দর চেহারা ও অবয়বের। তিনি অধিক লম্বাও ছিলেন না আবার খাটোও ছিলেন না। ***(সহীহুল বুখারী- হা. ৩৫৪৯; সহীহ মুসলিম- হা. ২৩৩৭)*** –ওয়াল্লাহু আ'লাম

জিজ্ঞাসা (০৬) : ***বাংলাদেশে মানব রচিত আইনের প্রচলন। এই প্রচলিত আইনে ওকালতি পেশা আমার জন্য বৈধ হবে কি? কেননা আমি আইন নিয়ে পড়াশোনা করছি।***

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক

জবাব : আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُوْنَ﴾

"আর যা আল্লাহর বিধান অনুযায়ী ফায়সালা করে না তারা কাফির।" ***(সূরা আল মায়িদাহ্ : ৪৪)*** একই সূরার ৪৫ নং আয়াতে বলা হয়েছে– তারা যালিম, আবার ৪৭ নং আয়াতে বলা হয়েছে– তারা ফাসিক্ব। সর্বোপরি আমরা যদিও সরাসরি কাউকে কাফির বলে হুকুমে দিব না, তবুও একজন আল্লাহ ভীরু মুসলিমকে মনে রাখতে হবে যে, সে যেন যালিম বা ফাসিক্বের কাজটা বেছে না নেয়। হয়তবা কেউ বলবে– দেশ-জাতির প্রয়োজনে করতে হবে। আমরা বলব রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন :

فَمَنِ اتَّقَى الْمُشَبَّهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِيْنِهِ وَعِرْضِهِ.

"যে ব্যক্তি সংশয়পূর্ণ কর্ম হতে বেঁচে থাকে, সে যেন নিজের দ্বীন ও সম্মানকে পরিচ্ছন্ন রাখে।" ***(সহীহুল বুখারী- হা. ৫২)***। অতএব সকলের কর্তব্য হলো- দ্বীন ও সম্মানকে পরিচ্ছন্ন রাখা। –ওয়াল্লাহু আ'লাম

জিজ্ঞাসা (০৭) : ***সুদখোর, ঘুষখোর কিংবা হারাম ইনকামের সাথে জড়িত ব্যক্তির দান মসজিদ গ্রহণ করতে পারবে কি?***

কামাল উদ্দীন
ডোমার, নীলফামারী।

জবাব : মসজিদ পবিত্র জায়গা। সেখানে পবিত্র সম্পদই দান করা উচিত। কারণ আল্লাহ তা'আলা পবিত্র ছাড়া কবুল করেন না। রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন : "আল্লাহ তা'আলা পবিত্র। আর পবিত্র ছাড়া তিনি কবুল করেন না।" ***(সহীহ মুসলিম- হা. ১০১৫)*** সুদ, ঘুস ও হারাম উপার্জন পবিত্র নয়। অতএব এমন দান মসজিদে করাও উচিত নয় এবং গ্রহণ করাও ঠিক নয়। তবে কোনো ব্যক্তি যদি তার হালাল উপার্জন হতে দান করে যা হারাম উপার্জনে সম্পৃক্ত নয়। তা গ্রহণে অসুবিধা নেই। –ওয়াল্লাহু আ'লাম

জিজ্ঞাসা (০৮) : ***"নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এই উম্মতের রূহানী পিতা"- একথার সত্যতা জানিয়ে বাধিত করবেন।***

হেলাল উদ্দীন
ডোমার, নীলফামারী।

জবাব : নবী মুহাম্মদ (ﷺ) উম্মাতের বিশেষ করে কোনো পুরুষের জন্মদাতা পিতা নন। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّيْنَ﴾

"মুহাম্মদ তোমাদের কোনো পুরুষের পিতা নয়, তবে তিনি আল্লাহর রাসূল এবং সর্বশেষ নবী।" *(সূরা আল আহ্যা-ব : ৪০)*। তবে নবী (ﷺ) মর্যাদা, সম্মান, শিক্ষাদান এবং আনুগত্য ও শ্রদ্ধার পাত্র হিসেবে পিতৃতুল্য। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন :

إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ بِمَنْزِلَةِ الْوَالِدِ، أُعَلِّمُكُمْ...

"আমি তোমাদের পিতৃতুল্য, তোমাদেরকে শিক্ষা দেই...।" *(সুনান আবূ দাঊদ- হা. ৮, হাসান; সুনান আন্ নাসায়ী- হা. ৪০, হাসান সহীহ; সুনান ইবনু মাজাহ্- হা. ৩১৩, হাসান সহীহ)* কিন্তু তিনি এ উম্মতের রুহানী পিতা- এরূপ কথা আমাদের জানা মতে কুরআন-সুন্নাহয় বিশুদ্ধভাবে এমন বর্ণনায় আসেনি; বরং এমন পরিভাষা শী'য়াহ ও সুফীদের। অতএব এরূপ পরিভাষা বর্জন করে কুরআন-সুন্নাহ-এ সীমাবদ্ধ থাকা উচিত। –ওয়াল্লাহু আ'লাম

জিজ্ঞাসা (০৯) : একজন বক্তা বলেছেন– দুরূদে ইব্রাহীম বলা বিদআত। বলতে হবে দরূদে মুহাম্মদ। তিনি কি সঠিক বলেছেন?

আরাফাত মণ্ডল
মুজিবনগর, মেহেরপুর।

জবাব : বক্তার কথা সঠিক নয়। কারণ সালাতের শেষ বৈঠকে যে দরূদে পড়া হয়, তাতে ইব্রাহীম (আলাইহিস সালাম)-এর কথা উল্লেখ রয়েছে। সে হিসেবে মানুষ দরূদে ইব্রাহীম বলে থাকে। অপরপক্ষে শুধু দরূদে মুহাম্মদ বলা হলে যে দুরুদে ইব্রাহীম (আলাইহিস সালাম)-এর উল্লেখ রয়েছে, তা বুঝা কঠিন হবে। অতএব দরূদে ইব্রাহীম বলাতে কোনো অসুবিধা নেই। –ওয়াল্লাহু আ'লাম।

জিজ্ঞাসা (১০) : উচ্চারণ দেখে কুরআন মাজিদ তিলাওয়াত করা যাবে কি? কেননা আমি আরবি পড়তে জানি না। আমার করণীয় কী?

হাসিব ইয়াসির
শিবগঞ্জ, বগুড়া।

জবাব : আরবী বর্ণের সঠিক উচ্চারণ অন্য ভাষায় সঠিকভাবে প্রকাশ করা সম্ভব হয় না। সুতরাং আপনাকে অবশ্যই কুরআন সঠিক উচ্চারণে শিক্ষা করতে হবে। পরিপূর্ণভাবে শিক্ষার্জনের চেষ্টা অব্যাহত রেখে সাময়িকভাবে বিকল্প সহযোগিতা নেয়া যেতে পারে। –ওয়াল্লাহু আ'লাম

জিজ্ঞাসা (১১) : ইসলামী ব্যাংকের ব্যবসা পদ্ধতি যেমন- বাই মুদরাবা, মুরাবাহা, মুশারাকা, সালাম, মুয়াজ্জাল ইত্যাদি। এ পদ্ধতিতে ইসলামী ব্যাংকের সেবা গ্রহণ করা যাবে কি?

ইসরাত জাহান
সাভার, ঢাকা।

জবাব : যদি যথাযথভাবে শরিয়তসম্মত পদ্ধতি বাস্তবায়ন হয়, তাহলে বৈধ হবে। আর যদি শুধু কাগজ কলমে নাম ব্যবহার হয়; যথাযথ বাস্তবায়ন না হয়, তাহলে বৈধ হবে না। –ওয়াল্লাহু আ'লাম

জিজ্ঞাসা (১২) : আমি শুনেছি, রাসূল (ﷺ) নিজের পিছনেও দেখতে পেতেন। এ কথার সত্যতা নিশ্চিত করে সংশয় দূর করবেন?

মইনুল হোসেন
লোহাগড়া, চট্টগ্রাম।

জবাব : সাহাবী আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন :

هَلْ تَرَوْنَ قِبْلَتِيْ هَا هُنَا، وَاللهِ مَا يَخْفَى عَلَيَّ رُكُوْعُكُمْ وَلَا خُشُوْعُكُمْ، وَإِنِّيْ لَأَرَاكُمْ وَرَاءَ ظَهْرِي.

"তোমরা কি মনে করছ এটা আমার কিবলা। আর আমি শুধু কিবলার দিকে তাকিয়ে আছি? আল্লাহর কসম! তোমাদের রুকূ' ও সালাতে বিনয়ী ভাব আমার কাছে গোপন নয়। আমি অবশ্যই তোমাদেরকে আমার পিছনেও দেখতে পাই। ***(সহীহুল বুখারী- হা. ৭৪১; সহীহ মুসলিম- হা. ৪২৪)*** সহীহ মুসলিমের অপর বর্ণনায় এসেছে– একদা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সালাত শেষে মুক্তাদী মুখী হয়ে বসে বললেন : "হে অমুক! তুমি কি তোমার সালাত সুন্দর করবে না? একজন মুসল্লী কি খেয়াল করবে না, সে কিভাবে সালাত আদায় করছে? সে তো নিজের জন্যই সালাত আদায় করছে। আল্লাহর কসম! আমি আমার পিছনে দেখতে পাই, যেমন আমার সম্মুখে দেখতে পাই।" ***(সহীহ মুসলিম- হা. ৪২৩)*** এছাড়াও আরো বিভিন্নভাবে হাদীসে স্পষ্ট বর্ণনা এসেছে। এতে কয়েকটি বিষয় প্রমাণিত হয় : (এক) তিনি সামনে যেমন দেখতেন,

সালাত অবস্থায় পিছনেও তেমন দেখতেন। তাঁর এ দেখা অধিকাংশ মনে করেন চাক্ষুস দেখা। (দুই) এটা মূলত নবী (ﷺ)-এর একটি মু'জিযা। (তিন) অবশ্য সালাতের বাইরে এভাবে দেখার কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। অতএব যেভাবে এবং যতটুকু নির্ভরযোগ্য প্রমাণ পাওয়া যায় ততটুকুই আমরা বিশ্বাস রাখব। *(শারহু মুসলিম- ইমাম নাওয়াবী, ৪/১৪৯; ফাতহুল বারী- ইমাম ইবনু হাজার, ১/৫১৪; শারহু রিয়াযুস্ সালেহীন- ইবনু উসাইমীন, ৫/১১৩)* –ওয়াল্লাহু আ'লাম

জিজ্ঞাসা (১৩) : ***আমি মাত্র ১ বার অথবা একদিন আমার এক প্রতিবেশী মায়ের দুধ পান করেছি। আমার প্রশ্ন হলো– তিনি কি আমার দুধ মা? তার সন্তান কি আমার জন্য হারাম?***

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক

জবাব : দুধ পানের মাধ্যমে হারাম সাব্যস্ত হয়। তবে এক্ষেত্রে দু'টি শর্ত প্রযোজ্য।

প্রথম শর্ত : কমপক্ষে পাঁচবার দুধ পান হতে হবে।

أَنَّهَا قَالَتْ : "كَانَ فِيْمَا أُنْزِلَ مِنَ الْقُرْآنِ : عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُوْمَاتٍ يُحَرِّمْنَ، ثُمَّ نُسِخْنَ، بِخَمْسٍ مَعْلُوْمَاتٍ، فَتُوُفِّيَ رَسُوْلُ اللهِ (ﷺ)، وَهُنَّ فِيْمَا يُقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ".

উম্মুল মু'মিনীন 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : "কুরআনে নাযিল হয়েছিল– দশবার দুধ পানে হারাম সাব্যস্ত হয়। অতঃপর পাঁচ বারের মাধ্যমে তা রহিত হয়। এভাবেই রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর ওয়াফাতের সময়ও কুরআনে পাঠ করা হতো।" ***(সহীহ মুসলিম- হা. ১৪৫২)***। এ হাদীসে প্রমাণিত হয় পাঁচবার তৃপ্তি সহকারে দুধ পানের মাধ্যমে হারাম সাব্যস্ত হয়। অবশ্য একবার দুধপান কাকে বলা হয় এ বিষয়ে অনেক মতভেদ রয়েছে। আল্লামা আব্দুর রহমান সা'দী ও ইবনু উসাইমীন (রাহিমাহুমাল্লাহ) বলেন : একবার তৃপ্তি সহকারে পান করা, যা মূলত একবার খাদ্য গ্রহণ করা বুঝায় এবং দ্বিতীয়বার হবে ভিন্ন সময়ে। একই সময়ে নয়। এরূপ পাঁচবার খাদ্য গ্রহণের জন্য দুধ পান করাতে হারাম সাব্যস্ত হবে। ***(আশরহ আল মুমতি- ১২/১১৪)***

দ্বিতীয় শর্ত হলো– বাচ্চার দু'বছর বয়সের মধ্যে হতে হবে। ***(সূরা আল বাক্বারাহ্ : ২৩৩)*** অতএব প্রশ্নে বর্ণিত শুধু একবার দুধ পানের মাধ্যমে হারাম সাব্যস্ত হবে না। অনুরূপ এক দিনেও যদি ভিন্ন ভিন্ন সময়ে পাঁচবার দুধ পান না হয় এতেও হারাম সাব্যস্ত হবে না। –ওয়াল্লাহু আ'লাম

জিজ্ঞাসা (১৪) : ***আত্মহত্যাকারী ব্যক্তি কি চিরস্থায়ী জাহান্নামে থাকবে, নাকি শাস্তি ভোগের পর জান্নাতে যাবে?***

ইলাহী বক্স
গাবতলী, বগুড়া।

জবাব : আত্মহত্যাকারীর শাস্তি সম্পর্কে হাদীসে এসেছে, যে ব্যক্তি যেভাবে আত্মহত্যা করেছে সেভাবে নিজেকে জাহান্নামে আঘাত হানতে থাকবে। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন :

خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيْهَا أَبَدًا.

"জাহান্নামে চিরস্থায়ী শাস্তি ভোগ করতে থাকবে।" ***(সহীহুল বুখারী- হা. ৫৭৭৮; সহীহ মুসলিম- হা. ১০৯)***। এ হাদীসের চিরস্থায়ী এ বিষয়ে কিছু মতামত রয়েছে। তবে সঠিক মত হলো– এখানে চিরস্থায়ী শব্দ হতে দু'টি বিষয় বুঝা যায় : প্রথম- চিরস্থায়ী অর্থ দীর্ঘ মেয়াদ জাহান্নামে শাস্তি ভোগ করবে। দ্বিতীয়- অথবা ইসলামে আত্মহত্যা হারাম হওয়া সত্যেও যে ব্যক্তি এটাকে হারাম মনে করবে না; বরং বৈধ মনে করে আত্মহত্যা করবে। ফলে সে কাফির হয়ে যাবে এবং চিরস্থায়ী জাহান্নামী হবে। আর যে ব্যক্তি আত্মহত্যা হারাম মনে করে লিপ্ত হবে, সে বড় ধরনের অপরাধে লিপ্ত হবে। এজন্য সে ইসলাম হতে বের হয়ে যাবে না; বরং মহান আল্লাহর ইচ্ছাধীন থাকবে। কারণ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আত্মহত্যাকারীর জানাযা পড়েননি। কিন্তু পড়ার অনুমতি দিয়েছেন এবং আত্মহত্যাকারীর জন্য মাগফিরাতের দু'আ করেছেন। ***(সহীহ মুসলিম- হা. ১১৬)*** সুতরাং আত্মহত্যাকারী কাফির নয়; বরং অপরাধী মুসলিম। মহান আল্লাহর ইচ্ছাধীন। জাহান্নামে শাস্তি ভোগ করলেও ঈমান থাকার কারণে ভালো আশা করা যায়। –ওয়াল্লাহু আ'লাম

জিজ্ঞাসা (১৫) : ***আমি শুনেছি, ফ্লোরে বসতে সক্ষম ব্যক্তি চেয়ারে বসে সালাত আদায় করলে সালাত হবে না, কেননা তা আল্লাহ তা'আলার সাথে বেয়াদবির***

সামিল। আমি আরো শুনেছি, ফ্লোরে বসে সালাত আদায়ের বিধান রয়েছে অতএব চেয়ারে বসা বিদআত। আশা করি সংশয় দূর করবেন।

মুহাম্মদ নাঈম
পলাশবাড়ী, গাইবান্ধা।

জবাব : রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন,

صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ.

"দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করো, যদি অক্ষম হও তাহলে বসে, তাও যদি অক্ষম হও তাহলে কাত হয়ে শুয়ে।" ***(সহীহুল বুখারী- হা. ১১১৭)*** এ হাদীসে স্পষ্ট যে, সুস্থ ও সক্ষম ব্যক্তি অবশ্যই দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করবে। অক্ষম হলে বসে সালাত আদায় করবে। যদি ফ্লোরে বসে সালাত আদায় করতে পারে তাহলে অবশ্যই উত্তম। কিন্তু যদি ফ্লোরে বসতে অক্ষম হয়, যেমন পা বাকা করতে পারে না আবার দাঁড়িয়েও থাকতে পারে না, তাহলে এমন অক্ষম ব্যক্তির জন্য চেয়ারে বসে সালাত আদায় করা অবশ্যই বৈধ। শাইখ ইবনু বায (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন :

...ومن عجز عن ذلك وصلى على الكرسي فلا حرج في ذلك، لقو له تعالى : (فا تقوا الله ما استطعتم...)

"... যদি সঠিকভাবে সাজদাহ্ দিতে না পারে ফলে চেয়ারে বসে সালাত আদায় করে এতে কোনো অসুবিধা নেই। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেন : তোমরা সাধ্যানুযায়ী আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করে চলো।" ***(ফাতাওয়া বিন বায- ১২/২৪৫, ২৪৬)*** অতএব অক্ষম ব্যক্তির চেয়ারে বসে সালাত আদায় করা শরিয়ত সম্মত; বিদআত বলা যাবে না। অবশ্য সক্ষম হওয়া সত্যেও অলসতাবসত চেয়ারে বসে সালাত আদায় করলে তা বৈধ হবে না। –ওয়াল্লাহু আ'লাম

জিজ্ঞাসা (১৬) : দুনিয়া মু'মিনের জন্য জেলখানা। এটি কি হাদীস, নাকি কোনো আরবি উক্তি?

আজমাঈন মুনতাসির
উত্তরা, ঢাকা।

জবাব : হাদীসে–

الدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ، وَجَنَّةُ الْكَافِرِ.

"দুনিয়া মু'মিনের জন্য জেলখানা এবং কাফিরের জন্য জান্নাতসরূপ।" হাদীসটি প্রসিদ্ধ সাহাবী আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। ***(সহীহ মুসলিম- হা. ২৯৫৬; জামে' আত্ তিরমিযী- হা. ২৩২৪)***

জিজ্ঞাসা (১৭) : গায়েবানা জানাজার বিধান দলিলসহ জানালে কৃতজ্ঞ থাকব?

ইমরুল কায়েস
আশাশুনি, সাতক্ষীরা।

জবাব : সহীহুল বুখারী ও সহীহ মুসলিমের হাদীসে এসেছে– হাবশার বাদশা নাজাশী যখন মৃত্যুবরণ করেন, তখন নবী (ﷺ) সাহাবীদের মাঝে সালাতের ঘোষনা দিলেন। অতঃপর সাহাবীদের নিয়ে গায়েবানা জানাযা পড়ালেন। এ হাদীস থেকে গায়েবানা জানাযা পড়া প্রমাণিত হয়। যদিও কিছু মতামত রয়েছে। তবে সঠিক কথা হলো– গায়েবানা জানাযা পড়া জায়িয। ***(ফাতাওয়া সাউদী স্থায়ী কমিটি- ৮/৪১৮)*** তবে ঢালাওভাবে সকলের জন্য নয়; বরং যার জানাযা হয়নি, জানাযা ছাড়া দাফন হয়েছে এমন ব্যক্তির জন্য। অনুরূপ যে ব্যক্তির ইসলামে বড় অবদান রয়েছে তার জন্য। –ওয়াল্লাহু আ'লাম

জিজ্ঞাসা (১৮) : মসজিদে প্রবেশ করার পর দুই রাকআত সালাত আদায় না করে বসলে গুনাহ হবে কি?

মোহাম্মদ আবু বকর
আনোয়ারা, চট্টগ্রাম।

জবাব : রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন,

إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ، فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ.

"যখন তোমাদের কেউ মসজিদে প্রবেশ করে, তখন সে যেন দুই রাকআত সালাত পড়া ছাড়া না বসে।" ***(সহীহুল বুখারী- হা. ১১৬৭, ২/৫৭; সহীহ মুসলিম- হা. ৭১৪)*** এ হাদীসসহ আরো অনেক হাদীসে এ সালাতের গুরুত্ব এসেছে। এ জন্য কেউ ওয়াজিব বলেছেন। তবে যেহেতু কোনো শাস্তির বর্ণনা আসেনি, এজন্য অধিকাংশ জনই সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ বলেছেন। ***(মাজমু ফাতাওয়া ইবনু উসাইমীন- ১৪/৩৫৪)*** অতএব ছুটে গেলে গুনাহ হবে না। তবে অবজ্ঞাবসত ছেড়ে দিলে অবশ্যই গুনাহ হবে। –ওয়াল্লাহু আ'লাম

প্রচ্ছদ রচনা

ঐতিহাসিক আদিনা মসজিদ

–আব্দুল মোহাইমেন সাআদ*

ভারতবর্ষের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের আমের শহর খ্যাত মালদহ জেলার ফিরুজাবাদে অবস্থিত ইসলামী স্থাপত্যকলার এক অনন্য নিদর্শন এই আদিনা মসজিদ। এটি ছিল তৎকালীন ভারতীয় উপমহাদেশের সবচেয়ে বড়ো মসজিদ। এই মসজিদটি নির্মাণ করা হয় ফুস্তাত মসজিদ, দামেশক মসজিদ, সামাররা মসজিদ, আবু দুলাফ মসজিদ ও ইবনু তুলুন মসজিদের নকশার অনুকরণে। মসজিদের পেছনের দেয়ালে প্রাপ্ত একটি শিলা-লিপি অনুসারে মসজিদটি ১৩৭৩ খ্রিষ্টাব্দে ইলিয়াস শাহের পুত্র আবুল মুজাহিদ সিকান্দার শাহ কর্তৃক নির্মিত। আবুল মুজাহিদ সিকান্দার শাহ ছিলেন ইলিয়াস শাহি বংশের দ্বিতীয় সুলতান। তিনি তিন দশক খুব দাপটের সঙ্গে রাজত্ব করেছিলেন। সুলতান তার সাফল্যকে চিরস্মরণীয় করে রাখতেই এই মসজিদটি নির্মাণ করেছিলেন। মসজিদটিতে একসঙ্গে ১০০,০০০ মুসল্লি সালাত আদায় করতে পারত। একসময় এটি কেবল বাংলায়ই নয়; বরং গোটা ভারত উপমহাদেশের বৃহত্তম মসজিদ ছিল। বিস্ময়ের ব্যাপার হলো এই যে, শুধু আকার-আয়তনেই আদিনা মসজিদ বিশ্বের সেরা মসজিদগুলোর সঙ্গে তুলনীয় নয়, নকশা ও গুণগত দিক দিয়েও এটি বিশ্বের সেরা মসজিদগুলোর সমকক্ষ। মসজিদের দেয়ালগুলোর নিচের অংশ পাথর বাঁধানো ইট এবং অন্য অংশগুলো সাধারণ ইটের দ্বারা নির্মিত। মসজিদটি উত্তর-দক্ষিণে ৫২৪ ফুট লম্বা ও ৩২২ ফুট চওড়া। এতে ২৬০টি থাম ও ৩৮৭টি গম্বুজ আছে। এর উন্মুক্ত প্রাঙ্গণের উত্তর, দক্ষিণ ও পূর্বদিকে ১২ মিটার প্রশস্ত খিলানপথে তিনটি 'আইল' এবং ২৪ মিটার প্রশস্ত প্রার্থনাকক্ষে পাঁচটি 'আইল' আছে, প্রার্থনা কক্ষকে বিভক্ত করেছে একটি প্রশস্ত খিলানছাদ দ্বারা আচ্ছাদিত কেন্দ্রীয় 'নেভ'। এর আয়তন ২১১০ মিটার এবং যার উচ্চতা ছিল এক সময় প্রায় ১৮ মিটার, বর্তমানে এটি পতিত। স্তম্ভগুলো ভিত্তিমূলে বর্গাকার, মধ্যস্থলে গোলাকার এবং উপরে শীর্ষস্থানের দিকে বাঁকা। কেন্দ্রীয় 'নেভ' খিলান দ্বারা আচ্ছাদিত পথ অপেক্ষা অনেক উঁচু এবং পিপাকৃতি ভল্ট দ্বারা আচ্ছাদিত ছিল, যা এর উচ্চতার জন্য গোটা কাঠামোর উপর প্রাধান্য বিস্তার করেছিল এবং অনেক দূর থেকে দেখা যেত। প্রার্থনা কক্ষের উত্তরে খিলান দ্বারা আচ্ছাদিত পথের উপরের গম্বুজগুলো ত্রিকোণবিশিষ্ট পেন্ডেন্টিভের উপর সংস্থাপিত। বর্তমানে পতিত গম্বুজগুলো, উল্টানো পানপাত্র আকারের ছিল যা সুলতানি আমলের বিশেষ বৈশিষ্ট্য। কিবলা দেয়ালের সন্নিকটে উত্তর পাশে তিন 'আইল' জুড়ে একটি এলাকায় এক সারিতে সাতটি মজবুত স্তম্ভের উপর পাথরের মাকসুরা নির্মাণ করা হয়েছে সুলতান ও তার সঙ্গীদের প্রার্থনার স্থান হিসেবে। প্রধান মিহরাবের ডানদিকে রয়েছে এক অনিন্দ্য নিদর্শন চাঁদোয়া শোভিত মিম্বর। মসজিদটি বর্তমানে ধ্বংসপ্রাপ্ত। কালের বিবর্তনে খিলান ছাদযুক্ত প্রবেশদ্বারসহ পশ্চিম দেয়ালের অংশবিশেষ মাত্র টিকে আছে। তারপরও যেন মসজিদটি আগের সেই জৌলুস ধরে রেখেছে দর্শনার্থীদের মনে। ❑

** শিক্ষার্থী, কবি নজরুল সরকারি কলেজ, ঢাকা।*

মৃত্যু সংবাদ

সিরাজগঞ্জ জেলা জমঈয়তের অন্যতম শাখা সভাপতি রাঙ্গিলাবাহাদুর গ্রামের আলহাজ্জ আব্দুল করীম সরকার (৮৪) ২ পুত্র ও ১ কন্যা রেখে গত ২৪ সেপ্টেম্বর রবিবার জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, বগুড়ায় মৃত্যুবরণ করেন– "ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন"। তার জানাযায় ইমামতি করেন জেলা জমঈয়তের সাবেক সভাপতি মাওলানা মুহাম্মদ আমিনুল হক। উপস্থিত ছিলেন জেলা জমঈয়ত নেতৃবৃন্দসহ স্থানীয় মুসল্লীগণ। মাইয়্যিতের মাগফিরাত কামনা করে দু'আর আবেদন করেছেন সিরাজগঞ্জ জেলা জমঈয়তের সেক্রেটারি শাইখ আব্দুল খাবীর মাদানী।

দৈনন্দিন সালাতের সময়সূচি

অক্টোবর

তারিখ	ফজর	সূর্যোদয়	যোহর	আসর	মাগরিব	ঈশা
০১	০৪:৩০	০৫:৪৯	১১:৪৯	০৩:১২	০৫:৪৭	০৭:১৭
০২	০৪:৩১	০৫:৫০	১১:৪৯	০৩:১২	০৫:৪৬	০৭:১৬
০৩	০৪:৩১	০৫:৫০	১১:৪৮	০৩:১১	০৫:৪৫	০৭:১৫
০৪	০৪:৩১	০৫:৫১	১১:৪৮	০৩:১১	০৫:৪৪	০৭:১৪
০৫	০৪:৩২	০৫:৫১	১১:৪৮	০৩:১০	০৫:৪৩	০৭:১৩
০৬	০৪:৩২	০৫:৫১	১১:৪৮	০৩:০৯	০৫:৪২	০৭:১২
০৭	০৪:৩২	০৫:৫২	১১:৪৭	০৩:০৯	০৫:৪১	০৭:১১
০৮	০৪:৩৩	০৫:৫২	১১:৪৭	০৩:০৮	০৫:৪০	০৭:১০
০৯	০৪:৩৩	০৫:৫২	১১:৪৭	০৩:০৮	০৫:৩৯	০৭:০৯
১০	০৪:৩৪	০৫:৫৩	১১:৪৬	০৩:০৭	০৫:৩৮	০৭:০৮
১১	০৪:৩৪	০৫:৫৩	১১:৪৬	০৩:০৬	০৫:৩৭	০৭:০৭
১২	০৪:৩৪	০৫:৫৪	১১:৪৬	০৩:০৬	০৫:৩৬	০৭:০৬
১৩	০৪:৩৫	০৫:৫৪	১১:৪৬	০৩:০৫	০৫:৩৫	০৭:০৫
১৪	০৪:৩৫	০৫:৫৫	১১:৪৫	০৩:০৫	০৫:৩৪	০৭:০৪
১৫	০৪:৩৬	০৫:৫৫	১১:৪৫	০৩:০৪	০৫:৩৪	০৭:০৪
১৬	০৪:৩৬	০৫:৫৫	১১:৪৫	০৩:০৪	০৫:৩৩	০৭:০৩
১৭	০৪:৩৬	০৫:৫৬	১১:৪৫	০৩:০৩	০৫:৩২	০৭:০২
১৮	০৪:৩৭	০৫:৫৬	১১:৪৫	০৩:০৩	০৫:৩১	০৭:০১
১৯	০৪:৩৭	০৫:৫৭	১১:৪৪	০৩:০২	০৫:৩০	০৭:০০
২০	০৪:৩৮	০৫:৫৭	১১:৪৪	০৩:০১	০৫:২৯	০৬:৫৯
২১	০৪:৩৮	০৫:৫৮	১১:৪৪	০৩:০১	০৫:২৮	০৬:৫৮
২২	০৪:৩৮	০৫:৫৮	১১:৪৪	০৩:০০	০৫:২৮	০৬:৫৮
২৩	০৪:৩৯	০৫:৫৯	১১:৪৪	০৩:০০	০৫:২৭	০৬:৫৭
২৪	০৪:৩৯	০৫:৫৯	১১:৪৪	০২:৫৯	০৫:২৬	০৬:৫৬
২৫	০৪:৪০	০৬:০০	১১:৪৩	০২:৫৯	০৫:২৫	০৬:৫৫
২৬	০৪:৪০	০৬:০০	১১:৪৩	০২:৫৮	০৫:২৫	০৬:৫৫
২৭	০৪:৪০	০৬:০১	১১:৪৩	০২:৫৮	০৫:২৪	০৬:৫৪
২৮	০৪:৪১	০৬:০১	১১:৪৩	০২:৫৭	০৫:২৩	০৬:৫৩
২৯	০৪:৪১	০৬:০২	১১:৪৩	০২:৫৭	০৫:২৩	০৬:৫৩
৩০	০৪:৪২	০৬:০২	১১:৪৩	০২:৫৬	০৫:২২	০৬:৫২
৩১	০৪:৪২	০৬:০৩	১১:৪৩	০২:৫৬	০৫:২১	০৬:৫১